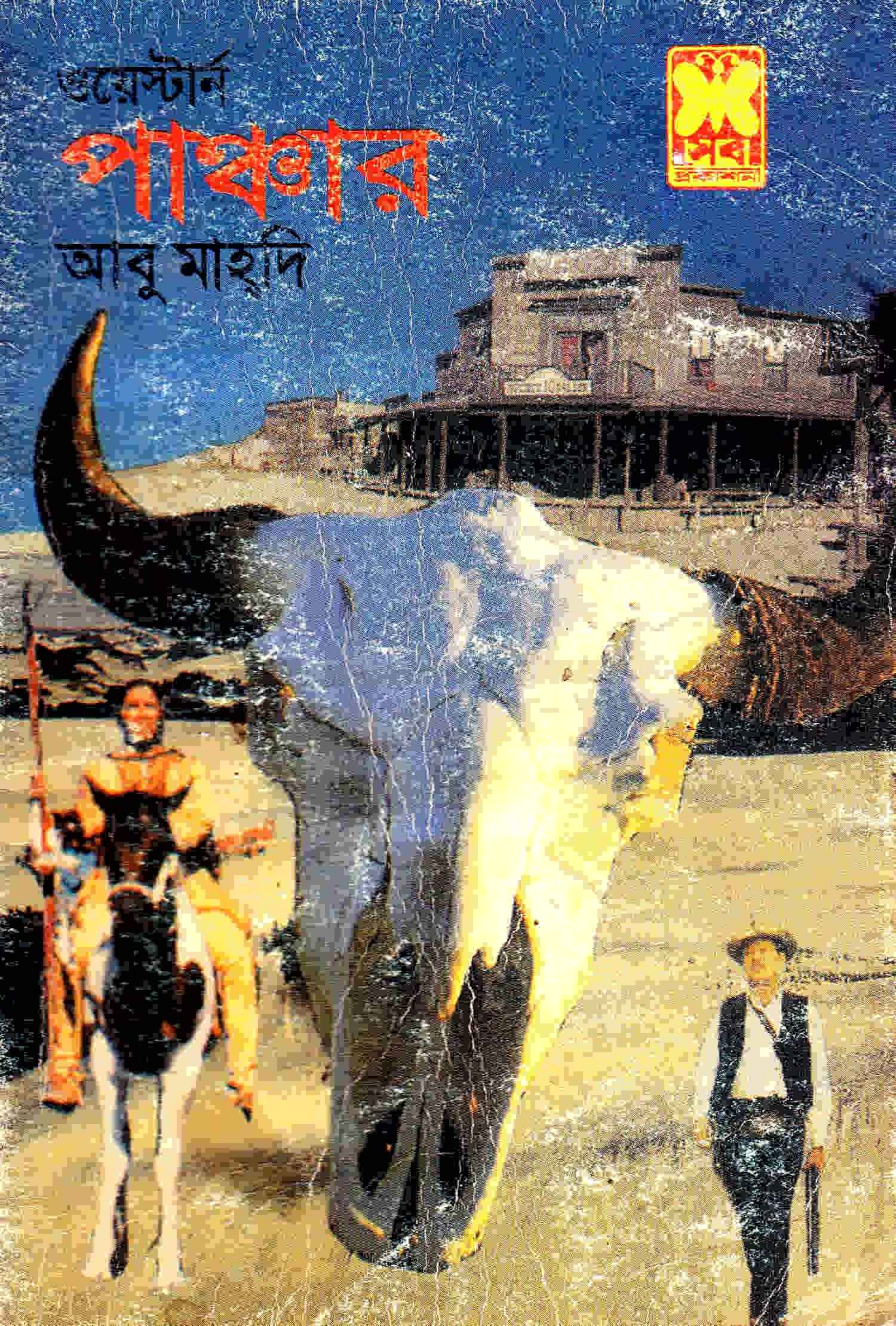


ওয়েস্টার্ন
পাখওার
আবু মাহ্‌দি
সেবা
প্রকাশনী

এক

ধু-ধু মরুভূমি। সূর্যের কড়া তাপে গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে যেন। বাতাস প্রায় স্থির। যেদিকেই চোখ যায়, উত্তাপের কাঁপা কাঁপা অদৃশ্য ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। থেকে থেকে আগুনের হল্‌কার মত গরম ভাপ্ এসে আছড়ে পড়ছে নাকেমুখে।

সেদিকে বিশেষ একটা নজর নেই যেন অশ্বারোহীর। মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে সে, একা। বিশাল এক স্ট্যালিয়ন তাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। ওটার কুচকুচে কালো গা ঘামে চক্‌চক্ করছে।

আরোহী দীর্ঘদেহী। চওড়া দেহের কাঠামো। আটাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হবে বয়স। কব্জি দেখলে বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তি ধরে যুবক। মুখটা সামান্য লম্বাটে, খাড়া নাক। দৃঢ় সংঘবদ্ধ পাতলা ঠোঁট। চোখের রঙ হাল্‌কা নীল। চেহারায় ফুটে আছে কি এক প্রতিজ্ঞার ছাপ। যুবকের নাম গ্রান্ট ম্যাকলেইন।

স্ট্যালিয়নের সাথে একটা খচ্চর বাঁধা। বড়সড় এ-চ বোঝা নিয়ে পেছন পেছন আসছে ওটা হেলেদুলে। ক্লান্তিতে পা উ. তে চাইছে না তার।

সমব্রেরো সামান্য ডানে কাত করে বসাল গ্রান্ট। চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল। পুরো দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একসার ধূসর পাহাড়ের পাথুরে গায়ে ঠেকে গেল দৃষ্টি। অ্যাপাচিরিয়ার শুরু ওখান থেকেই। সামনের পথ ক্রমে ওপরে উঠে গেছে। পথের দুদিকে ছাড়া

ছাড়া কিছু মেসকিট ঝোপ দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু সাগুয়ারো ক্যাকটাসও আছে। অতন্দ্র প্রহরীর মত খাড়া ওগুলো, যেন অ্যাপাচিরিয়া পাহারা দিচ্ছে।

চোখ নামিয়ে নিল গ্র্যান্ট বাধ্য হয়ে। ধাঁধা লেগে গেছে এরই মধ্যে। সূর্য নির্দয় কিরণ বর্ষণ করে চলেছে নির্বিকারচিত্তে। বড় একটা মরু লিজার্ড বিশেষ কোন কাজে কোথাও যাচ্ছিল হয়তো, স্ট্যালিয়নের খুরের আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে চট্ করে থেমে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পেটটা ঘন ঘন বড়-ছোট হচ্ছে, দম নিচ্ছে। প্রচণ্ড গরমে ওটারও অবস্থা কাহিল। মাথা আরেকটু কাত করে গ্র্যান্টকে দেখল ওটা মুহূর্তের জন্যে, তারপর ফেস পাউডারের মত মিহি বালুর ওপর দিয়ে সাঁৎ করে ছুটে গেল বড় এক খণ্ড পাথরের দিকে। ওটার তলায় মাথা গুঁজে দিয়ে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। এবার একটু হাতের খেলা দেখাতে হবে, ভাবছে আপনমনে। তার ধারণা সামনের পাহাড়েই আছে ওরা। ঈগলের মত শিকারী দৃষ্টিতে এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। সামনের ঝোপ-জঙ্গল, জেগে থাকা বড় বড় বোল্ডার ও রিজের আড়ালে বসে গ্র্যান্টের অপেক্ষায় আছে।

অ্যাপাচি!

নাক দিয়ে খরখরে একটা আওয়াজ করল ওর স্ট্যালিয়ন। পা ঠুকল পাথুরে মাটিতে।

'ঠিক ধরেছ, নিগার,' ওটার গলায় হাত বুলিয়ে দিল গ্র্যান্ট। 'এসে গেছি আমরা জায়গামত।'

শুকনো কিছু ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বালল গ্র্যান্ট। তার ওপর ক্রিয়োসোটো ঝোপের আরও কিছু ডালপালা চাপিয়ে স্যাডল রোল থেকে একটা কম্বল বের করে তা দিয়ে ঢেকে দিল আগুন। একটু পর

কম্বলটা সরিয়ে নিতেই প্রচুর কালো ধোঁয়া বের হলো কুণ্ডলী পাকিয়ে। কাজটা দু'বার করল সে, তারপর আগুন নিভিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল। ধোঁয়াটা অ্যাপাচিদের কিছুটা কৌতূহলী করে তুলবে, এই আশায় কাজটা করেছে গ্র্যান্ট। এতে আচমকা আক্রমণ করে বসবে না ওরা।

আরও কিছুটা এগিয়ে সরু এক ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল গ্র্যান্ট। দু'ধারের নিরেট পাথুরে দেয়াল সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। নিজের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। চোখের কোণ দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছোট ছোট বাঁক, পাথরের খাঁজ-ভাঁজ লক্ষ করতে করতে গোবেচারা ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে সে। হঠাৎই একটা বন মোরগের ডাক কানে এল। চমকে উঠে কান খাড়া করল পশু দুটো, অশান্ত হয়ে উঠল।

হাঁটুর গুঁতোয় স্ট্যালিয়নকে শান্ত করল গ্র্যান্ট। বুঝে নিল ঘোষণা হয়ে গেছে তার আগমণবার্তা। আলস্য কাটানোর ভঙ্গিতে অতি সাবধানে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল সে। হাত দুটো ঘাড়ের ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙল। আসলে ওর সাথে যে গানবেল্ট নেই, সেটাই দেখিয়ে দিল ঈগলচোখা অ্যাপাচিদের। আবার শোনা গেল একই ডাক, এবারে কয়েকটা। অর্থাৎ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভেবে আপন মনে হাসল ম্যাকলেইন।

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল ক্যানিয়ন। প্রশস্ত একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল সে। জায়গাটা ডিম্বাকৃতির, এক জায়গায় পাথর চুয়ানো নোনতা পানি জমে আছে। চতুর্দিকে পাথুরে পাহাড়ের খাড়া খাড়া দেয়াল। সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না ভেতরে। আবার নেমে পড়ল গ্র্যান্ট। খচ্চরটার পিঠ থেকে রোল নামিয়ে একটা ব্ল্যাঙ্কেট বিছাল মাটিতে।

তার ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল কিছু পুঁতির মালা, আয়না, চিরুনি, কয়েকটা কারুকাজ করা সুদৃশ্য ছোরা। একপাশে রাখল

আনকোরা ঝক্‌ঝকে একটা উইনচেস্টার কারবাইন। ম্লান আলোতেও ওটার ধাতব ব্যারেল চক্‌চক করছে। সন্তুষ্ট হয়ে কয়েক পা সরে এসে চতুর্দিকে দৃষ্টি বোলাল সে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এমনকি একটা পাথরের টুকরো স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ার শব্দও কানে এল না। অথচ সে নিশ্চিত মাথার ওপরেই আছে ওরা।

চিরিকাহুয়া অ্যাপাচি!

আচমকা দৃশ্যটা চোখে পড়ল। মাথা বরাবর ফুট ত্রিশেক উঁচুতে মান্ধাতা আমলের একটা স্প্রিংফিল্ড রাইফেলের ব্যারেল নড়ে উঠল; ওটা ধরে রেখেছে বিশালদেহী এক অ্যাপাচি যোদ্ধা। গ্র্যান্টের কাজ দেখছিল এতক্ষণ নীরবে। এইবার এক হাঁক ছাড়ল সে। বিকট প্রতিধ্বনি তুলল তা দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে। ভড়কে যাওয়া পশু দুটোকে কোনমতে শান্ত করে নিজের হাত দুটো মাথার ওপর তুলল গ্র্যান্ট। বোঝাতে চাইল সে নিরস্ত্র। তারপর বুকের ওপর ডান হাত রেখে ইশারায় প্রকাশ করল সে তাদের শত্রু নয়, বন্ধু।

আবারও তীক্ষ্ণস্বরে কিছু বলল যোদ্ধা, সাথে সাথে যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো আরও আট অ্যাপাচি। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তেলতেলে দেহের এমন রঙ বানিয়েছে যে নড়াচড়া না করলে ব্যাটাদের দেখা পাওয়াই কঠিন। হাতে ছোঁড়ার জন্যে প্রস্তুত তীর ধনুক আর মুখে আঁকা উল্কি দেখলেই বোঝা যায় ওরা সবাই যোদ্ধা। ওটা একটা ওয়ার পার্টি।

রাইফেলের ব্যারেল দুলিয়ে প্রথম অ্যাপাচি ওকে পেছনদিকে সরে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল। শ্রাগ করল গ্র্যান্ট। কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অ্যাপাচিরা যদি ওর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিচে নেমে এসে মালপত্রগুলো দেখে, তাহলে হয়তো কথা বলার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

নইলে যে-কোন মুহূর্তে সেইন্ট পিটার অথবা ওল্ড নিকের সাথে

হ্যান্ডশেক করতে হতে পারে, ভাবছে সে। তবে আশার কথা, ধোঁয়া উড়িয়ে নিজের প্রতি ওদেরকে আকৃষ্ট করে তুলতে পেরেছে সে। ও যে এখনও জীবিত, সেটাই তার প্রমাণ। এই কৌতূহল ধরে রাখতে হবে। নইলে যে কোন মুহূর্তে পোকা মাকড়ের মত অবলীলায় পিষে মেরে ফেলবে ওকে হিংসাপরায়ণ অ্যাপাচিরা।

নিজেদের মধ্যে বিচিত্র ভাষায় কথা বলল ওরা কিছু সময়, তারপর সার বেঁধে নিচে নেমে আসতে শুরু করল। আগে আগে ভারিক্কি চালে আসছে সেই বিশালদেহী রাইফেলধারী অ্যাপাচি। সুগঠিত শরীর তার। বুকটা ব্যারেলের মত। উদ্ধত চিবুক, চওড়া চোয়াল, প্রশস্ত কপালের নিচে কালো ছোট ছোট দু'চোখে শ্বাপদের দৃষ্টি।

দীর্ঘ চুলগুলো শাসনে রাখার জন্যে লাল রিবন দিয়ে বেঁধে রেখেছে লোকটা। রিবনে গোঁজা পালক এবং তার চলার ধরন বলছে—সে-ই দলের সর্দার। পেছনের সবার হাতে তীর ধনুক প্রস্তুত। দলটা কাছাকাছি পৌঁছতেই বোঁটকা একটা গন্ধ ঝাপটা মারল গ্র্যান্টের নাকে।

কম্বলের ওপর সাজানো জিনিসগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকগুলো। হুটোপুটি শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে। কিন্তু সর্দার অনড়, নির্বিকার। একপাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে।

'আমাদের এলাকায় কেন ঢুকেছ তুমি?' প্রশ্ন করল সে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে। 'কে তুমি, কি চাও?'

'আমার নাম গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন, ব্যবসা করতে চাই তোমাদের সাথে।'

'এইসব ফালতু জিনিস নিয়ে ব্যবসা!' বলল সর্দার। 'কোন সাদা মানুষ এ ধরনের আজেবাজে মালের কারবার করতে কখনোই অ্যাপাচিরিয়ার এত গভীর এলাকায় আসে না। তুমি আসার পথে ধোঁয়া উড়িয়েছিলে কেন?'

'ব্যবসার কথাবার্তা শুরু করার আগেই তোমাদের হাতে খুন হয়ে যেতে চাইনি, তাই,' কণ্ঠ যথা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সে।

'ব্যবসা!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'জিনিসের মধ্যে আছে তো কেবল একটা রাইফেল।'

সর্দারের দিকে এক পা এগোল ম্যাকলেইন, ওদের কৌতূহল উস্কে দিতে চাইল। 'আমার কাছে আরও জিনিস আছে।'

'কোথায়? দেখছি না তো!' ভুরু উঁচিয়ে এদিক ওদিক তাকাল সর্দার। 'আর কিছুই তো নেই তোমার কাছে। তুমি আসলে স্কাল্পহান্টার, তাই না? সুবিধামত পেলে অ্যাপাচি খুন করে তাদের মাথা কেটে নিয়ে সরে পড়ার মতলবে এসেছ!'

'না। আমি স্কাল্পহান্টার নই!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল যুবক। 'তা ছাড়া আমি নিরস্ত্র। খালি হাতে কি করে তোমার লোকদের খুন করব?'

'হয়তো কৌশল খাটিয়ে!' মাথা ঝাঁকাল সে, কিন্তু বলার ভঙ্গি এবার অনিশ্চিত। গলার তেজও কম।

ঝুঁকি নেবার ফল ফলেছে, গ্র্যান্ট বুঝতে পারল। ওর নিরস্ত্র অবস্থায় আসার ব্যাপারটা এই ব্যাটাকে মোটামুটি প্রভাবিত করেছে বলেই মনে হচ্ছে।

'আমি এদের সর্দার,' সুর নরম করে বলল বিশালদেহী, 'ম্যানোলিতো। মালের বদলে কি চাও তুমি, হলুদ ধাতু? সাদা মানুষেরা যার লোভে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে মরে?'

'না না, ওসব কিছু না,' স্বস্তির হাসি হাসল গ্র্যান্ট। 'সাদা এক মেয়ে চাই শুধু আমি। তোমার লোকেরা কিছুদিন আগে তাকে ধরে এনেছে।'

মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল ম্যানোলিতোর দু'চোখ। কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'তাকে তুমি পাবে না। এখান থেকে অনেক দূরে আছে সে।'

'কতদূরে?'

'অনেকদিনের পথ,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল অ্যাপাচি।

ব্যাটার চোখ বলছে মিথ্যে বলছে ও, ভাবল গ্র্যান্ট। হয়তো ধারেকাছেই কোথাও আছে মেয়েটি। এমনকি এও হতে পারে এই ওয়ার পার্টির আস্তানাতেই আটকে রাখা হয়েছে তাকে।

শ্রাগ করল ও। 'হতাশ করা কথা শোনালে, সর্দার। আমি ওর বদলে খুব দামী জিনিস বিনিময় করতে চেয়েছিলাম।'

'নিজের প্রাণ ছাড়া ব্যবসা করার আর কিছুই তো নেই তোমার দেখতে পাচ্ছি,' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল ম্যানোলিতো।

কিছুটা চ্যালেঞ্জের সুরে বলল গ্র্যান্ট, 'আমাকে মেয়েটির কাছে নিয়ে চলো, তাহলেই জানতে পারবে কি জিনিস আছে আমার কাছে।'

ওদের ঘিরে থাকা অ্যাপাচিদের মধ্যে থেকে একজন কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, 'এটাকে খতম করে চলো, কাজে যাই আমরা।'

সুযোগটা পেয়ে গেল গ্র্যান্ট। একরোখা কণ্ঠে বলল, 'আমাকে মেয়েটির কাছে নিয়ে যেতে ভয় কিসের তোমাদের?'

তেড়ে এল অ্যাপাচি সর্দার। চোখ মুখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে অ্যাপাচি অহঙ্কার। দাঁত কিড়মিড় করে বলল সে, 'ম্যানোলিতো ভয় পায় না কাউকে—কাউকে পরোয়া করে না।'

ঠোঁট উল্টে শ্রাগ করল ও। 'ঠিক আছে, মেরেই ফেলো তাহলে আমাকে। কিন্তু সেটা কি ধরনের কাজ হবে? ম্যানোলিতো কি মেয়েমানুষের মত বীরত্ব দেখাতে ভালবাসে?'

খোঁচা জায়গামতই লাগল। বিস্মিত, বাক্রুদ্ধ অ্যাপাচি সর্দার পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। ধীরস্থির এই লোকটাকে তার দেখা অন্য সাদা চামড়ার মত লাগছে না। এর চোখে মুখে ডর-ভয়ের লেশমাত্রও নেই। কোনরকম করুণা ভিক্ষা চাওয়ার লক্ষণ নেই চেহারায়।

অন্যদের দিকে দৃষ্টি দিল গ্র্যান্ট। গম্ভীর চেহারা করে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

'তুমি দেখছি খুব সাহসী লোকের মত কথা বলো,' একটা হাত কোমরে রাখল সর্দার। 'তা মৃত্যুটাও কি বীরের মতই বরণ করতে চাও নাকি?'

'আমি তোমাকে একটা চমৎকার ব্যবসায়িক প্রস্তাব দিয়েছি, সুযোগটা গ্রহণ করা না করা তোমার ইচ্ছে, সর্দার।'

ভাবনায় পড়ে গেল ম্যানোলিতো। 'তুমি কি কোনকিছুর সাথে মেয়েটিকে বিনিময় করতে চাও?'

নড় করল গ্র্যান্ট। 'হ্যাঁ।'

'কিসের সাথে?'

উত্তর দেয়ার সুযোগ পেল না যুবক, তার আগেই সেই অ্যাপাচিটা আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল। 'এটাকে শেষ করে দিলেইতো ল্যাঠা চুকে যায়!'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ম্যানোলিতো। চোখ গরম করে লোকটাকে কড়া ধমক লাগাল, 'থামো! কথা শেষ করতে দাও।

'এইতো বুদ্ধিমানের মত কথা,' মৃদু হাসি ফুটল গ্র্যান্টের ঠোঁটের কোণে। 'জ্ঞানী মানুষের মত কথা। সর্দারকে বিচক্ষণ না হলে চলবে কেন?'

এসব কথায় একটুও প্রভাবিত হলো না ম্যানোলিতো। কড়া চোখে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘন ঘন নজর বোলাচ্ছে। 'কিসের সাথে মেয়েটিকে বিনিময় করতে তুমি আগ্রহী, বলছ না কেন?'

'আমাকে আগে মেয়েটির কাছে নিয়ে চলো, সর্দার। প্রথমে জানতে চাই সে বহাল তবিয়তে আছে। তারপর বলব।'

ওর নির্ভীক, বেপরোয়া ভাবভঙ্গি দেখে মনে মনে খেপে গেল ম্যানোলিতো। তারই এলাকায় দাঁড়িয়ে একা একজন নিরস্ত্র সাদা মানুষের এত সাহস, এত স্পর্ধা কি করে হয় ভেবে পেল না সে। 'চালবাজী হচ্ছে?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। 'প্রস্তাব আমি গ্রহণ করব কি না,

তা না জেনেই দর কষাকষি হচ্ছে? তুমি জানো, আমার হুকুম হলে এই মুহূর্তে মৃত্যু হবে তোমার?'

ভাল মানুষের মত মাথা দোলাল গ্র্যান্ট। 'নিশ্চই জানি। কিন্তু বিশ্বাস করি না তেমনটা ঘটবে।'

মুহূর্তখানেক চুপ করে রইল ম্যানোলিতো। লোকটা তাকে ব্যঙ্গ করল কিনা ভাবল। 'কথাটার মানে?' গমগমে কণ্ঠে বলল সে।

'আমি যতদূর জানি ম্যানোলিতো একজন বীর। তার এলাকায় তারই উপস্থিতিতে বিনা অপরাধে কারও মৃত্যু হতে পারে, কথাটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। সে তেমন কিছু করতেই পারে না। তাহলে অনেক আগেই লাশ হয়ে যেতাম আমি।'

এবার দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকল সর্দার। চোখেমুখে চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে দেখল গ্র্যান্টকে। পরের বার যখন কথা বলল সে, কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন শোনাল। 'মানুষটা তুমি খুবই সাহসী। তেমনি চতুর। নিজের চাহিদা পেশ করার কায়দা ভালই জানো।'

লম্বা বো করল গ্র্যান্ট। 'ধন্যবাদ, সর্দার। এই ব্যাপারটাও বিচক্ষণ বলেই সহজে বুঝতে পেরেছ তুমি। সবাই পারে না।'

ধীরে ধীরে হাসির আভাস দেখা দিল ম্যানোলিতোর মুখে। 'বেশ, চলো তাহলে।' একটু থামল। 'তুমি খুব সাহসী মানুষ। সাহসীদের ম্যানোলিতো শ্রদ্ধা করে।'

ঘুরে সঙ্গীদের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কিছু দুর্বোধ্য নির্দেশ দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। কাজ হয়েছে বুঝতে পেরে গ্র্যান্টও কম্বলের ওপর সাজানো সবকিছু তুলে নিল ব্যস্ত হাতে, গুছিয়ে জায়গামত রেখে দিল।

নিজেদের পেশীবহুল মাসটাঙে চড়ে বসেছে ততক্ষণে অ্যাপাচিরা। গ্র্যান্টের হাতের কাজ শেষ হতে তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ম্যানোলিতো, 'চলো।'

ঝড়ের বেগে ছুটল ঘোড়সওয়ার দলটা। গন্তব্য অ্যাপাচিরিয়ার আরও গভীরের অজ্ঞাত কোন স্থান।

মিনিট বিশেক একটানা চড়াই ভাঙল দলটা। উঠে এল চূড়ায়। পথ ক্রমে সরু হয়ে আসতে শুরু করল। বারবার ডানে-বাঁয়ে করতে হচ্ছে। গতি কমাল সর্দার, দুলকি চালে এগোল।

সরু একটা গলি ধরে কিছুদূর যেতে ডানদিকে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক পড়ল। ওটা অতিক্রম করতেই অ্যাপাচি পল্লী। চারদিকে শুধুই ইন্ডিয়ান চেহারা। কোথায়ও কোন হৈ চৈ নেই—শান্ত, গম্ভীর পরিবেশ। ওদের দেখতে পেয়ে কয়েকটা কুকুর ছুটে এল, ঘোড়াগুলোর চারপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল, ঘেউ ঘেউ করে মাথায় তুলছে এলাকা।

সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে এক মেসার ওপর ছড়ানো ছিটানো ইন্ডিয়ান ঘর দুয়ার। বেশ প্রশস্ত খোলামেলা জায়গা চতুর্দিকে। ভাল জায়গাতেই ঘাঁটি গেড়েছে ব্যাটারা, ভাবছে গ্র্যান্ট। এখানে পৌঁছতে হলে ছোটখাট সেনা বাহিনীর সাহায্য নিতেই হবে। চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে থাকা অ্যাপাচিদের ভাল করে দেখে নিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সে। কেউ বাধা দিল না। ঘুরে ফিরে সবাই আড়চোখে তাকাচ্ছে ম্যানোলিতোর দিকে, হুকুমের প্রত্যাশায় আছে।

আট-ন' বছরের একটা ছেলে এগিয়ে এসে গ্র্যান্টের ঘোড়ার লাগাম ধরতে চাইলে তাকে সরিয়ে দিল সে। সর্দারের দিকে ফিরে বলল, 'আমার ঘোড়ার কাছে আসতে নিষেধ করে দাও শিশুদের। নইলে দু'একটাকে মেরে ফেলতে পারে ওটা।'

ম্যানোলিতোর চোখে কৌতুকের ঝিলিক দেখা গেল। মাথা দুলিয়ে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের অ্যাপাচি ভাষায় দ্রুত কিছু বলল সে। তারপর গ্র্যান্টের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলল, 'ওদের বলে দিয়েছি, ঘোড়া হচ্ছে ভাল মেয়ে মানুষের মত। একজনের কাছেই ভাল পোষ মানে।' তার পাথুরে খাঁজ কাটা মুখে আবারও কৌতুকের হাসি ফুটল।

ইশারায় পথ দেখিয়ে গ্র্যান্টকে উঠানের একধারে একটা ঘরের সামনে নিয়ে এল সে। পাশে দাঁড়ানো এক ইন্ডিয়ান মহিলাকে কিছু বলল। মাথা দুলিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল সে। একটু পর হালকা পাতলা গড়নের অল্প বয়সী সাদা চামড়ার এক তরুণীকে হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি। সূর্যের ঝলসানো আলোয় চোখ পিট্ পিট্ করছে। খানিক পরে তাকাল সে গ্র্যান্টের দিকে। সাদা চামড়া দেখে প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। অবশ্য পরক্ষণেই তাকে নিরস্ত্র দেখে হতাশ হয়ে পড়ল। ওকে আরেক বন্দী ভেবে ম্লান হয়ে গেল চেহারা।

'ঘাবড়িয়ো না, ম্যা'ম,' শান্ত গলায় বলল গ্র্যান্ট। 'কিছু বলার দরকার নেই।' তার গলার দৃঢ়তা আকৃষ্ট করল মেয়েটিকে, আবার ওকে দেখল সে। তারপর একবার ম্যানোলিতোর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে রইল।

গ্র্যান্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ম্যানোলিতো। 'এই মেয়েটিকেই খুঁজছ তুমি?'

'এখনও বুঝতে পারছি না,' সরলভাবে বলল গ্র্যান্ট। 'দেখি ওর সাথে কথা বলে।' ম্যানোলিতো মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাতে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল সে।

অ্যাপাচিদের পোশাক মেয়েটির পরনে। গায়ে বেঢপ সাইজের সাদা বাকস্কিন শার্ট, পায়ে পট্টি মারা মোকাসিন। তার এক সময়ের সোনালী চুলগুলো এখন ধুলো ময়লা জমে জট পাকিয়ে গেছে। নিষ্প্রভ, নীলচে চোখ জোড়া রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে যাওয়া মুখের কোটরে ঢুকে গেছে।

'তুমি নিনা ডেভিস?' প্রশ্ন করল গ্র্যান্ট। যদিও দেখামাত্র বুঝে গেছে, এই সেই নিনা।

ঘাড় কাত করল মেয়েটি। 'তু-তুমি কি আমাকে বা-বাড়ি নিয়ে

যেতে এসেছ?' ধরা গলায় জানতে চাইল।

'সেরকমই ইচ্ছে আছে,' দৃঢ়স্বরে বলল গ্র্যান্ট। আশা করল, এতে মেয়েটি হয়তো কিছুটা উজ্জীবিত হবে। 'এই বদমাশগুলো কি তোমার ওপর নির্যাতন করেছে?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। গলার স্বর নিচু করে বলল, 'না। হুয়ানো নামে এক ওয়ারিয়র আমার মনিব। আমাকে বিয়ে করবে বলে আটকে রেখেছে।'

'ঠিক আছে, এখন স্বাভাবিক থাকো। দেখা যাক আমি কি করতে পারি।'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিনা। দেখেই বোঝা যায় ভীষণ ভয়ে ভয়ে আছে ও। দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। অ্যাপাচিদের নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণের কথা ভালই জানা আছে গ্র্যান্টের। ম্যানোলিতোর দিকে ফিরল ও।

'এই মেয়েই, সর্দার।'

ম্যানোলিতো মাথা দোলাল, চেহারা চিন্তামগ্ন। 'কিন্তু এ আমার অধিকারে নেই। এ জন্যে তোমাকে আমার ছোটভাই হুয়ানোর সাথে কথা বলতে হবে।'

পিছন ফিরে একজনকে নির্দেশের সুরে কিছু বলল সে। ভিড় ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। কয়েক মুহূর্ত পরে কিছুটা শোরগোল উঠল ওদের ঘিরে থাকা জনতার পেছন দিক থেকে। এক গোমড়ামুখো অ্যাপাচি সামনে এসে দাঁড়াল। উদ্ধত ভঙ্গি তার। বয়স ত্রিশ পেরোয়নি এখনও। রগচটা ভাব এবং বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে আসলের চাইতেও তাকে কিছু বেশি লম্বা মনে হয়।

ডান বাহুতে একটা তামার বাজুবন্ধ পরে আছে সে। পেশীবহুল বুকের ওপর আড়াআড়ি আঁকা আছে বজ্রের উল্কি। পুঁতি দিয়ে একই নকশা আঁকা আছে তার পায়ের অ্যাপাচি বুটে। পরনের একমাত্র পোশাক

বাকস্কিন ব্রিচক্লাউট। উঁচু চোয়ালের হাড় আর গুইসাপের মত নিষ্পলক চোখের জন্য চেহারা আরও বেশি ভয়াল লাগছে তার। গ্র্যান্টের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। লোকটাকে দেখেই কুঁকড়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল নিনা।

'আমার ভাই তোমাকে এখানে জীবিত নিয়ে এসেছে,' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল অ্যাপাচি। 'কিন্তু আমি তোমাকে জান নিয়ে ফিরে যেতে দেব না।'

পাত্তা দিল না গ্র্যান্ট। 'আমি তোমার ভাইকে আগেই বলেছি, এসব কোন বীরপুরুষের কথা হতে পারে না। এ ধরনের আলাপ বাদ দিয়ে আমরা ব্যবসার বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি,' পরের কথাটা ম্যানোলিতোকে উদ্দেশ করে বলল সে।

'হুয়ানো কোন সাদা মানুষের সাথে সওদা করে না,' তাচ্ছিল্যের সুরে বিড়বিড় করল যুবক।

টোপ ফেলল গ্র্যান্ট। 'এমনকি অত্যাধুনিক এক ডজন রাইফেল বিনিময়ের প্রস্তাবও সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে?'

একটু যেন থমকে গেল এবার হুয়ানো। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি তো কোন রাইফেল দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকে তাকাল অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে।

তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একটা হাত ওপরে তুলল গ্র্যান্ট। 'আমি কোন ফালতু কথার মধ্যে নেই। ম্যানোলিতোর কাছে আমার নিয়ে আসা একটা রাইফেল আছে। নমুনা হিসাবে তোমাদেরকে দেখাব বলে ওটা নিয়ে এসেছি।'

'সত্যি কথা,' রাইফেলটা নিয়ে দু'পা এগোল ম্যানোলিতো। তুলে দিল গ্র্যান্টের হাতে।

ওটা নিয়ে ঘুরে তাকাল সে হুয়ানোর দিকে। 'এটা ধরে দেখো। এরকম আরও এগারোটা রাইফেল কারও হাতে থাকলে সে খুব সহজেই

নায়ক বনে যেতে পারে।'

ছোঁ মেরে রাইফেলটা নিল হুয়ানো। হাত বোলাতে লাগল ওটার মসৃণ শরীর ও ধাতব রিসিভারের ওপর। মুহূর্তের জন্যে তার চ্যালেঞ্জের দৃষ্টি ঘুরে এল একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যানোলিতোর ওপর দিয়ে। হঠাৎ রাইফেলটা তাক করল সে গ্র্যান্টের বুক সই করে। কক্ করল, ট্রিগার টিপে দিল।

ক্লিক্ শব্দটা স্বাভাবিকের চাইতে কয়েকগুণ বেশি জোরে কানে বাজল। সশব্দে বুকে আটকে থাকা বাতাস বেরিয়ে এল সবার নাক মুখ দিয়ে।

মুচকে হাসল গ্র্যান্ট। 'ওটায় গুলি নেই।'

হুয়ানোর চোখের কোণেও ধূর্ত হাসির ঝিলিক দেখা দিল। 'তুমি কি ভেবেছ, হুয়ানো শূন্য রাইফেলের সাথে মেয়েটিকে বিনিময় করবে? হুয়ানোকে বুদ্ধু ভেবেছ তুমি? আসলে তোমাকে খুন করেই হুয়ানো রাইফেলটা রেখে দেবে।'

'সেরকম কিছু করলে বোকামি করবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল যুবক। 'সে ক্ষেত্রে বাকি রাইফেলগুলো কোনদিনই খুঁজে পাবে না তুমি।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ম্যানোলিতোকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল সে নিচু কণ্ঠে। সর্দার অসম্মতির ঘাড় নাড়ল। আবারও কি কি বলল হুয়ানো, এবার গলা চড়িয়ে। আগের মতই অসম্মতি জানাল ম্যানোলিতো।

ব্যাটা মনে হয় আমার ওপর নির্যাতন চালিয়ে অস্ত্রগুলোর সন্ধান বের করার অনুমতি চাইছে, ভাবল গ্র্যান্ট। ভান করল যেন কিছুই বোঝেনি।

'তুমি যদি আমাকে আর মেয়েটিকে নিরাপদে চলে যেতে দাও, তাহলে আমি তোমাকে রাইফেলগুলোর কাছে নিয়ে যাব,' প্রস্তাব দিল ও।

বক্তৃতা থেমে গেল হুয়ানোর। ভাবল, ম্যানোলিতো ও ব্যাটাকে এখন খুন করতে না দিলেও সমস্যা নেই। রাইফেলগুলোর কাছে পৌঁছার

পরই না হয় কাজটা সেরে ফেলা যাবে, সাথে মেয়েটিকেও। ওটা একটা খ্যাংরাকাঠি মার্কা মেয়ে। হবু অ্যাপাচি সর্দারের বউ হবার উপযুক্ত নয় মোটেই। রাইফেলগুলো হাতে পেলেই ও দুটোকে নিশ্চিন্তে খুন করা যাবে।

'ঠিক আছে,' উদ্ধত স্বরে ঘোষণা করল সে। 'আমি রাজি। এখন বলে ফেলো, ওগুলো কোথায় রেখেছ।'

'বোধহয় ভুল শুনেছ তুমি,' বলল গ্র্যান্ট। 'আমি বলেছি, যদি আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি হও, তাহলে তোমাকে ওগুলোর কাছে নিয়ে যাব।'

'আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে এখনই খুন করে ফেলি,' ভাবনা চিন্তা না করেই চেঁচিয়ে উঠল হুয়ানো।

'সেটা কিন্তু বোকামি হবে। রাইফেলগুলোর চেহারা তাহলে কোনদিনই দেখা হবে না তোমার,' বিরস কণ্ঠে বলল ও।

'তোমার পরিকল্পনা খুলে বলো দেখি,' থমথমে শোনাল হুয়ানোর কণ্ঠ।

'এক জায়গায় রাইফেলগুলো পুঁতে রেখে এসেছি আমি, তোমাকে নিয়ে যাব সেখানে। জায়গামত পৌঁছে আগে তুমি আমাকে আর মেয়েটিকে মুক্ত করে দেবে। ওকে নিয়ে আমি নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব পর্যন্ত সরে গেলে মাটি খুঁড়ে বের করে নেবে তুমি ওগুলো। এই হলো আমার পরিকল্পনা।'

রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল হুয়ানো, 'ক'টা রাইফেল?'

'এগারো।'

মুখ বিকৃত করল সে, 'মেয়েটির বিনিময়ে যথেষ্ট নয়।'

শ্রাগ করল গ্র্যান্ট, 'এই আছে আমার কাছে। তোমার না পোষালে কি আর করা! বরং খুনই করে ফেলো আমাকে, ব্যবসা-ট্যাবসা সব চুকে-বুকে যাবে একেবারে।'

কাজ হলো। রাজি হয়ে গেল বেয়াড়া অ্যাপাচি যুবক। 'বেশ, আমি

তোমার প্রস্তাবে রাজি। আমরা কাল ভোরের আলো ফুটলেই বেরিয়ে পড়ব,' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল সে। 'এটাকে নিয়ে যাও,' বলে নিজেই ধাক্কা দিয়ে নিনাকে তার বন্দীশালায় ঢুকিয়ে দিল।

এদিকে দু'তিনজনে মিলে গ্র্যান্টের হাত দুটো পিছমোড়া করে ফালি করা র হাইড দিয়ে মজবুত করে বাঁধল। টেনে হিঁচড়ে আরেকটা ঘরে ঢোকানো হলো তাকে। পা দুটোও বেঁধে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হলো মেঝেতে বিছানো একটা মোষের চামড়ার কম্বলের ওপর। বেকায়দা ভঙ্গিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল ম্যাকলেইন।

অন্ধকার ঘরের ভিতর বিশেষ এক তীব্র কটু গন্ধ এসে ওর নাকে অনবরত ঝাপটা মারছে। বাইরে থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর মেয়ে-পুরুষ-শিশুদের কথাবার্তার আওয়াজ আসছে কানে, রাতের খাবার রান্না হচ্ছে ওখানে। এ ছাড়া সব শান্ত, স্বাভাবিক। খাবারের ঘ্রাণে জিভে পানি এসে গেল গ্র্যান্টের। এতক্ষণে মনে পড়ল সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। নিজেকে ওর ক্ষুধার্ত নেকড়ে মনে হতে লাগল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, কোন খাবারের চেহারা দেখতে পেল না গ্র্যান্ট। একসময় ঘরের ঝাঁপ খুলে গেল। কোন মতে ঘাড় বাঁকা করে তাকাল ও, দেখল ম্যানোলিতো দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ভাবলেশহীন চেহারায় ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

'ব্যবসা করতে রাজি হয়েছে হুয়ানো,' বলে উঠল অ্যাপাচি। 'আমি এ পর্যন্ত তোমাকে রক্ষা করেছি। এরপর আর কিছু করার ক্ষমতা নেই আমার।'

'আমাকে রক্ষা করার জন্যে ম্যানোলিতোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ,' ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল গ্র্যান্ট। 'প্রার্থনা করি, শান্তির সময় আবারও যেন আমাদের দেখা হয়।'

মাথা দোলাল বিষণ্ণ ম্যানোলিতো। 'তোমরা সাদা মানুষেরা আমাদের লোকদের যখন তখন খুন করো, আমাদের মেয়েদের—

বাচ্চাদের মাথা কেটে নিয়ে যাও সামান্য পয়সার লোভে। ওদের আত্মা ঘুমাতে পারে না, আমরাও পারি না। আমরা শান্তি চাই। কিন্তু এরকম চলতে থাকলে শান্তি কখনোই আসবে না।'

'চেষ্টা করলে এসব বন্ধ করা সম্ভব,' আন্তরিক আগ্রহের সাথে বলল ম্যাকলেইন। 'সম্ভবত এখনও সে সুযোগ...'

'এসব হুয়ানোকে বোলো,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল সর্দার। 'লোকেরা আমার মুখ থেকে আর শান্তির কথা শুনতে চায় না। খুব শিগগিরি হুয়ানোই দলের নেতা হবে।' থেমে গেল সে। চেহারায় বিষাদের ছাপ। 'তুমি খুবই সাহসী মানুষ। ম্যানোলিতো সাহসীদের শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ম্যানোলিতো ও হুয়ানোয় অনেক পার্থক্য। ও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ। কথাটা মনে রেখো।'

লোকটাকে ভাল করে দেখল গ্র্যান্ট। মাথা ঝাঁকাল। 'রাখব। সতর্ক করে দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, সর্দার।'

নীরবে ঘুরে দাঁড়াল ম্যানোলিতো। চলে গেল ধীর পায়ে।

দুই

গাল মাটিতে ঠেকিয়ে যথাসম্ভব আরাম করে শুলো গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। শ্রান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা আর খিদের জ্বালায় কাহিল হয়ে পড়েছে।

বেশি ভোগাচ্ছে আগ্রাসী খিদে। পেট জ্বলছে। নাড়ি-ভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাবার অবস্থা। কিন্তু মনে হচ্ছে ওর ভাগ্যে আজ শিকে ছিঁড়বে না।

খেতে দেবে না শালারা। শুধু গন্ধই শোঁকাবে। বাইরের কল-গুঞ্জন কমতে কমতে এক সময় থেমে গেল। খাবার দাবারের রসালো সুগন্ধও আর আসছে না। ঝিম্ মেরে পড়ে থাকল সে। কেমন এক ঘোরের মধ্যে আছে। কখন রাত নেমেছে বাইরে জানেই না।

মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে আরেকবার নড়েচড়ে শুলো ম্যাকলেইন। পেটে খিদের অসহ্য জ্বলুনি। কিন্তু কি আর করা! উপায় নেই দেখে মনটাকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগল সে। নিনা ডেভিসের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল।

দক্ষিণ-পশ্চিম অ্যারিজোনার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চের মালিক, মার্ক ডেভিসের একমাত্র সন্তান নিনা। একরাতে হুয়ানো একদল অ্যাপাচি যোদ্ধা নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে তাদের র‍্যাঞ্চ। সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে রেখে আসে। ডেভিস পত্নীকে হত্যা করে তুলে নিয়ে আসে নিনা ডেভিসকে। মার্ক তখন ব্যবসার কাজে ফিনিক্স।

ওখানে অবশ্য সাদাদের সাথে আদিবাসী বিভিন্ন উপজাতির অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের লড়াই-খুনোখুনি নতুন নয়, বরং নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

একসময় পুরো এলাকা ছিল ইন্ডিয়ানদের। নাভাযো, পাপাগো, চিরিকাহুয়া ইন্ডিয়ানদের আদি ভূমি। ওখানকার মাটির নিচে একসময় কিছু দামী খনিজ সম্পদের মজুত আবিষ্কার হয়ে পড়ায় পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে ওঠে।

সৌভাগ্য সন্ধানী সাদা মানুষেরা দলে দলে এসে ভিড় জমাতে থাকে টাকসান সিটিতে। জনসংখ্যার চাপে ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে শহর। একই সাথে ইন্ডিয়ানরাও হঠে যেতে বাধ্য হয় আবাসভূমি ছেড়ে। একটু একটু করে প্রায় পুরোটা অঞ্চল একসময় তাদের বেহাত হয়ে যায়। সূত্রপাত হয় এই অবিরাম ও নিত্য লড়াই-খুনোখুনির। ইন্ডিয়ানদের আরও দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে আমেরিকান ও মেক্সিকানরা শুরু করে স্কাল্পহান্টিং।

নির্বিচারে হত্যা করা হতে থাকে অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের। অতিষ্ঠ হয়ে ওরাও সাদাদের পাল্টা মার দিতে আরম্ভ করে। এরকমই এক পাল্টা মারের অসহায় শিকার নিনা। মার্ক ডেভিস মানুষটা যেমন অর্থশালী, তেমনি অহঙ্কারী। র‍্যাঞ্চে হামলার খবর পেয়ে সে ছুটে আসে কাজ ফেলে। ঘোষণা করে দেয়, যে নিনাকে অ্যাপাচিদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে পারবে, তাকে নগদ পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।

এখবর রাষ্ট্র হবার সাথে সাথে নিনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে রাজ্যের যত ভয়ঙ্কর খুনে আউটল, গানম্যান আর রক্তলোলুপ স্কাল্পহান্টার। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তারা, মশা-মাছির মত নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে ইন্ডিয়ানদের। যোদ্ধা ও সাধারণ নিরীহ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে তাদের চোখে কোন তফাৎ নেই। এমনকি ওরা শিশু ও নারীদেরও রেহাই দেয় না।

আরেকদিকে মেক্সিকো সরকার এই সুযোগে ঘি ঢেলে দিয়েছে আগুনে। প্রতিটি ইন্ডিয়ান স্কাল্পের জন্য পুরস্কারের পরিমাণ আগের চাইতে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদের বাড়াবাড়ি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সাদাদের তাই চরম শিক্ষা দেয়ার জন্যে টাকসানের উত্তরে, অ্যাপাচিরিয়ার এই পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থান নিয়েছে চিরিকাহুয়া অ্যাপাচিরা। ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ। সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গের ছোঁয়া পেলেই বেধে যাবে যে-কোন মুহূর্তে।

বড় ধরনের রক্তক্ষয় এড়ানোর জন্যে সরকারের তরফ থেকে কয়েকবার মার্ক ডেভিসকে তার পুরস্কার প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। কানেই তোলেনি সে। তার এক কথা, মেয়েকে ফিরে পাবার জন্যে প্রয়োজনে এ অঞ্চলের শেষ ইন্ডিয়ানটিকেও হত্যা করতে পিছপা হবে না সে।

টেক্সান কাউবয় গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন সব খবরই পেয়েছে, তবে একটু দেরিতে। এমন এক জায়গায় ব্যস্ত ছিল সে, যেখানে খবর পৌঁছতেই লেগেছে পুরো দেড় মাস। নিনা অপহরণের খবর শোনামাত্র কাজ ফেলে ছুটে এসেছে সে টাকসান। ওখান থেকে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে আসল কাজে নেমে পড়েছে। মেয়েটিকে যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে তাকে।

কারণ নিনার মা, রোজমেরির সাথে গভীর এক আত্মীয়তার বন্ধন আছে ম্যাকলেইনের। অনেকেই জানে না সে খবর। মার্ক ডেভিস অবশ্য জানে। ভাল করেই জানে সে রোজমেরির সাথে কি সম্পর্ক ওর।

মাথা ঝাঁকাল গ্র্যান্ট। ওসব ভাবতে চায় না। ভাবলেই ডেভিসের কথা মনে পড়ে যায়, যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে এতদূর এসেছে, তা টলে যেতে চায়। নিনা ওরকম এক অমানুষের মেয়ে এবং তাকেই উদ্ধার করতে ছুটে এসেছে সে নিজের প্রাণ বাজি রেখে, কথাটা খেয়াল হলে আর এগুতে চায় না মন। ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়।

কাজেই অমানুষটার কথা আর ভাববে না ম্যাকলেইন। তারচেয়ে বরং নিনা রোজমেরির মেয়ে, তাই ভাববে। এতে প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ় হবে। তার সন্তানকে বিপদ থেকে উদ্ধার করাকে নিজের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে হবে।

আবার পাশ ফিরল ম্যাকলেইন। হাত-পা বাঁধা বলে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থাকতে হচ্ছে। একটু যে নড়াচড়া করে শোবে, সে পথও রাখেনি হারামজাদারা। বাইরে একটা নেড়ি কুকুর থেকে থেকে ডাকছে। মাঝে মধ্যে একআধটা দূরাগত কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছে সে। ওরা নৈশ প্রহরী, নিজেদের পল্লীর পাহারায় নিয়োজিত। কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। কত রাত এখন? ভোর হতে আর কত দেরি?

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, টেরই পায়নি গ্র্যান্ট। দরজা খোলার শব্দে জেগে উঠল। চোখ মেলেই আবার

বুজে ফেলল বাইরের আলোর ঝল্‌কানি সরাসরি চোখের ওপর পড়ায়। একটু পর তাকাল আবার। এক অ্যাপাচি মহিলাকে দেখতে পেল হাতে একটা প্লেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। চোখ কুঁচকে গ্র্যান্টকে দেখছে। নির্বিকার চেহারা মহিলার। প্লেট রেখে ওর হাতের বাঁধন খুলে দিল সে। দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল চড়া, কর্কশ গলায়।

তখনই ঘরে ঢুকল হুয়ানো। হাতে রাইফেল। তাকে দেখে কুঁকড়ে গেল মহিলা, সরে গেল একপাশে। পরক্ষণে সাঁৎ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে নয়, যেন পালিয়ে বাঁচল। গ্র্যান্টের তখন অতশত দেখার সময় নেই, হুয়ানোকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে প্লেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ক্ষুধার্ত বাঘের মত। গোগ্রাসে গিলে চলল। প্লেট ভর্তি হরিণের রোস্টের বড় একটা চাক ও টর্টিলা হাওয়া করে দিল দেখতে দেখতে।

খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। আঙুলে লেগে থাকা তেল-মশলা সময় নিয়ে কম্বলে মুছল। চোখ তুলে হুয়ানোর চেহারায় পরিষ্কার ধৈর্যচ্যুতি ও বিরক্তি দেখতে পেল। 'কফি-টফি হবে না বোধহয়?'

জবাবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ইন্ডিয়ান। রাইফেল দিয়ে খোলা দরজা ইঙ্গিত করল।

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকাল পাঞ্চার। 'যাবার সময় হয়েছে, তাই না?'

অসহিষ্ণুভাবে আবার অস্ত্র দুলিয়ে ইঙ্গিত করল লোকটা। নিজেই পায়ের বাঁধন খুলল গ্র্যান্ট। উঠে দাঁড়াল, 'চলো।'

বাইরে ইন্ডিয়ানদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে আগেই। একদল চিরিকাহুয়া অ্যাপাচি যোদ্ধা ঘোড়ায় চেপে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। গোল হয়ে বড় এক বৃত্ত তৈরি করে নেতার অপেক্ষায় আছে। নিনাকেও বের করে আনা হয়েছে দেখল টেক্সান। একটা হাড্ডিসার পনির পিঠে ঠেলে ঠুলে তুলে দেয়া হলো ওকে। ওদিকে দীর্ঘ সময় পর মনিবকে দেখতে

পেয়ে খুশি হয়ে উঠল নিগার। মাটিতে পা ঠুকে আনন্দ প্রকাশ করল। কাছে গিয়ে ওটার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিল ম্যাকলেইন। 'হ্যালো, নিগ!'

চোখ তুলে ম্যানোলিতোকে দেখতে পেল। দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, ওকেই দেখছে। চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। নজর ঘুরিয়ে নিনাকে দেখল কাউবয়। রোজমেরির নাড়ি ছেঁড়া ধন ও, মনে মনে নিজেকে শোনাল। ওকে উদ্ধার করতেই হবে এই বিপদ থেকে। তাতে যদি নিজের জান যায়, তা-ও সই।

ওর বাহনটাকে আরেকবার ভাল করে দেখে নিল টেক্সান। খুব একটা ভরসা করা যায় না, বেশ দুর্বল ঘোড়া। হুয়ানোর চতুরতার মূর্তিমান নিদর্শন যেন ওটা। সে চায় না দ্রুত ছুটে ওরা তার নাগালের বাইরে চলে যাক। ম্যাকলেইনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

'ও কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না,' বিড়বিড় করে নিজেকে শোনাল সে। 'আমরা ছুটে পালাতে চাইলেও ওই হাড্ডির বস্তাটা নির্ঘাত ডোবাবে সময়মত।'

নিগারের পিঠে চড়ে বসল ম্যাকলেইন। লাগাম ধরে ঘোরাল ওটাকে। হুয়ানোর মুখোমুখি হলো। সেও নিজের ঘোড়ায় উঠে বসেছে, তেল চকচকে তাগড়া পনি একটা।

'তুমি আগে থাকবে,' ওর উদ্দেশে বলল অ্যাপাচি। কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর। 'পথ দেখিয়ে জায়গামত নিয়ে যাবে আমাদের। তবে মনে রেখো, যদি কোন চালাকির চেষ্টা ভুলেও করেছ, মেয়েটি মরবে।'

জবাব না দিয়ে নিনার দিকে তাকাল গ্র্যান্ট, সেও ওকেই দেখছে। অভয় দেয়ার জন্যে মেয়েটিকে লক্ষ করে মৃদু হাসি দিল সে। চট করে যোদ্ধাদের সংখ্যা গুনে নিল। পনেরোজন! একটু বেশিই হয়ে গেল, ভাবল গ্র্যান্ট। এতগুলোকে ফাঁকি দিয়ে পালানো সম্ভব হবে বলে ভরসা হলো না।

'চলো,' মাথা ঝাঁকাল হুয়ানো। 'পথ দেখাও।'

স্পারহীন বুটের গোড়ালি দিয়ে নিগের দুপাশে মৃদু আঘাত করল গ্র্যান্ট। মালিকের চাহিদা বুঝল ওটা। দলের আগে আগে স্বচ্ছন্দ গতিতে সঙ্কীর্ণ গিরিখাত ধরে দুলকি চালে ছুটে চলল। অনেকটা পথ এগিয়ে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া-পথ বেয়ে বেশ বড়সড় সমতল ভূমিতে পৌঁছল। খেয়াল করল গ্র্যান্ট, ম্যানোলিতোও আসছে পেছন পেছন। পুব দিকের পর্বত চূড়াগুলোর ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। শিশিরসিক্ত বালুকণার ওপর পড়ে তা এক অনাবিল স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ম্যাকলেইনকে মুগ্ধ চোখে প্রকৃতির শোভা উপভোগ ও বুক ভরে ভোরের নির্মল বাতাস টানতে দেখে বাঁকা হাসি ফুটল হুয়ানোর ঠোঁটের কোণে। ব্যঙ্গের সুরে বলল সে, 'খুব ভাল করে দেখে নাও সব, সাদা মিয়া। এমন দৃশ্য আর কখনও দেখবে না তুমি।'

পাত্তা দিল না কাউবয়। নীরবে এগিয়ে চলল। টানা দু'ঘণ্টা চলার পর উঁচু উঁচু বোল্ডারের ফাঁকে ছোট একটা খোলা জায়গায় লাগাম টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল সে। ঘোষণা করল, 'এখানেই।'

অন্যরাও থেমে পড়ল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বিশাল বালুকাময় প্রান্তরের মাঝে জায়গাটা। প্রাগৈতিহাসিক কালে গ্লেসিয়ারের আঘাতে পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়া বিশালাকৃতির এক পাথর অর্ধেক শরীর বালিতে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি।

হুয়ানো ইশারায় গ্র্যান্টকে ঘোড়া থেকে নামতে বলে চারদিকে নজর বোলাতে লাগল। নেমে পড়ল কাউবয়। পাথরটার দিকে এগিয়ে গেল। বিয়ারিং নেবার জন্যে সূর্যের দিকে তাকাল। ডানদিকের একটা পর্বতশৃঙ্গের সমান্তরালে পৌঁছার জন্যে দশ পা সরে গিয়ে থেমে পড়ল। তারপর ফিরে তাকাল সন্তুষ্ট হয়ে।

'এখানেই আছে রাইফেলগুলো,' হাত তুলে একটা জায়গা নির্দেশ করল সে। 'বালির নিচে।'

হুয়ানোর উত্তেজিত কণ্ঠের আদেশ পেয়ে তিন অ্যাপাচি হুমড়ি খেয়ে পড়ল নির্দিষ্ট স্থানে। হাত শাবল দিয়ে নরম বালির স্তর দ্রুত খুঁড়তে শুরু করে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরই তাদের একজনের গলা দিয়ে বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল। পিছলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল হুয়ানো, দুই লাফে ওদের পাশে পৌঁছে গেল। ফুট দুই নিচে পুঁতে রাখা একটা কাঠের বাক্সের ওপরটা দেখা যাচ্ছে।

ডালার ওপর থেকে একজন বালি সরিয়ে দিতে কাটা কাটা হরফের লেখা ফুটে উঠল: উইনচেস্টার রিপিটিং আর্মস কোম্পানি। এক অ্যাপাচি থোয়িঙ অ্যাক্স দিয়ে ডালার ওপর কোপ মারল। খুলে পড়ে গেল ডালাটা। ভেতরে সূর্যের আলো পড়তে ঝিকিয়ে উঠল চক্‌চকে রাইফেলগুলো। ছোঁ মেরে তার একটা তুলে নিল হুয়ানো। বিজয়ীর ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে।

'যাক্। রাইফেল তো পেয়ে গেলাম,' চেহারা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল তার। 'কেনা-বেচাও শেষ, এবার তাহলে...'

'পুরোপুরি শেষ হয়নি।' গ্র্যান্টের বলার নির্বিকার ভঙ্গি এবং কণ্ঠের দৃঢ়তা বিভ্রান্তিতে ফেলে দিল হুয়ানোকে।

তুমি যতটা ভেবেছ ততটা নির্বোধ আমি নই,' বলল গ্র্যান্ট। 'ওগুলো এখনও শুধুই স্ক্র্যাপ মেটাল।'

খেপে গেল হুয়ানো। তার রাগে লাল হয়ে ওঠা চেহারা দেখে সঙ্গীদের কয়েকজন কাছে চলে এল, যে কোন তেড়িবেড়ি সামাল দিতে প্রস্তুত সবাই।

চড়া গলায় বলল হুয়ানো, 'বুঝতে পারছি, বড় কষ্টদায়ক মৃত্যু অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

হাসল গ্র্যান্ট। ওর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ আচরণের বিপক্ষে নিজের রুক্ষ, রূঢ় আচরণকে দলের সবাই ভাল চোখে দেখছে না বুঝতে পেরে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল হুয়ানো। বলল, 'বুঝিয়ে বলবে এর

মানেটা কি?'

বুড়ো আঙুল দিয়ে রাইফেলের বাক্সটা দেখিয়ে বলল গ্র্যান্ট, 'ওগুলো এখানে রাখার আগে সব ক'টার ফায়ারিং পিন্ খুলে অন্য জায়গায় রেখে এসেছি আমি। একে এক ধরনের ইন্স্যুরেন্স পলিসি বলতে পারো তুমি।'

এতক্ষণে এই প্রথমবারের মত মুখ খুলল ম্যানোলিতো। 'সাদা মানুষটা আমাদের বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছে,' হুয়ানোকে বলল সে নিজেদের ভাষায়। 'দেখো, চক্‌চকে খেলনাগুলো নিয়ে আমাদেরকে খাবলাখাবলি করতে দেখে কেমন মজা পাচ্ছে ও। এবার তোমার উচিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওদের চলে যেতে দেয়া।' হুয়ানো উত্তেজিতভাবে কিছু বলার চেষ্টা করতে হাত শূন্যে উঁচিয়ে কোপ মারার ভঙ্গি করল ম্যানোলিতো। 'যথেষ্ট হয়েছে! যখন তখন তোমার মাথা গরম করা দেখতে দেখতে ক্লান্তি ধরে গেছে আমাদের। মাথা ঠাণ্ডা রাখো, শেখার চেষ্টা করো।'

টেক্সানের দিকে ফিরল এবার ম্যানোলিতো। 'কি যেন নাম তোমার?'

'গ্র্যান্ট।'

'আমরা না হয় তোমাকে কয়োত বলেই ডাকব।'

সসম্মানে সর্দারকে নড্ করল গ্র্যান্ট। বুঝল ওর খোলামেলা প্রশংসা করছে বড় মনের অধিকারী ম্যানোলিতো। অ্যাপাচি কল্প-কাহিনীর রাজ্যে খুদে নেকড়ে কয়োত এক চতুর বীর।

'বলো, কি করতে চাও তুমি এখন?' বলল সর্দার।

আরেকবার তাকে নড্ করল সে। 'তোমরা সবাই এখানে অপেক্ষা করবে। আমি মেয়েটিকে নিয়ে ওই পর্যন্ত যাব,' দক্ষিণদিকে মাইলখানেক দূরে প্রান্তরের ওপাশে একটা জায়গা নির্দেশ করল সে। 'ওখানে গিয়ে ফায়ারিঙ পিনগুলো খুঁড়ে বের করে তোমাদেরকে এটা দুলিয়ে সঙ্কেত দেব,' পকেট থেকে সাদা রুমাল গোছের একটা

কাপড়ের টুকরো বের করে ওদের দেখাল। 'তোমরা ওখানে গিয়ে খুব সহজেই একটা পাথরের ওপর সাজিয়ে রাখা পিনগুলো দেখতে পাবে। এর মধ্যে আমি মেয়েটিকে নিয়ে দক্ষিণদিকে চলে যাব যতদূর সম্ভব।'

ব্যস্ত পায়ে সামনে এগিয়ে এল হুয়ানো। উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল, 'রাইফেলগুলো শুধুই আমার। মেয়েটা আমার ছিল, তাই রাইফেলগুলোও আমার হবে। আমি কারও সাথে ওগুলো ভাগাভাগি করতে চাই না,' ম্যানোলিতোর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা শেষ করল সে।

তাচ্ছিল্যের সাথে বলল সর্দার, 'ম্যানোলিতো কোন ভাগ চায়ও না। তুমি তোমার রাইফেল স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারবে। এ বিষয়ে আর কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই।' আবার গ্র্যান্টের দিকে ফিরল সে। 'যা বললে, তা কি তুমি করবে, কয়োত? কোনরকম চালাকি নেই তো এর মধ্যে?'

কিছুটা গম্ভীর গলায় বলল গ্র্যান্ট, 'চালাকির প্রশ্নই আসে না। যা বলেছি তার কোনরকম নড়চড় হবে না। এখন মেয়েটিকে ছেড়ে দাও, আমরা রওনা দিই।'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল ম্যানোলিতো। '*এনযু!* যেতে দাও ওকে।'

নিনা ডেভিসের পনিটাকে সামনে ঠেলে দেয়া হলো। গ্র্যান্ট আগেই বুঝে গেছে ওটার খুব বেশি ছোটার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কোন উপায় নেই। যা করার এই আধমরাটাকে দিয়েই করতে হবে। বাকিটা ছেড়ে দিতে হবে ভাগ্যের ওপর। ম্যানোলিতোর প্রতি শ্রোদ্ধাবোধের কারণেই এ পর্যন্ত হুয়ানো বা তার যোদ্ধারা ওর গলায় পা দেয়নি। তবে যে মুহূর্তে রাইফেলগুলোয় ফায়ারিঙ পিন্ সেট হয়ে যাবে, সেই মুহূর্ত থেকেই ও এক মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেবে ওদের জন্যে, কোন ভুল নেই তাতে।

আঙুল তুলে দক্ষিণদিকে নির্দেশ করল ম্যানোলিতো। 'যাও।'

স্যালুটের ভঙ্গিতে গ্র্যান্টের ডান হাত ওপরে উঠে গেল। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন এই অ্যাপাচির সময়োচিত সহযোগিতার বিষয়টা চিরতরে গাঁথা হয়ে গেল মনে। কৃতজ্ঞ বোধ করল সে।

মেয়েটির দিকে ফিরল। 'চলো, রওনা হয়ে পড়ি।' তার চোখ ভয় এবং অবিশ্বাসে বড় হয়ে আছে দেখে যোগ করল, 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। শুধু শক্ত হয়ে বসে থাকবে, আর পেছনে তাকাবে না। রেডি?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। ওর ঠোঁট দুটি পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে সেঁটে বসল।

আচমকা প্রচণ্ড একটা হাঁক ছেড়ে নিনার পনির কানের পাশে নিজের স্টেটসন দিয়ে বাড়ি মারল গ্র্যান্ট। একই সাথে নিগারের পেটে সজোরে আঘাত করল হীল দিয়ে। হাঁক শুনে অ্যাপাচিদের পনিগুলোও ভড়কে গেল, বৃত্ত ভেঙে গেল ওদের। রাইডাররা ঠিকমত সামলে ওঠার আগেই বিদ্যুৎগতিতে সামনে ঝাঁপ দিল নিগার ও পনি। ধুলো উড়িয়ে ছুটল সামনে। মাঝারির চাইতে একটু বেশি গতিতে। একটু পর ওদের এমনিতেই সর্বশক্তি দিয়ে ছুটতে হবে। তাই সব শক্তি এখনই খরচ করে ফেলা ঠিক হবে না। গ্র্যান্টের বিশ্বাস, রাইফেল প্রস্তুত হবার সাথে সাথে ওদের ধাওয়া করবেই হুয়ানো।

'মিস্টার গ্র্যান্ট!' চলতে চলতে চেঁচিয়ে বলল মেয়েটি। 'তুমি সত্যিই ওদের ফায়ারিঙ পিন দেবে?'

'সেরকম কথাই তো দিয়েছি আমি, না কি?'

কালো হয়ে গেল নিনার চেহারা। 'কেমন মানুষ তুমি? জানো না, ওরা ওগুলো পেলে বেপরোয়া খুন-জখম শুরু করে দেবে?'

'দুশ্চিন্তা কোরো না, তুমি যেমন ভাবছ, তেমন কিছু ঘটবে না। রাইফেলগুলোর ব্যারেলে কারিগরী ফলিয়ে রেখেছি আমি। এখন

ছোটো।'

কয়েক মিনিট একটানা ছুটে জায়গামত পৌঁছল ওরা। বড় একটা পাথরের আড়ালে ছোট এক গুহার কাছে ঘোড়া থেকে নামল গ্র্যান্ট। পেছনে তাকাল। দূরে অপেক্ষমাণ অ্যাপাচিদের প্রায় লিলিপুটের মত লাগছে দেখতে। গুহায় প্রবেশ করে ওটার মেঝের একপাশের বালি, পাথরের টুকরো ইত্যাদি সরিয়ে একটা কার্ট্রিজ বক্স বের করে আনল সে। ঝাঁকি দিয়ে ভেতরের ফায়ারিঙ পিনগুলোর ঠোকাঠুকির ধাতব শব্দ শুনল। তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

'ট্রিগার টানামাত্র এমন গুঁতো খাবে ব্যাটারা যে জীবনে ও জিনিস আরেকবার ছুঁতেও ভয় পাবে। এসো, প্রার্থনা করি যেন প্রথম গুঁতোটা হুয়ানোর কপালেই জোটে।'

গ্র্যান্টের কথা শুনে মুচকি হাসল নিনা।

এরপর একটু সরে দেয়ালের পাশে পাথরের খাঁজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিজের গানবেল্ট বের করে আনল গ্র্যান্ট। দ্রুত পরে নিল ওটা। ওপাশের আরেকটা পাথরের আড়াল থেকে বের করল একটা উইনচেস্টার, ঢুকিয়ে দিল নিজের স্যাডল স্ক্যাবার্ডে। অ্যামুনিশন ব্যাগ ঝোলাল স্যাডল হুকে।

'বেশ ভাল লাগছে এবার,' একটু থেমে কি যেন ভাবল পাঞ্চার। 'হুয়ানো বেচারী খুব দুঃখ পাবে যদি আমাদের তাড়া করে। আমার কাছে অস্ত্র আছে, ব্যাটা ভুলেও ভাবছে না নিশ্চই।'

মেয়েটির জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ওর পনির লাগাম নিজের স্যাডল পমেলের সাথে শক্ত করে বাঁধল কাউবয়। তারপর বড় পাথরটার ওপর উঠে সঙ্কেত দিল । নড়ে উঠল অপেক্ষমাণ অ্যাপাচিদের দলটা। ছুটে আসতে শুরু করেছে।

লাফিয়ে স্যাডলে উঠে বসল গ্র্যান্ট। তারপর আবার ছুটল পূর্ণ গতিতে পশ্চিম-দক্ষিণদিকের নিরাপদ আশ্রয়, অ্যাপাচি ওয়েলসের দিকে। বাতাসে পতাকার মত উড়ছে মেয়েটির চুল, বাতাসের ঝাপ্টা থেকে বাঁচাতে চোখ কুঁচকে আছে ও। ছোটার ভঙ্গিতে বোঝা যায় এতদিন পর বুনো অ্যাপাচিদের হাত থেকে মুক্ত হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে ওর ভেতর। জান প্রাণ বাজি রেখে ছুটছে তুমুল গতিতে।

তিন

ছোটখাট একটা চড়াই অতিক্রম করার সময় পেছনে তাকাল গ্র্যান্ট। অনেক দূরে, ওদের ফেলে আসা পথের ওপর ধুলোর মেঘ ভাসছে। ধেয়ে আসছে অ্যাপাচি যোদ্ধারা। কপালে কুঞ্চন দেখা দিল ওর। এ পর্যন্ত দূরত্ব মোটামুটি বজায় রেখে এগোনো গেছে, কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না। নিনার পনি হাঁপিয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। দু'কষা বেয়ে ফেনা গড়াতে শুরু করেছে ওটার।

টান পড়ছে নিগের স্যাডলে বাঁধা ওটার লাগামে। পিছিয়ে পড়তে চাইছে পনি। কিন্তু নিগার হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে ওটাকে। নিজের কলজে বিস্ফোরিত না হওয়া পর্যন্ত নিগ ছুটতে কসুর করবে না, ভাল করে জানে গ্র্যান্ট। কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত দুজনের ভারই বইতে হয়, গতি একেবারেই কমে যাবে ওটার। ইন্ডিয়ানদের শক্ত সমর্থ মাসটাঙ তখন ওদের সহজেই ধরে ফেলবে।

প্রাণ বাঁচাবার চিন্তায় অস্থির গ্র্যান্ট। আচমকা নিনার চিৎকার শুনে চমকে ঘুরে তাকাল। পশ্চিম দিকে ইশারা করে কিছু দেখাতে চাইল ওকে মেয়েটি। বিস্মিত গ্র্যান্টের নজরে পড়ল আরেকটা ধুলোর মেঘ।

ওদের পাশ কাটিয়ে মেঘটা ছুটে যাচ্ছে পেছনে ধাওয়া করে আসতে থাকা অ্যাপাচিদের দিকে। মাঁঝখানে একটা উঁচু রিজ থাকায় দেখতে পাচ্ছে না ওদের গ্র্যান্ট।

'কারা ওরা?' বিড়বিড় করে বলল গ্র্যান্ট, 'কোত্থেকে উদয় হলো?'

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাপাচিদের দেখার চেষ্টা করল সে আবার। 'সর্বনাশ! এরই মধ্যে অনেকখানি দূরত্ব কমিয়ে ফেলেছে,' চেঁচিয়ে তাড়া লাগাল মেয়েটিকে। 'পাথরের আড়ালের দিকে ছোটো!'

ওদের ডানদিকে, কিছুটা দূরে বোল্ডারের বড়সড় এক স্তূপ। ওগুলোকে ঘিরে ঝোপ ঝাড় ও ক্যাকটাস জন্মে জঙ্গল বানিয়ে রেখেছে জায়গাটাকে। আঙুল তুলে সেদিকটা দেখাল সে। কয়েক সেকেন্ড পর নিনাকে নিয়ে বিশাল এক বোল্ডারের পেছনে আশ্রয় নিল। ঘোড়া দুটোকে বাঁধল কাছাকাছি একটা ঘন ঝোপের আড়ালে। নেড়েচেড়ে ঢিলা করে নিল হোলস্টারে পোরা সিক্সগান। দ্রুত লিভার টেনে উইনচেস্টারের ব্রিচে গুলি ভরে প্রস্তুত হলো গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন।

নিনাকে দুটো পাথরের মাঝখানের ফাঁকা মত জায়গায় বসিয়ে দিয়ে নিজে বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে নিচু হয়ে পজিশন নিল। ডানদিক থেকে আসছে নতুন দলটা। বাঁদিকে অ্যাপাচিরা। ওরাও মনে হচ্ছে একদল আরেক দলকে দেখতে পায়নি এখনও। দুটো দলই বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে, মুখোমুখি হতে আর দেরি নেই।

ভাবতে ভাবতেই ঘটে গেল ঘটনা। গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দুই অ্যাপাচিকে গুলি খেয়ে ঘোড়া থেকে আছড়ে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে খুশি হলো গ্র্যান্ট। নবাগত দলটির সামনাসামনি পড়ে যাওয়ায় অপ্রস্তুত অ্যাপাচি ওয়ার পার্টি দ্রুত গ্র্যান্টের বাঁ দিকের বড় বড় বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল। তখনই চোখের সামনে এসে হাজির নতুন দলটা। সবাই সাদা মানুষ। সমানে গুলি চালাচ্ছে ওরা।

অ্যাপাচিদের একজন প্রত্যুত্তরে নতুন একটা উইনচেস্টার থেকে গুলি

করতে গেল। এবং ট্রিগার টিপতেই ওটা তার মুখের ওপর বিস্ফোরিত হলো। আঘাতের ধাক্কায় ঘোড়ার পিঠ থেকে উড়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোকটা। গ্র্যান্টের চাতুরী টের পেয়ে দলের অন্যরা মহাখাপ্পা হয়ে উঠল। অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে দু'পাশের উঁচু বোল্ডারের মাঝের বড়সড় এক ফাঁকা প্যাসেজে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যাপাচি ওয়ার পার্টি।

এই ফাঁকে নবাগতরা দ্রুত নিজেদের ঘোড়াগুলোকে একটা ঝোপের সাথে বাঁধল। যে যার রাইফেলে নতুন করে গুলি ভরে প্রস্তুত হয়ে নিল। যেদিক থেকে আক্রমণ আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, সেদিকে লক্ষ্য স্থির করে যে যার মত পজিশন নিল। পাল্টা আক্রমণ চালাবার আগে সময় নিচ্ছে অ্যাপাচিরা। গ্র্যান্ট কিছুটা নড়ে চড়ে একটা বোল্ডারে কাঁধ ঠেকিয়ে বসল। নতুন জোটা সাদা মানুষগুলোকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে।

মনে হয় সাক্ষাৎ শয়তানের চ্যালা সব একেকটা, ভাবছে গ্র্যান্ট। ঠিক তখনই তাদের একজন ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাউ ডু! দেখে তো মনে হচ্ছে তোমাকে জ্যান্ত সেদ্ধ হবার হাত থেকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছি আমরা,' দাঁত কেলিয়ে বলল লোকটা।

'সেজন্যে ধন্যবাদ। জোর বরাত আমার যে তোমরা সময় মত উপস্থিত হয়েছ। তা এদিকে কি মনে করে?'

'কিছু শিকার-টিকার করতে আরকি!' এগিয়ে এসে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা। 'এরা আমাকে জর্ডান বলে ডাকে। ক্যারি জর্ডান।'

বাড়িয়ে দেয়া হাতটাকে আমল দিল না পাঞ্চার। দেখতে থাকল হাতের মালিককে। আস্ত একটা খবিস হারামজাদা। মনে হলো গালে চিমটি কাটলে ময়লা উঠে আসবে। ছ্যাদলা পড়া দাঁত বের করে হাসছেও আবার।

লোকটার পরনে নোংরা বাকস্কিন। মাথার স্টেটসন রঙচটা, মলিন।

ওটার সরু কার্নিস ব্যান্ডের সাথে একটা লম্বা পালক গোঁজা। হাঁটু অবধি লম্বা অ্যাপাচি বুট পরে আছে জর্ডান। কোমরের বেল্টের একদিকে অ্যাপাচি খাপে পোরা লম্বা একটা ছোরা ঝুলছে। অন্যদিকে মুখ কাটা মিলিটারি হোলস্টারে ঝুলছে একটা নেভি কোল্ট। হাফব্রীড, ভাবল গ্র্যান্ট। বাজি ধরে বলতে পারি ওটা স্কাল্পহান্টারও।

'আমার নাম গ্র্যান্ট,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল সে, 'গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। আর এই ইয়াং লেডি…'

'আমরা জানি ওর নাম। ওটা বোঝার জন্যে কাউকে জিনিয়াস হতে হয় না,' দাঁতাল শুয়োরের মত হাসল ক্যারি জর্ডান।

খানিকটা উদ্বিগ্ন বোধ করল গ্র্যান্ট। সেটা আড়াল করার চেষ্টায় বলল, 'বুঝলাম না! তুমি একে চেনো?'

নাক টানল খবিস্। 'আমাকে বোকা ভেবেছ নাকি, মিস্টার? টেরিটোরির অর্ধেক মানুষ খুঁজে মরছে অ্যাপাচিদের তুলে নিয়ে যাওয়া সতেরো-আঠারো বছরের এক ব্লন্ডকে, আর আমি জানব না? তাছাড়া যখন দেখলাম তুমি ওরকমই একটিকে নিয়ে চেরিকাউ ওয়ার পার্টির তাড়া খেয়ে লেজ তুলে পালাচ্ছ, তখন ব্যাপারটা বুঝে নিতে কি খুব বেশি হিসাবের দরকার হয়?'

'এ কি ডেভিসের সেই মেয়ে, মিস্টার?' তার দলের আরেকজন কাছাকাছি পজিশন থেকে এদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। জবাব দিল না কেউ। গ্র্যান্ট দেখছে তাকে, হালকা পাতলা গড়ন লোকটার। কম বয়সী। যুবক। মুখমণ্ডল চ্যাপটা, নাকের ডগা কিছুটা খাড়া। ছেলেটির মাথার চুল লালচে সোনালী। পরনে শার্ট আর ডেনিম প্যান্ট। একটা ঈগল—বিল কোল্টস .৩৮ উঁকি দিচ্ছে তার উরুতে বাঁধা হোলস্টারের ভেতর থেকে। দলটার অন্যদের সাথে ওকে একেবারেই বেমানান মনে হলো গ্র্যান্টের।

'মাথা নিচু করে রাখলে ভাল করবে, মিস্টার,' গ্র্যান্টকে সতর্ক করল জর্ডান। 'ওদিকে তোমার বন্ধুরা মনে হয় আবার তৈরি হচ্ছে।' হাঁক ছাড়ল সে আরেকদিকে ফিরে, 'বেন! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

'ইয়ো!' কিছুটা দূর থেকে মোটা গলায় পাল্টা হাঁক ছাড়ল আরেকজন। পেছন ফিরে থাকায় তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না গ্র্যান্ট। লোকটা প্রকাণ্ডদেহী। চওড়া কাঁধ, মজবুত গঠন। অপরিষ্কার কাপড় পরনে। বুটে মেক্সিকান রাওয়েল জোড়া। দ্রুত নিচু হলো গ্র্যান্ট। নিনাকে একবার দেখে নিল। নিরাপদ জায়গাতেই আছে। কোন দিক থেকে গুলি খাবার ভয় নেই তার।

'মিস্টার গ্র্যান্ট!' চোখাচোখি হতে প্রশ্ন করল নিনা, 'এরা কারা?'

'অ্যাপাচি নয়, এটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি,' মৃদু হাসি দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল গ্র্যান্ট। 'ভেব না, নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে শুধু এরা কেন, স্বয়ং শয়তানের সাথেও দোস্তী করতে রাজি আমি এখন। যদি তার কাছে রাইফেল থাকে এবং সে ওটার ট্রিগার টানতে পারে।'

মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল। 'তুমি ভয় পেয়ো না। শুধু গোলাগুলির সময় মাথা নিচু করে রেখো।'

নিজের সাহস জাহির করতে গিয়ে হাসার চেষ্টা করল নিনা ডেভিস। সন্তুষ্ট মনে সামনে নজর দিল টেক্সান। চোখ পড়ল নবাগতদের একজনের ঘোড়ার স্যাডল হর্নে ঝুলন্ত একটা বান্ডিলের ওপর। ধুলোর আস্তর জমা অনেকগুলো তেলতেলে কি যেন। পরক্ষণেই জিনিসগুলো চিনল সে। করোটি! অ্যাপাচিদের মাথার খুলি।

চিন্তায় পড়ে গেল ম্যাকলেইন। আপনমনে বিড়বিড় করল, 'অ্যাপাচিরা যদি ওগুলো দেখে, মুরগির পালের মধ্যে শেয়াল ছেড়ে দেবার অবস্থা হবে।' ওদেরই স্বগোত্রীয়দের মাথার খুলি স্যাডলে ঝুলিয়ে চলে যাবে সাদারা, কিছুতেই তা হতে দেবে না হুয়ানো। নিজের অনুমান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লোকগুলোর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণার সঞ্চার হলো গ্র্যান্টের ভেতর। এরা রক্তলোলুপ, ঠাণ্ডা মাথার খুনী! অযথা মানুষের রক্ত

ঝরায় এরা। সামান্য অর্থের লোভে খুন করে নিরস্ত্র, নিরপরাধ নারী পুরুষ। এই অমানুষগুলোই সুস্থ সুন্দর পরিবেশকে দিনে দিনে বিষিয়ে তুলেছে।

এদের থেকে দূরে থাকতে হবে, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল টেক্সান।

'কেমন আছে লিট্‌ল লেডি?' চোখ মট্‌কে রসিকতা করার চেষ্টা করল জর্ডান। নিজের উরুতে সজোরে চাপড় মেরে বলল, 'নিশ্চই ভাল। থাকতেই হবে। এখন থেকে ওকে দেখেশুনে রাখতে হবে আমাদেরকে, নইলে ওর ওজন বরাবর দাম পাওয়া যাবে কেন?' নিজের রসিকতায় নিজেই খ্যাক খ্যাক করে উঠতে গিয়ে মাঝপথে চুপ মেরে গেল বিশালদেহী দৈত্যের মত লোকটার হেঁড়ে গলার চিৎকার শুনে।

'ওই যে, আসছে ওরা আবার!' হাত তুলে দেখাল সে।

একযোগে নির্দেশিত দিকে ঘুরল সবাই। অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে চিরিকাহুয়া যোদ্ধারা। সাদাদের সহজ টার্গেটে পরিণত হতে চায় না আর, তাই ঘোড়া ছেড়ে দৌড়ে আসছে বোল্ডারের আড়ালে আড়ালে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসছে। ফলে নিশানা করা কঠিন হয়ে পড়ল।

দৈত্যাকার লোকটা চিৎকার করে উঠল ওদের উদ্দেশে। 'আয়, গান্ধা অ্যাপাচির বাচ্চারা! আজ তোদের সব ক'টাকে খতম করব!' বলতে বলতে ওদের লক্ষ্য করে একগাদা বুলেট বৃষ্টি করল সে। পা শূন্যে তুলে ধপাস্ করে আছড়ে পড়ল এক অ্যাপাচি। আরেকজন ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল। পা দুটো হঠাৎই গায়েব হয়ে গেছে তার।

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ছে জর্ডানদের দল। কিন্তু দমছে না অ্যাপাচিরা। এঁকেবেঁকে একরোখা গোঁয়ারের মত দৌড়ে আসছে অব্যাহত গতিতে। আরও দু'জন দৌড়ের ওপর পাক্ খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ছট্‌ফট করছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। ওদের নিক্ষিপ্ত তীর এবং মান্ধাতা আমলের বন্দুকের গুলি এপক্ষের মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে উড়ে

গিয়ে পেছনের পাথরের গায়ে মাথা কুটছে।

খানিকপর হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যাপাচিরা। যেন হাওয়ায় উবে গেছে কর্পূরের মত। মনে হয় এখানে ছিলই না ওরা কস্মিনকালেও। বেশ কিছু সময় ধরে আর-কারও সাড়া শব্দ নেই। তারপরই খুরের আঘাতে মেঘের গর্জন তুলে শত্রু অবস্থানের দিকে তীব্র বেগে ছুটে এল আটটা ঘোড়া। ওগুলোর দীর্ঘ গলার ওপাশে নিজেদের মাথা আড়াল করে রেখে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে ব্যাটারা। এদিকের সবাই গুলি থেকে বাঁচতে নিজেদের মাথা নিচু করে রেখেছে।

এই সুযোগে একটু আগে উবে যাওয়া অ্যাপাচিরাও মাটি ফুঁড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। ঘোড়ার খুরের আঘাতে সৃষ্ট ধুলোর মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে উন্মত্তের মত ছুটে আসতে থাকল।

চোখে ধাঁধা লাগানো সূর্যের আলোয় যুদ্ধের উল্‌কি আঁকা ঘামে ভেজা দেহগুলো তামার মত চিক্‌চিক্ করছে। ওদের গলা ফাটানো রণহুঙ্কার রক্ত হিম করা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পরিস্থিতি দেখে মনে হয় চার-পাঁচজনের খুদে দলটাকে বুঝি পিষেই ফেলবে ওরা। তবু দু'দলের মধ্যকার দূরত্ব পঞ্চাশ ফুটে কমে না আসা পর্যন্ত গুলি ছোঁড়া থেকে অন্যদের বিরত রাখল গ্র্যান্ট।

তারপর আচমকা নরক ভেঙে পড়ল যেন। ঝাঁক ঝাঁক গুলি আছড়ে পড়ল অ্যাপাচিদের ওপর। বিরতিহীন গুলি করছে এরা। রাইফেলের গুলি ফুরিয়ে গেলে পিস্তল দিয়ে আক্রমণ চালু রাখল। দূরত্ব কম হবার কারণে পিস্তলের গুলিও যথেষ্ট কাজ দিল। ক্রমে কমতে থাকল শত্রুর সংখ্যা। জীবিতদের আত্মবিশ্বাসে টান পড়ল। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে শুরু করে দিল। এক সময় ফের অদৃশ্য হয়ে গেল অবশিষ্ট যোদ্ধারা।

শান্ত হয়ে এল পরিবেশ। উত্তেজনা নেই, ছোটাছুটি, হুড়োহুড়ি, হুঙ্কার নেই। গুলির শব্দ নেই। কিচ্ছু নেই। থিতিয়ে আসতে থাকা

ধুলোর মেঘ আর মাটিতে ছোট ছোট রক্তের পুকুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা অ্যাপাচিদের মৃতদেহগুলো একটু আগে এখানে ঘটে যাওয়া লড়াইয়ের স্মৃতি হয়ে থাকল কেবল।

'কেউ আহত হয়েছ তোমরা?' চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল গ্রান্ট।

'আহত-নিহত যা হওয়ার, ওরাই হয়েছে,' থুতনি বাড়িয়ে বলল জর্ডান। মুখে নির্দয় হাসি। ইশারায় অ্যাপাচিদের মৃতদেহগুলো দেখাল সে। 'আমি সাতটা পর্যন্ত গুনতে পারছি।'

তার সঙ্গী যুবক প্রশ্ন করল, 'শুরুতে কয়জন ছিল ওরা, মিস্টার?'

'ষোলো-সতেরো জন হবে,' বলল টেক্সান।

'তাহলে তো ঝাড় বেশ পাত্‌লা হয়ে গেছে,' ক্যাটকেটে গলায় বলে উঠল জর্ডান। 'খুব শিগ্‌গির সামনে আসার আর সাহস হবে না ব্যাটাদের।'

'আগেও তো আমি আর রেনার মিলে গোটা দুয়েক কমিয়েছি। তাই না রেনার?' বলতে বলতে বেন নামের লোকটা আড়াল ছেড়ে ফাঁকায় বেরিয়ে এল। হাত পা নেড়ে জড়তা দূর করছে। তাকে লক্ষ করল গ্রান্ট। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। দাড়িওয়ালা। চুলের গোড়া থেকে শুরু করে বাঁ ভুরু চিরে গাল বেয়ে ঘন দাড়ির মাঝে হারিয়ে যাওয়া গভীর একটা কাটা দাগ বয়স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে লোকটার।

গাঢ় নীল প্যান্ট আর পুরানো আর্মি শার্ট পরে আছে বেন। ডান হিপের ওপর ঝুলছে একটা হেভি সিক্সগান। বাঁ হিপে ভারসাম্য বজায় রেখে ঝুলছে খাপে পোরা একটা বোউই নাইফ। ভুরু কোঁচকাল টেক্সান। চেনা চেনা লাগছে এ নাম, অথচ মনে পড়ছে না।

'তোমার কথাই ঠিক, জর্ডান,' গুড়গুড় করে উঠল দৈত্যাকার লোকটা। এরই নাম রেনার। 'দেখো, পালাচ্ছে ব্যাটারা। যুদ্ধ করার সাধ মিটে গেছে চিরতরে।'

দেখল সবাই। অবশিষ্ট অ্যাপাচিরা সত্যিই রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে যাচ্ছে। পেছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। দলছুট একজনকে দেখল গ্রান্ট, স্যাডলে ঘুরে বসে মহা আক্রোশে মাথার ওপর হাত তুলে আস্ফালন করছে। হুয়ানো! যেন বলছে, আবার দেখা হবে। এটাই শেষ যুদ্ধ নয়। গ্রান্ট নিজেও জানে, একেবারে চলে যাচ্ছে না হুয়ানো। আবার ব্যাটা আক্রমণ করবে ওদের। সম্পূর্ণ নিজেদের কায়দায় করবে এবার যা করার। পিছু লেগে থাকবে। প্রতিটি পদক্ষেপের ওটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ রাখবে এবং পরিস্থিতি অনুকূলে পেলেই শুধু আক্রমণ করবে। অন্যেরা যাই বলুক, গ্রান্ট নিশ্চিত জানে চিরিকাহুয়ারা সহজে হাল ছেড়ে দেয় না।

লক্ষ করল সে, নিজের উরুতে চাপড় মেরে উল্লাস প্রকাশ করছে ক্যারি জর্ডান। বড় ছোরাটা বেরিয়ে এসেছে হাতে। দৃষ্টি নিবদ্ধ অদূরে পড়ে থাকা মৃত অ্যাপাচিদের ওপর। মতলব পরিষ্কার। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ওদিকে পা বাড়াল সে।

'খবরদার!' গমগমে, ভরাট কণ্ঠে বলে উঠল টেক্সান। 'ওদিকে এক পা এগোনোর চেষ্টা করবে না।'

থমকে গেল জর্ডান। তার সঙ্গীরাও স্থির হয়ে গেল যে যার জায়গায়। বক্তার কণ্ঠে নিশ্চিত মৃত্যুর হুমকি শুনতে ভুল হয়নি কারও। দুচোখ ছোট হয়ে এল জর্ডানের। পিট্‌পিট্ করছে।

'মানে!' কোনমতে উচ্চারণ করল সে।

একই রকম দৃঢ়ভাবে বলল গ্রান্ট, 'তোমার যদি স্কাল্পের সংগ্রহ বাড়াবার ইচ্ছে থাকে, ভুলে যাও। সরে এসো ওখান থেকে।'

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল স্কাল্পহান্টার, নড়ল না। প্রথমবারের মত ভাল করে দেখল গ্রান্ট ম্যাকলেইন নামের এই যুবককে। এতক্ষণ ওকে তার স্রেফ এক কাউপাঞ্চার মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন লোকটার ধূসর নীল চোখের স্থির শীতল চাউনি, পিস্তলের কাছে নিশপিশ করতে থাকা হাতের বাঁকা আঙুল এবং দাঁড়ানোর পিলে চমকানো ভঙ্গি দেখে পরিষ্কার

বোঝা যাচ্ছে খুন করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছে সে। সঙ্গীদের অবস্থান আড়চোখে দেখে নিল জর্ডান। বেন ভুরু তুলে এক দৃষ্টিতে টেক্সানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় সম্ভবত পাঞ্চারকে চেনার চেষ্টা করছে।

'সাথীরা হয়তো তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু তারপরও জেনো, এক পা নড়লেই মরবে তুমি,' এক সেকেন্ড চুপ থেকে সুর নরম করল গ্র্যান্ট। 'বরং এখানে এসে আরাম করে বোসো।'

তবু অনড় দাঁড়িয়েই থাকল ক্যারি জর্ডান। পরিস্থিতি ওজন করছে। টেক্সানের হুমকি ফাইনাল, না ধাপ্পা তাই ভাবছে বোধহয়। ও কি আসলে গানম্যান, না পলায়নপর কাউপাঞ্চার! কোন রকমে অ্যাপাচি অঞ্চল পার হয়ে যাবার জন্যে দুটো গান ঝুলিয়েছে? ব্যাটা কতটা ওস্তাদ, যাচাই করার এটাই উপযুক্ত সময়। হাফব্রীড লোকটার মনের এক অংশ প্রথমটার দিকে ঝুঁকছে, কিন্তু অন্য অংশ খুঁতখুঁত করছে।

ধীরে ধীরে হাত নামাতে শুরু করল সে পিস্তলের বাঁটের দিকে, কাছাকাছি পৌঁছে আঙুলগুলো বাঁকা হলো। টেক্সানের কোন নড়াচড়া নেই, বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জর্ডানের দিকে। হাফব্রীডের যে কোন পদক্ষেপের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত। টানটান উত্তেজনার মুহূর্তগুলো যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিপদ ঘটে যাবার আগেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চিৎকার করে উঠল বেন।

'ড্র কোরো না, জর্ডান!' হাউমাউ করে উঠল সে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। 'ও টেক্সাসের সেই গ্র্যান্ট! গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন।'

ছানাবড়া হয়ে গেল হাফব্রীডের দু'চোখ। ড্র প্রায় করেই ফেলেছিল আরেকটু হলে, খুব দ্রুত সামলে নিল। ধড়ফড় করছে বুকটা। দেশের গোটা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে গান ফাইটিঙে যে সেরা, সবার মুখে মুখে যার নাম, এ সেই ম্যাকলেইন, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

টেক্সাসে গান ফাইটিঙে এত ওস্তাদ আর কেউ নেই। কারও সাথেই

ওই ক্ষেত্রে তুলনা চলে না তার, শুনেছে সে। ওখানে লোকটার গান ফাইটিঙের গল্প প্রায় কিংবদন্তীর মত সবার মুখে মুখে ফেরে। অসম্ভব দ্রুত তার রিফ্লেক্স, ড্র করে বিদ্যুৎগতিতে, প্রায় অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে। চ্যালেঞ্জ করতে এসে অনেক নামকরা গান ফাইটার মরেছে ম্যাকলেইনের হাতে।

অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যারি জর্ডান। এখনও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি পুরোপুরি। আরেকটু হলে কি ঘটত, ভেবে গলা শুকিয়ে উঠেছে। বাঁটের কাছ থেকে দ্রুত হাত সরিয়ে নিল হাফব্রীড। তবু কোন ভাবান্তর ঘটল না ম্যাকলেইনের মধ্যে। স্কাল্পহান্টারের ওপর থেকে স্থির, শীতল দৃষ্টি পলকের জন্যেও সরাল না।

'আমি তোমাকে সরে আসতে বলেছি,' মনে করিয়ে দিল কাউবয়।

'শোর! শোর!' মাথা ঝাঁকিয়ে একান্ত অনুগতের মত দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে এল হাফব্রীড। ভেতরটা যদিও জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। সহজ হয়ে দাঁড়াল টেক্সান, দৃষ্টি এখনও শীতল। তাকাল বেনের দিকে। 'তুমি চেনো আমাকে?'

'শোর! খুব ভাল চিনি। আমাকেও চেনো তুমি। বেন কিম্বল আমি, ফোর্ট গ্রিফিন—টেক্সাস। সার্জেন্ট ছিলাম।'

মনে পড়ে গেল গ্র্যান্টের। কিন্তু সে যখনকার কথা তখন ওর মুখের বিশ্রী দাগটা ছিল না। গালে দাড়ির জঙ্গলও ছিল না। সিক্সথ ক্যাভালরির এক ইনফ্যান্ট্রি সার্জেন্ট ছিল লোকটা। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রকৃতির কারণে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল আর্মি থেকে। একবার এক নতুন রিক্রুটকে পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে লোকটা।

পরে জর্ডানের সাথে এক হয়ে আর্মিতে এটা-ওটা সাপ্লাইয়ের কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু বাজে মাল চালাতে গিয়ে সেখানেও ধরা খেয়েছে। ম্যাকলেইন শুনেছে, ওদের দুটোকেই খুঁজছে আর্মি। ধরা

পড়লে কপালে দুঃখ আছে ব্যাটাদের।

'শেষবার যখন তোমাকে দেখি, তখন মুখের ওই দাগটা ছিল না,' মন্তব্য করল গ্র্যান্ট। 'কি ঘটেছিল?'

'বোঝোই তো! ওরা,' ইঙ্গিতে মৃত অ্যাপাচিদের দেখিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'সহজে মাথার চামড়া খুলে নিতে দেয় না। এক বজ্জাত প্রায় দিয়েছিল আমাকে শেষ করে। বেখেয়ালে ব্যাটা জ্যান্ত থাকতেই চামড়া...' থেমে গেল বাধা পেয়ে।

পাথরের আড়াল ছেড়ে বাইরে, ওদের মাঝে এসে দাঁড়াল নিনা।

'ওয়েল, গার্লি, এসো। আমাদের কাছে এসো,' কণ্ঠে অন্তরঙ্গ ভাব ফোটাতে চেষ্টা করল বেন। 'তোমার বন্ধুকে এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম আমি যে অ্যাপাচিরা পালিয়ে গেছে। আমাদেরও এই সুযোগে এখান থেকে সরে পড়া উচিত।'

'তোমরাও আসছ আমাদের সাথে?' বিস্ময় ফুটল মেয়েটির চোখে।

চেহারা বিকৃত করে বিশেষ এক ভঙ্গি করল বেন। 'যে রকম বিপজ্জনক অঞ্চল, তাতে তোমাদেরকে একা একা যেতে দেয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আমি। তাছাড়া তোমাদের জন্য আমরা যা করলাম, তা ভুলে গিয়ে পুরস্কারের টাকাটা একাই লোপাট করে দেয়ার মত অকৃতজ্ঞ মানুষ তোমার বন্ধু নিশ্চই নয়, কি বলো, গ্র্যান্ট?'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জর্ডান যোগ করল, 'এবং একসাথে চলতে গিয়ে আমরা কেউই নিশ্চই গুলি-টুলিও খেতে পছন্দ করব না। তোমার কি ধারণা, গ্র্যান্ট?'

'কথাটার অর্থ কি?' শীতল কণ্ঠে বলল টেক্সান।

জর্ডান জবাব দেবার আগেই দ্রুত সামনে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল নিনা। 'কিসের পুরস্কারের কথা বলছে এরা, মিস্টার?'

'তার মানে এ ব্যাপারে ও তোমাকে কিছু বলেনি?' বেনের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'আমি তোমার কাছে কিছু জানতে চাইনি,' মাটিতে গোড়ালি ঠুকল মেয়েটি। উঁচু কণ্ঠে বলল, 'মিস্টার গ্র্যান্ট, খুলে বলো আমাকে ব্যাপারটা।'

দুই পা এগিয়ে এল নাছোড়বান্দা জর্ডান। বাঁকা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলল, 'বুঝেছি। ও তোমাকে কিছুই জানায়নি এ ব্যাপারে। ব্যাপার হচ্ছে, তোমার বাবা তোমার উদ্ধারকারীকে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার দেবে ঘোষণা করেছে। মিস্টার গ্র্যান্ট তার পুরোটাই একা পকেটে ভরার তালে আছে বলে ব্যাপারটা তোমার কাছে চেপে গেছে।'

গ্র্যান্ট কিছু বলল না দেখে চালিয়ে গেল বদখত লোকটা। 'সে যাক্‌গে, এখন ও ঠিকই বুঝতে পারছে যে কাজটা একা একা করা কত কঠিন। তাই বলতে পারো সে একরকম বডিগার্ড হিসাবে আমাদেরকে ভাড়া করছে, যাতে তুমি নিরাপদে বাড়িতে তোমার বাবার কাছে পৌঁছুতে পারো।'

কথার ফাঁকে নোংরা একটা হাত নিনার কাঁধে তুলে দিল সে। সাথে সাথে ছিট্‌কে সরে গেল মেয়েটি। ঘৃণায় কোঁচকানো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠল জর্ডানের চোখ। ঠিক আছে, ভাবল সে, তোমাকে পরে দেখব। মুখের হাসি অম্লান রেখে জোরে জোরে বলল, 'এখানে কোনরকম ভদ্রতা-লৌকিকতার সময় নেই। আমার অন্য সঙ্গীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দি', এসো। ওই যে দৈত্যটা, ওর নাম রেনার, মরিস রেনার। আমি অবশ্য ষাঁড় বলে ডাকি। আর ওই যুবকের নাম জেফ কার্থ। 'জেফ এদিকে এসো, লেডিকে হাউডি বলো।'

ব্লাশ করল যুবক। সামান্য মাথা ঝাঁকাল।

'এ খেলায় ও একরকম নতুনই বলা যায়,' ব্যাখ্যা করল জর্ডান। 'সৌজন্য প্রকাশে আনাড়ী মনে হলে ওকে তোমার ক্ষমা করতে হবে।'

বিরক্তির সাথে মাথা দোলাল নিনা। গ্র্যান্টের দিকে ফিরল। 'এসব কি শুনছি, মিস্টার? এরা কি বলছে এসব?'

'যা সত্যি, তাই বলছি আমরা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বেন। কথা বলার সময় কালো দাগটার কারণে চেহারা কুঞ্চিত হয়ে যায়, বিচ্ছিরি লাগে দেখতে।

'তোমার মিস্টার গ্র্যান্ট স্রেফ পুরস্কারের টাকা হজম করতেই এখানে এসেছে।'

বিতৃষ্ণ নয়নে গ্র্যান্টের দিকে তাকিয়ে থাকল নিনা ডেভিস। 'আমি ভেবেছিলাম—তুমি আমাকে আন্তরিক সাহায্য করার চেষ্টা করছ,' গলা ধরে এল ওর।

গম্ভীর কণ্ঠে বলার চেষ্টা করল টেক্সান, 'আমি তাই-ই করছি, ম্যা'ম।'

'বিশ্বাস করি না আমি!' প্রায় বিস্ফোরিত হলো মেয়েটি। 'কিভাবে তোমাদের বিশ্বাস করব আমি?' একে একে সবাইকে দেখল। 'কি করে বুঝব তোমাদের কার কি মতলব?'

'বিশ্বাস করা আর না করা, দুটোই এখন তোমার জন্যে সমান, ইয়াং লেডি,' আড়চোখে তাকাল বেন। 'তুমি আমাদের সঙ্গে বাঁধা পড়েছ। আরও কদিন সয়ে যেতে হবে।'

'তুমি কোন চিন্তা কোরো না, লেডি,' গুড়গুড় করে উঠল দানবাকৃতির রেনার। 'আমরা তোমাকে নিরাপদেই তোমার ড্যাডির কাছে পৌঁছে দেব।'

'তোমাদের কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে,' কাঁপা গলায় বলল নিনা। 'কিন্তু আর কোন উপায়ও তো দেখতে পাচ্ছি না!'

ফ্রন্টিয়ার এলাকার মেয়ে নিনা ডেভিস। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজের অবস্থান বুঝতে ভুল করল না। বুঝতে পারছে, এদের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। এ এক নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর অঞ্চল। এরকম কঠিন প্রকৃতির সমর্থ লোকেরাই শুধু অ্যাপাচিদের মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারে। ওর বাবার র‍্যাঞ্চের নরম-সরম, কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক কর্মচারীদের পক্ষে যা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেই দুঃসহ ভয়াল রাতের কথা মনে পড়ে

গেল ওর। অ্যাপাচিরা যখন ওদের বেডরুমের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল...উহ্! চিবুক ঝুলে পড়ল বেদনার্ত স্মৃতির ভারে। দুচোখ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে উঠল।

'কোনরকমে বাড়িতে পৌঁছে দাও আমাকে,' ভাঙা গলায় বলে উঠল সে। 'বাবার কাছ থেকে পুরস্কারের টাকা পেয়ে যাবে তোমরা।'

'আমি ড্র্যাগ ধরলে আশাকরি তোমরা কেউ মাইন্ড করবে না?' হালকা সুরে বলল গ্র্যান্ট।

কর্কশ অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল বেন। একটু সামলে নিয়ে বিভ্রান্ত রেনারকে বোঝাল ড্র্যাগ শব্দের অর্থ। ওটা ক্যাটলম্যানদের পথ চলার বিশেষ অবস্থানের নাম। ট্রেইলে চলার সময় সবার পেছনে অবস্থান নেয়াকে ড্র্যাগ ধরা বোঝায়। 'পেছন থেকে আমাদের হাতে গুলি খাবার আশঙ্কা করছে বোধহয় মিস্টার টেক্সান!' বিদ্রূপ করল সে।

'সেজন্যে তাকে দোষ দেয়া যায় না,' তির্যক মন্তব্য করল নিনা। 'ওর জায়গায় আমি হলেও হয়তো তাই করতাম।'

হাসি উবে গিয়ে আক্রোশে কালো হয়ে উঠল বেনের মুখ। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিল সে। ব্যাপারটা গ্র্যান্ট ছাড়া আর কারও নজরে পড়ল না।

'এখন রওনা হলে সন্ধের আগেই অ্যাপাচি ওয়েলসে পৌঁছে যেতে পারব আমরা,' বলল গ্র্যান্ট।

জেফ এবং বেন মৃদু হাসল ওর দিকে তাকিয়ে। ক্যারি জর্ডান নড করল। বাস্তবে ফিরে এসেছে সবাই গ্র্যান্টের কথায়। কারণ ওদের অ্যামুনিশনের যে অবস্থা, তাতে অ্যাপাচিরা আবার আক্রমণ করে বসলে বিপদ ঘটতে পারে।

'রেনার!' হাঁক দিল জর্ডান। 'ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো। আমিই সামনে থাকব। তুমি পেছনে থেকো, ঠিক আছে, ম্যাকলেইন?' জানে জবাব আসবে না, তাই সে জন্যে সময় নষ্ট না করে নিজের ঘোড়ায়

চেপে বসল সে। এগিয়ে গেল বেনের দিকে। কিছু একটা ভাবছে ব্যাটা, মাথা নাড়ছে আপনমনে।

'ফানি, বেন,' বলল জর্ডান। 'আমার উচিত ছিল গ্র্যান্টের মতই পেছন থেকে গুলি খাবার ব্যাপারে সতর্ক থাকা! কি করি বলো তো? ও যদি পেছন থেকে...'

মাথা দোলাল বেন। 'অনেক কিছুই শুনেছি গ্র্যান্টের ব্যাপারে। কিন্তু পেছন থেকে ও গুলি চালায়, এমন কোন ঘটনার কথা কানে আসেনি আমার। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তুমি এ বিষয়ে।'

'তোমার কথা সত্যি হলেই বাঁচি।'

চার

অ্যাপাচি ওয়েলস স্টেজ কোচ রিলে স্টেশন ছিল এক সময়। লম্বা যাত্রার প্যাসেঞ্জারদের পথের মাঝে জিরিয়ে নেয়া, কোচ বদল, ইত্যাদি সুবিধের কথা ভেবে নির্মাণ করা হয় ওটা।

রেল কোম্পানির কারণে কোচ সার্ভিস অনেক আগেই উঠে গেছে। তবু এখনও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি ওয়েলসের। ট্রাভেলার, প্রসপেক্টরদের সাময়িক বিশ্রাম কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়। পুবের অ্যাপাচি পাস, ওল্ড ফোর্ট বোওই, দক্ষিণের টাকসন ও উত্তর-পশ্চিমের ফিনিক্স যাতায়াতকারীদের মিলন ক্ষেত্র বলা যায় জায়গাটাকে।

পাথুরে কোরাল ঘেরা পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড মূল স্টেশন বিল্ডিঙের দৈর্ঘ্য পঞ্চান্ন ফুট, প্রস্থেও প্রায় তার কাছাকাছি। ভেতরে, মাঝখানে প্রকাণ্ড

এক হলরুম। তার দু'পাশে চারটা করে মোট আটটা কামরা আছে। বড় এক পাহাড়ের চওড়া থাক কাটা ঢালে ভবনটা দাঁড়ানো, মুখ সামনের দিকে। পেছনে কটনউডের বড়সড় বন। খাবার পানির জন্য ওটার কাছে বড় এক বাঁধানো কুয়ো আছে। পশ্চিমের উঠানের পরেই।

শক্ত ভিতের ওপর পাথরের তৈরি দালানটা এত বছর পরেও প্রায় অক্ষত আছে। তবে ভেতরের অবস্থা শোচনীয়। অযত্ন অবহেলায় জীর্ণদশা। এখানে ওখানে দেয়ালের ফাঁক ফোকর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে হালকা সবুজ ক্যাকটাস। জানালাগুলো ছোট ছোট, পুরু কাঠের আড়ার সাহায্যে পাল্লা আটকানোর ব্যবস্থা ভেতর দিক থেকে। রাইফেল বা সিক্সগানের ব্যারেল ভরে গুলি চালানোর সুবিধের জন্যে লূপ-হোল করা আছে ওগুলোর প্রতিটিতে। বহু ঝড়-ঝাপ্টা আর অ্যাপাচি আক্রমণের অজস্র চিহ্ন সারা দেহে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে বিল্ডিঙটা।

ছয় নারী পুরুষের দলটা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কোরালের কাছে ঘোড়া থামাল। পানির গন্ধ পেয়ে নাক ডাকা শুরু করে দিল পিপাসার্ত ঘোড়াগুলো। সন্ধে হয়ে আসছে তখন। আগে আগে স্টেশন বিল্ডিঙের দিকে এগোল বেন। ভেতর থেকে একটা আলোর আভাস বের হচ্ছে দেখে সেদিকে পা বাড়াল। সবে কয়েক পা গিয়েছে, এমন সময় সামনে বিকট শব্দে গর্জে উঠল একটা হেভি ক্যালিবার রাইফেল। হ্যাট উড়ে গেল তার। শূন্যে পাক খেয়ে কয়েক গজ পেছনে গিয়ে পড়ল ওটা। আচমকা গুলির শব্দে মাথা নিচু করে ফেলল বেন, মুহূর্তে হাত চলে গেছে পিস্তলের বাঁটের কাছে। চোখের কোণ দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গুলির উৎস সন্ধান করছে সে।

'ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো,' খনখনে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল বিল্ডিঙের ভেতর থেকে।

অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে সামনে তাকাল গ্র্যান্ট। দেখল একটা শার্প বাফেলো রাইফেলের ব্যারেল বেরিয়ে আছে জানালার ছিদ্র দিয়ে।

ও মুখ খোলার আগেই বেন চিৎকার করে উঠল, 'কে তুমি? গুলি বন্ধ করো! আমরা সাদা মানুষ।'

'আলোর সামনে এসে দাঁড়াও,' একই কণ্ঠ আপসহীন ভাবে বলল। জানালার শাটার সরে গেল। উঠানের কিছুটা জায়গা আলোকিত হলো ভেতরের আলো ঝাঁপিয়ে পড়তে। লণ্ঠনের ম্লান আলো। স্বস্তি ফিরে পেল দলের অন্য সবাই। চেপে রাখা দম ছাড়ল। ভেতর থেকে কয়েক মুহূর্ত ওদের দেখল রাইফেলধারী। তারপর জানালার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কানে এল বন্ধ দরজার হুড়কো খোলার আওয়াজ। প্রয়োজনে যাতে ব্যবহার করা যায়, এমনভাবে রাইফেলটা শরীরের পাশে ধরে পোর্চে বেরিয়ে এল সে। লোকটা বৃদ্ধ, গায়ে বাকস্কিন। মাথার চুল সব পেকে সাদা।

তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে দু'হাত দেহের দু'পাশে মেলে ধরল বেন। 'শান্ত হও, বুড়ো খোকা। দেখো, আমরা ইন্‌যুন নই।'

'ওটা কে?' নিনাকে দেখাল বৃদ্ধ মাথা ঝাঁকিয়ে। 'স্কুঅ মনে হচ্ছে? 'প্যাচি মেয়ে মানুষ যারা চুরি করে, তাদের জায়গা নেই এখানে। কেটে পড়ো।'

'দূর!' বলল সে। 'তোমার চোখের জোর কমে গেছে বলে বুঝতে পারছ না ও সাদা মেয়ে। আমরা ওকে অ্যাপাচিদেরই খপ্পর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি।'

'হুঁমম!' আবার মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ। কিন্তু খুব একটা প্রভাবিত হলো না। দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

'তুমি কি সারারাত আমাদের পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাকবে, না দয়া করে ঢুকতে দেবে ভেতরে?' বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল জর্ডান পেছন থেকে। 'কি ভেবে গুলি ছুঁড়লে তুমি? আমাদেরকে দেখে কি সাদা মনে হয়নি তোমার?'

'সাদা মানুষের পোশাক ঠিকই দেখেছি। কিন্তু তাতে কি? বদ মতলব নিয়ে কাছাকাছি পৌঁছার জন্যে চিরিকাহুয়ারাও এসব জোগাড় করতে পারে।'

'বলেছি তো আমরা ওদেরই এক ওয়ার পার্টির সাথে লড়াই করে ফিরছি,' যোগ করল যুবক জেফ কার্থ। 'ইয়াং লেডির শরীর-মন দুটোরই অবস্থা শোচনীয়। দয়া করে...'

'নিশ্চই, নিশ্চই! দুঃখিত। ওকে ভেতরে নিয়ে এসো, বয়েজ।'

তার পেছন পেছন সবাই স্টেশনের কফির গন্ধে ভরা বিরাট হলরুমে ঢুকল। একপাশে লম্বা একটা কাউন্টার, এক সময় বার ছিল ওটা। ডানদিকের শেষ প্রান্তে অনেকগুলো ভাঙাচোরা চেয়ার-টেবিল স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। এক সময় স্টেজকোচ যাত্রীদের কাজে ব্যবহার হত ওসব। এক কোণে ঘর গরম রাখার পুরানো একটা কাস্ট আয়রন চুলা এখনও বহাল আছে। ভেতরে গনগন করে আগুন জ্বলছে। সময়ের সাথে বাড়তে থাকা ঠাণ্ডা মোকাবেলার জন্যে আগুনে আরও কিছু কাঠ ভরে দিল বুড়ো লোকটা। ধুলোর পুরু স্তরে ঢাকা পড়ে আছে কামরাটা। কফির ঘ্রাণে জিভে পানি এসে গেল ওদের সবার।

'আমি টেড,' বৃদ্ধ নিজের পরিচয় দিল। 'টেড টার্নার। নগণ্য প্রসপেক্টর!'

সোজা হয়ে গেল জেফ কার্থ। এক পা সরে এল বৃদ্ধের কাছে। 'কি বললে? তুমি জানো না, এখানকার পাহাড় পর্বতে ঘাপ্‌টি মেরে আছে হাজারো শত্রু?'

'শোর,' হাসির চেষ্টা করল টেড। 'ওরকম কারও সাথে দেখা হয়ে গেলে তাদের আমি শান্ত রাখার চেষ্টা করি।' ঝুঁকে রাইফেলের চকচকে বাঁটের ওপর আদরের ভঙ্গিতে চাপড় মারল সে। ওটার পেছনের অমসৃণ খাঁজগুলোর ওপর পরম স্নেহের সাথে আঙুল বোলাল ধীরে ধীরে। 'ওরা আমাকে বিরক্ত করে না। আমিও ওদের ঘাঁটাই না।'

সরে গিয়ে আগুন আরও উস্কে দিল সে। গনগনে আগুনের আভায়

তার পরনের বাকস্কিন কোটটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দরাজ গলায় বলল বৃদ্ধ, 'তোমাদের কাছে খাবার দাবার আছে কিছু? রান্নার দরকার হলে করে দিতে আমার আপত্তি নেই। আমার কাছে প্রচুর কফি আছে, আশাকরি তাতে প্রয়োজন মিটবে সবার।'

'অনেক ধন্যবাদ, টেড,' এই প্রথম কথা বলল গ্র্যান্ট। এগিয়ে এল দু'পা। এতক্ষণ এখানকার প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা কত নিরাপদ, তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। এখন সন্তুষ্ট। বিল্ডিঙটা বড় ধরনের আক্রমণ মোকাবেলার ঘাঁটি হিসেবে এখনও যথেষ্ট মজবুত।

'এসো, পরিচিত হই আমরা। আমি গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। এই ইয়াং লেডি হচ্ছে নিনা ডেভিস।' একটু থেমে লক্ষ করল, মেয়েটির নাম শোনার পরও কোন ভাবান্তর হলো না টেড টার্নারের চেহারায়। তারপর বলল, 'ওই যে মাথায় লাল চুলের যুবক, ওর নাম জেফ কার্থ। ওই বিশালদেহী হচ্ছে রেনার। মরিস রেনার। আর ওরা দু'জন বেন এবং জর্ডান।'

নড় করল প্রসপেক্টর। কারও ব্যাপারেই খুব একটা উৎসাহী দেখা গেল না তাকে। কিছু একটা ভাবছিল সে মনে হলো। মেয়েটিকে দেখল। 'পানি যথেষ্ট আছে এখানে। তুমি যদি সাফ-সুতরো হতে চাও, খানিকটা গরম করে দিতে পারি আমি, মিসি।'

'খুব ভাল হয় তাহলে, মিস্টার!' উৎফুল্ল হয়ে উঠল নিনা। 'অনেকদিন পানির সাথে সম্পর্ক নেই, ভীষণ নোংরা মনে হচ্ছে নিজেকে।'

মাথা দুলিয়ে লোহার বড় এক কলড্রনে কিছু পানি নিয়ে ওটা আগুনের ওপর চাপিয়ে দিল টেড। 'গোসলের জন্যে পশ্চিম দিকের একটা রুম ব্যবহার করতে পারো তুমি। ওদিকের রুমগুলো এখনও মোটামুটি ব্যবহারের যোগ্য আছে। অবশ্য দু'চারটে মাকড়সার সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে,' কৌতুকের হাসিতে কুঁচকে গেল তার মুখের অসংখ্য ভাঁজ। ফ্যাকাসে হাসি দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিল মেয়েটি।

'বাহ, হাসলে তো দারুণ লাগে তোমাকে!' মন্তব্য করল বৃদ্ধ। একটু পর উত্তপ্ত কলড্রন নামিয়ে বলল, 'তোমরা কেউ দয়া করে পাশের এক রুমে দিয়ে এসো এটা।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে এগিয়ে এল জেফ। মেঝের ওপর দিয়ে ভারী কলড্রন ঘস্টাতে ঘস্টাতে একটা কামরার ভেতর রেখে এল। দু'জনকেই ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিকে এগোল নিনা।

বেনের সাথে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল জর্ডান। 'বেন!' সবাইকে শুনিয়ে বলল জর্ডান। 'তুমি এদিকটায় লক্ষ রেখো। আমি ওদিকে পাহারা দি' গিয়ে ইয়াং লেডিকে। বলা যায় না, সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে!'

'আচ্ছা, যাও।' শয়তানীর হাসি হেসে মাথা দোলাল বেন। 'ও পালিয়ে গেলে...'

'জর্ডান!'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল হাফব্রীড। চেহারায় চরম অবিশ্বাস ও বিস্ময়। কারণ চ্যালেঞ্জটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একজনের কাছ থেকে এসেছে। গ্র্যান্টের তরফ থেকে বাধা আসতে পারে এমন আশঙ্কা ছিল তার, কিন্তু এল নিজেদেরই একজনের দিক থেকে। সে জেফ কার্থ। তার হাঁক শুনে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে জর্ডান। বিমূঢ় চেহারায় তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাত দুটো দেহের দু'পাশে ঢিলেঢালাভাবে ঝুলছে। ওদিকে হলরুমের মাঝামাঝি জায়গায় দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে কার্থ। চেহারা ভয়ঙ্কর রকম শীতল।

'কি!' ক্ষিপ্ত কুকুরের মত গরগর করে উঠল জর্ডান।

'তুমি ভালই জানো, কি!' যুবকের কণ্ঠ রূঢ়। 'তুমি মেয়েটির ধারে কাছেও যাবে না।'

'আচ্ছা!' ঝাঁঝিয়ে উঠল জর্ডান। 'গেলে কে ঠেকাবে শুনি?'

'আমি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জেফ। 'আমি ঠেকাব তোমাকে।'

বেনের সাথে ফের চোখাচোখি হলো হাফব্রীডের। ধীরে ধীরে পিছিয়ে বারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বেন। উদ্দেশ্য আর একটু ডানদিকে সরে গিয়ে যুবককে নিজের পিস্তলের আওতায় আনা। কিন্তু সেদিকে দু'ইঞ্চি এগোনোর আগেই ব্রেক কষতে হলো তাকে।

'আর এক চুলও যদি নড়েছ, আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙতে পারে তোমার, বেন,' গলাটা গ্র্যান্টের। এমনভাবে কথাগুলো বলল সে, যেন আলাপ করছে।

রুমের আরেক প্রান্তে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ানো টেক্সান কাউবয়ের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল বেন। নড়াচড়া করতে ভুলে গেছে। কারণ গ্র্যান্টের সহজভাবে বলা কঠিন কথার অর্থ না বোঝার মত নির্বোধ সে নয়। ওদিকে বড় বড় চোখ করে ঘটনা দেখছে বৃদ্ধ টেড। দৈত্যাকার রেনার এ মুহূর্তে বাইরে। স্যাডলব্যাগ থেকে খাবার দাবার নিয়ে আসতে গেছে।

গ্র্যান্টের কথা সবই কানে গেছে জর্ডানের। বুঝে ফেলেছে বেনের ওপর এখন আর ভরসা করা যাবে না। সামান্যতম ত্যাড়ামি দেখলেই গ্রান্ট শেষ করে দেবে ওকে। গান ফাইটে সে নিজে যত ফাস্ট, তাতে জেফ্ একা হলে সামাল দিতে অসুবিধে ছিল না। কিন্তু সমস্যা বাধিয়ে দিল হারামজাদা টেক্সানটা। ঝুঁকি নেবার সাহস হলো না, অতএব বুদ্ধিমানের মত রণে ভঙ্গ দেয়াই স্থির করল সে।

'আশ্চর্য, জেফ!' শ্রাগ করল সে। 'মাথা গরম করার মত কি এমন ঘটল? তুমি আসলে কোন্ দলে?'

'এর মধ্যে কোন দলাদলির গন্ধ পাচ্ছি না আমি। যদি থাকে, তাহলে আমি মেয়েটির দলে এবং শেষ পর্যন্ত তাই থাকব।'

'বুদ্ধিমানের মত কথা,' উৎসাহ দিয়ে বলে উঠল টেড। 'সোজা-সরল মনের কথা।'

প্রচণ্ড ক্ষোভে জর্ডানের ভেতরটা জ্বলছে। নানা রকম চিন্তার স্রোত বইছে মনে, কিন্তু চেহারায় তার কোন চিহ্ন নেই। সুবিধেজনক অবস্থা না আসা পর্যন্ত শো ডাউনে যাবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টির ইচ্ছে তার নেই। চোখ রাঙিয়ে শুধু বলল, 'ঠিক আছে। এ বিষয়ে সময়মত একদিন কথা বলব তুমি-আমি।'

'বেশ,' শ্রাগ করল যুবক। 'তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

অপমানের জ্বালা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল জর্ডান। আড়চোখে গ্র্যান্টকে দেখল। আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে সে। তবে এখন ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি যুক্ত হয়েছে। দরজার দিকে ফিরল হাফব্রীড। গাট্টি-বোঁচকা হাতে চুপচাপ রেনারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পিত্ত জ্বলে গেল ওর। চিৎকার করে উঠল, 'ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি সারারাত, বোকা ষাঁড় কোথাকার!' পরক্ষণে প্রসপেক্টরের দিকে ঘুরল। 'ঘোড়ার ডিমের খাবার তৈরি করতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'সময় যা লাগার তা লাগবেই,' গম্ভীর স্বরে বলল বৃদ্ধ। 'তোমার মাথা বেশি গরম বলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ভেব না।'

ধুপ্ ধাপ্ পা ফেলে রেনারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল হাফব্রীড। তার হাত থেকে টান মেরে নিয়ে নিল স্যাডলব্যাগটা। ভেতরে হাতড়া-হাতড়ি করে যা চাচ্ছিল, না পেয়ে মহা খাপ্পা হয়ে লোকটাকে হুকুম করল, 'অন্য স্যাডলব্যাগে খুঁজে দেখো, খানিকটা হুইস্কি রাখা আছে।'

খেপে গেল দানব। খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি তোমার চাকর নই, জর্ডান। নিজে যাও।'

'আরে বাবা, যাও তো!' চরম বিরক্তিতে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল জর্ডানের। 'সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না আমি, মাথা মোটা কোথাকার!'

গ্র্যান্টের দিকে ফিরল টেড টার্নার। ব্যঙ্গ করে বলল, 'তোমার বন্ধুর জিভ দেখছি ভালই পাশ করা!'

'তাই তো মনে হয়,' শ্রাগ করল নির্বিকার কাউবয়। 'কিন্তু ও আমার বন্ধু-টন্ধু কিছু নয়।'

মাথা দুলিয়ে মেনে নিল বৃদ্ধ। রেনারের নিয়ে আসা বেকন স্লাইস করে ফ্রাই করতে লেগে গেল। কিছু ভাবছে সে আপনমনে। অন্যদিকে ভাঙাচোরা বারের এক কোণে বেন আর জর্ডান ঘনিষ্ঠ হয়ে নিচুস্বরে কি যেন আলাপ করছে।

সাপার পর্ব শেষ হলো নীরবে। গোসল করে নিজের আসল রূপ ফিরিয়ে এনেছে নিনা ডেভিস। মসৃণ সিল্কের মত হয়ে উঠেছে তার ত্বক। লণ্ঠনের আলোতে উজ্জ্বল সোনালী চুল চিক্‌চিক্ করছে। রঙিন প্রজাপতির মত ঝলমল করছে মেয়েটি। হালকা নীল চোখ, দৃঢ়বদ্ধ পুরুষ্টু ঠোঁট। খাটো, খাড়া নাক। সব মিলিয়ে চেহারা এমন কমনীয়, এত মিষ্টি যে যে-কেউ দেখে এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হবে, মেয়েটি আসলেই সুন্দরী।

ওর মধ্যে রোজমেরিকে দেখতে পাচ্ছে গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। জেফ ঘুরে ঘুরে মুগ্ধ চোখে দেখছে তাকে। কয়েকবার দু'জনের চোখাচোখি হলো। সে সময় নিনার চোখে উজ্জ্বল আলোর ঝিলিক দেখেছে গ্র্যান্ট। ক্যারি জর্ডানের অনুসন্ধানী দৃষ্টিও ঘন ঘন ঘুরে ফিরে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে নিনার ওপর। এমনকি স্থূলবুদ্ধির রেনার পর্যন্ত মুগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে বারবার।

খাওয়া শেষে গ্র্যান্টের দিকে এগিয়ে এল জেফ। 'মেয়েটি খুব ক্লান্ত, মিস্টার গ্র্যান্ট। প্রচুর বিশ্রাম প্রয়োজন ওর।'

মাথা দোলাল পাঞ্চার। 'আমি জানি, প্রচণ্ড ধকল সইতে হয়েছে ওকে।'

আরও নিচু হলো যুবকের কণ্ঠ, 'জর্ডান কিন্তু কারও সাথে টাকা ভাগাভাগি করার বান্দা নয়। পুরস্কারের টাকা পুরোটাই একা মেরে

দেবার তালে আছে।'

'হ্যাঁ, লোকটা সে ধাতেরই নয়,' নড় করল গ্র্যান্ট। 'বুঝি আমি। সে যা হোক, সতর্ক করে দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।' কিছুক্ষণ তাকে পর্যবেক্ষণ করে আবার বলল, 'তোমাকে দেখে তো স্কাল্পহান্টার মনে হয় না। এদের সাথে ভিড়লে কি ভাবে?'

কালো হয়ে গেল যুবকের চেহারা। 'স্কাল্পহান্টার হলে তার ছাপ চেহারায় বয়ে বেড়াতে হয় বুঝি?'

'ঠিক বলেছ, হয় না। কিন্তু এদের সাথে কিভাবে জুটলে?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল যুবকের। বলল না কিছু।

'আচ্ছা, এখন থাক। ইচ্ছে হলে পরে জানিয়ো,' সান্ত্বনা দেয়ার মত করে বলল গ্র্যান্ট। 'আমার মনে হয়, ক্যারি জর্ডানকে তুমিও অপছন্দ করো।'

'চেহারা-প্রকৃতি, কিছুতেই পছন্দ করার মত মানুষ নয় ও।' উঠে পড়ল যুবক। এ নিয়ে কথা বাড়াতে চায় না। রুমের এক কোণে রাখা একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল।

রাত যথেষ্ট হয়েছে। পালাক্রমে সবার ঘুমানোর ব্যবস্থা করল গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। খুব ভোরে আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় সে সময়টাতে সবাইকে সজাগ হয়ে তৈরি থাকার ব্যাপারে সতর্ক করে দিল। কেউ কোন আপত্তি তুলল না ওর কথায়। বেন ছাড়া সবাই শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। প্রথম পালার দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। নিজের বিছানায় আধশোয়া হয়ে লোকটাকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল গ্র্যান্ট। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ওর অনুমানই ঠিক। খুব ভোরে এল অ্যাপাচিরা। অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি তখনও। রিলে স্টেশনের দক্ষিণের পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরদিক থেকে পিছলে নেমে আসতে দেখা গেল ওদের। কোরালের দেয়ালের আড়ালে পৌঁছার জন্যেই ও পথ বেছে নিয়েছে। আলো আঁধারিতে

অশরীরী আত্মার মত মনে হচ্ছে ব্যাটাদের।

ভেতরে এরা এক একটা জানালায় অবস্থান নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর কার্ট্রিজের বাক্স নিয়ে বসেছে নিনা। গুলি ফুরিয়ে যাওয়া রাইফেল রিলোড করে দেবার দায়িত্ব পড়েছে ওর ওপর।

'লক্ষ্য নিচু রেখো সবাই,' সঙ্গীদের পরামর্শ দিল গ্র্যান্ট চাপা কণ্ঠে।

জেফের চোখ পড়ল নিনার ওপর। খোলামেলা আন্তরিক হাসি দিল মেয়েটি। তাকিয়ে থাকল ওর দিকে—কিছু ভাবছে।

সত্যি তাই। জেফের মত চমৎকার এক যুবক জর্ডানদের নির্দয় খুনোখুনির সাথে জড়িত, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না মেয়েটি।

'একটা আসছে!' হিস্ হিস্ করে উঠল জর্ডান। 'পেড়ে ফেলব ওটাকে?'

'না, এখনই গুলি চালিয়ো না!' গ্র্যান্টের কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। 'প্রথম ধাক্কায় একসাথে যতগুলোকে সম্ভব ঠাণ্ডা করতে হবে আমাদের। আরও আসতে দাও।'

'কিন্তু হারামজাদাটা যে কুয়োর ধারে ঘুর ঘুর করছে!' বলল লোকটা কয়েক মুহূর্ত পর। 'ওটার মধ্যে বিষ ছড়াবে না কি? আমার ভয় করছে।'

শান্ত গলায় টেড বলল, 'সাদাদের মত ওরাও ওই কুয়োর পানি ব্যবহার করে। কাজেই বিষ ঢালবে না।' সাবধানে বাইরে চোখ বোলাল সে, 'এখন যে কোন মুহূর্তে ওদের একটা নিজেকে টোপ বানাবে। শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একজনকে সামনে ঠেলে দেয়া ওদের একটা পুরনো কৌশল। কাজেই কেউ যেন লোভে পড়ে টোপটা গিলতে যেয়ো না।'

জানালায় চোখ রেখে দেখছিল দাড়িওয়ালা। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। 'এদিকে দেখছি আরেক জোড়া।'

'এদিকেও দুটো,' সাথে সাথে ঘোষণা করল প্রসপেক্টর। রাইফেলের

বোল্ট টেনে প্রস্তুত হয়ে নিল।

গ্র্যান্ট উঁকি দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। চোখে পড়ল, তিনজন পেটের ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে দেয়ালের আড়ালে পৌঁছার জন্যে। 'এটাই চাচ্ছিলাম, চালাও এবার।'

টেক্সানের চিৎকার মিলিয়ে যাবার আগেই ছয় লুপহোল দিয়ে ছয়টা অস্ত্র একযোগে হুঙ্কার ছাড়ল। চমকে উঠল নিস্তব্ধ ওয়েলস। আচমকা আক্রান্ত হয়ে ক্ষিপ্ত, সন্ত্রস্ত অ্যাপাচিরা আড়ালের জন্যে ইঁদুরের মত ছোটাছুটি শুরু করে দিল। একজন পশ্চিম দিকের একটা জানালা লক্ষ্য করে লাফ দিল। কিন্তু মাঝপথে টার্নারের ·৫০ ক্যালিবারের হেভি বুলেট তার কোমর গুঁড়িয়ে দিল। উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল সে কয়েকগজ দূরে।

শান্তভাবে নিজের ছোরা বের করল বৃদ্ধ। বাফেলোর বাঁটে সযত্নে আর একটা খাঁজ কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কোরালের ওপাশ থেকে অ্যাপাচিদের ছোঁড়া ঝাঁক ঝাঁক বুলেট একটুও টলাতে পারল না তার মনোযোগ।

অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় ওরা এবার সরাসরি জানালার কপাট লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করল। কিন্তু তাতে সুবিধে হলো না। জানালার ভারী পাল্লাগুলোর সামান্য চল্টা ওঠানো ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারল না ওরা।

গুলির মজুতে টান পড়ায় এবং একেবারে খোলামেলা জায়গায় দাঁড়িয়ে অদেখা শত্রুর সাথে লড়াইয়ে লাভের চাইতে লোকসানের পাল্লা ভারী হচ্ছে বুঝতে পেরে একসময় ক্ষ্যান্ত দিল অ্যাপাচিরা। নীরব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ব্যাটাদের সাড়াশব্দ না পেয়ে গ্র্যান্ট বাইরে কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করল। বেশ কিছুটা দূরে একদল অ্যাপাচিকে নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে কি সব বলাবলি করতে দেখল সে। রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে রয়েছে ব্যাটারা।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ, গ্র্যান্ট?' জানতে চাইল জর্ডান।

'দূরে ব্লাফের ওপর জটলা পাকিয়ে কি যেন করছে ব্যাটারা।'

খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল প্রসপেক্টর। 'মনে হয় ওরা পূর্ব-পুরুষদের আত্মার কাছে পরামর্শ চাইছে।'

সূর্য বেশ ওপরে উঠে এসেছে। আগুন ঢালতে শুরু করেছে। উত্তেজনায় ছিলার মত টান্‌টান্‌ হয়ে আছে ওরা। অ্যাপাচিদের নতুন আক্রমণের আশঙ্কায় আছে। নীরবে লম্বা সময় কেটে গেল। কিন্তু এল না ওরা।

'কি মনে হয় তোমাদের?' নীরবতা ভঙ্গ করল জর্ডান। 'ওরা সবাই বাড়ির পথ ধরেছে নাকি?'

'যাও না, বাইরে গিয়ে তাজা বাতাস খেয়ে এসো কিছুক্ষণ,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠল জেফ কার্থ। 'যদি খুন হয়ে যাও, বুঝব ব্যাটারা আছে এখনও।'

গ্রাহ্য না করে বৃদ্ধের দিকে ফিরল সে। 'খাবার পানি আছে তো?'

'যথেষ্ট। অবশ্য লাল শয়তানগুলো যদি লম্বা সময়ের জন্যে আমাদের এখানে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকে।'

আঁতকে উঠল বেন। 'তার মানে? ওরা পাহারায় বসে থাকলে পানির অভাবে পড়ব আমরা?'

'ঘাবড়ে গেলে নাকি, বেন্ ভায়া!' উপহাস করল যেন বৃদ্ধ চাউনি দিয়ে। গ্র্যান্টের দিকে ফিরল। 'তোমার কি মনে হয়, ওরা তেমন কিছু করবে?'

'করতে পারে,' মাথা ঝাঁকাল টেক্সান। 'তবে সেরকম কিছু করার আগে অবশ্যই আরেকবার আসবে ওরা। আমার অন্তত তাই মনে হয়।'

'আমারও,' সায় দিল বৃদ্ধ। 'কখনও কখনও ওরা বেশ অধৈর্য হয়ে ওঠে, আর টপাটপ মরে।' রাইফেলের বাঁটের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে ফোকলা দাঁতে হাসল বৃদ্ধ।

ক্যারি জর্ডানের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে পালাবার চিন্তা। 'সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে সরে পড়ার চেষ্টা করতে পারি, আমরা,' পরামর্শ দিতে চাইল সে।

'করতে চাইলে এখনই কেন করছ না?' উষ্মা গোপন করার চেষ্টা করল না গ্র্যান্ট। 'তোমার পরিণতি দেখার জন্যে যদি আমরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে কিছু আবার মনে করে বোসো না যেন।'

চুপ মেরে গেল হাফব্রীড। বেন তার হয়ে সাফাই গাইতে চেষ্টা করল। 'জর্ডানের কথায় মাইন্ড কোরো না তোমরা কেউ। আমার ধারণা—ওদের ফাঁক গলে প্রাণ নিয়ে কেটে পড়ার কোন সুযোগ যে নেই, সেটা ও নিজেও ভাল করেই জানে।'

'তাহলে চুপচাপ থাকাই ভাল,' মন্তব্য করল টেড টার্নার। 'এরকম পরিস্থিতিতে অর্থহীন ফ্যাচ ফ্যাচ শুনলে মাথা ঠাণ্ডা রাখা কঠিন।'

মেয়েটিকে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকতে দেখে দু'পা এগোল গ্র্যান্ট। 'তুমি ঠিক আছ, ম্যা'ম?'

মুখ তুলে ওকে দেখল নিনা। 'এখনও ঠিকই আছি। আমার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ো না।' ওর কণ্ঠ শীতল এবং রূঢ়। 'তোমার পুরস্কারের টাকার কোন বিপদ ঘটেনি এখনও।'

কর্কশ বিচ্ছিরি হাসিতে ফেটে পড়ল হাফব্রীড। 'বাহ্! চমৎকার বলেছ তুমি, সিস্টার।'

জ্বলে উঠতে গেল যুবক জেফ কার্থ। গ্র্যান্ট থামিয়ে দিল। 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় কোন উপকার হবে না। দয়া করে চুপ থাকো সবাই। বাইরে লক্ষ রাখো।'

পরক্ষণেই দানবের গমগমে কণ্ঠ শোনা গেল। 'এদিকে কিছু একটা ঘটছে। দেয়ালের ওপাশে ধুলো উড়তে দেখতে পাচ্ছি আমি।'

জেফকে নিজের জানালা কভার করার ইঙ্গিত দিয়ে দ্রুত রেনারের কাছে চলে এল গ্র্যান্ট। ছিদ্র দিয়ে বাইরে তাকাল। 'ওটা ধুলো নয়।

ওখানে ওরা আগুন জ্বালছে।'

আচমকা মাথায় আগুন নিয়ে তিনটে তীর সাঁ করে আকাশে উঠে গেল। পেছনে ধোঁয়ার রেখা এঁকে উঠতেই থাকল। তারপর রঙধনুর মত বাঁক নিয়ে এসে পড়ল ওদের মাথার ওপর, বিল্ডিঙের ছাদে।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে গ্র্যান্ট তাকাল টেডের দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বৃদ্ধ, 'এটা যারা বানিয়েছে, তারা নিজেদের ব্যবসা খুব ভাল বুঝত। নিরেট পাথরের ছাদ। তার ওপর ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্যে পুরু একস্তর বালু। বেনের পক্ষে স্বর্গের দুয়ার পার হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব ওপরে আগুন ধরানো,' নিজের রসিকতায় নিজেই চাপাস্বরে হাসল বৃদ্ধ।

ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলন্ত তীর আছড়ে পড়ছে। নিচে সবাই উৎকণ্ঠা নিয়ে লক্ষ রাখছে কোথাও কোন আগুনের আভাস দেখা যায় কিনা। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। কোন লাভ হচ্ছে না দেখে অ্যাপাচিরাও একসময় ক্ষান্ত দিল। থেমে গেল উড়ন্ত তীরের বাতাসে শিস্ কাটার আওয়াজ। নিজের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাওয়ায় উৎফুল্ল টার্নার সবার দিকে তাকাল।

'বলেছিলাম না, ঘাবড়াবার কিছু নেই! যে বাছারা এটা বানিয়েছিল, তারা ইনযুনদের কিছু কিছু কায়দা কানুনের কথা মাথায় রেখেছিল।'

আবার চারদিক শান্ত হয়ে এল। নিস্তব্ধতা গ্রাস করল স্টেশনটাকে। সূর্য এখন সোজা মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আগুনের গোলা ছুঁড়ছে। পরিষ্কার আকাশে মেঘের ছিটে ফোঁটাও নেই। কোথাও নড়ছে না কিছু। ধুলো উড়ছে না। কোন পাখিও ডাকছে না। মনে হয় প্রকৃতি যেন নিজে থেকেই তার সমস্ত সৃষ্টিকে এই মৃত্যুপুরী থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে সতর্ক করে দিয়েছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে, রাইফেল কক্ করে বসে আছে এরা সবাই, কিন্তু কারও দেখা নেই।

পাঁচ

'তুমি মোটেই আর সবার মত নও,' জেফ কার্থের উদ্দেশে বলল নিনা। বড় টেবিলে ওরা দু'জন খেতে বসেছে পাশাপাশি। নিচু কণ্ঠে কথা বলছে।

শান্তি ভঙ্গের আপাতত কোন লক্ষণ নেই দেখে গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন জোর করে খেতে বসিয়েছে ওদের। বলা যায় না কখন আবার আক্রমণ শুরু হয়ে যায়, এই ফাঁকে তাই ভাগে ভাগে সবার খাবার ব্যবস্থা করেছে সে। প্রথমেই বসিয়েছে এদের দু'জনকে। এরপর পালাক্রমে অন্যেরা বসবে।

জবাবের আশায় উৎসুক হয়ে নিনা তাকিয়ে আছে জেফের দিকে। 'আমি স্কাল্পহান্টিং করি কি না জানতে চাইছ তুমি, তাই না?' মুখ তুলে মেয়েটিকে দেখল যুবক। 'নিজের হাতে কখনও কোন অ্যাপাচির গলা কাটিনি বটে, কিন্তু তাতে কি যায় আসে? আমি ওদের সাথী, সেটাই সত্যি।'

'আমাকে বলবে না এদের সাথে কিভাবে ভিড়েছ তুমি?'

মেয়েটির আগ্রহ রোমাঞ্চিত করল ওকে। তবুও মনের ভাব গোপন করতে চেয়ারে একটু ঘুরে বসল জেফ। 'সত্যিই জানতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ, জেফ!'

দলটার সাথে যোগ দেবার জন্যে দায়ী ঘটনা স্মরণ করে চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল যুবকের। আরও দশটা ঘটনার মতই সাধারণ জুয়া

খেলার ঘটনা ছিল সেটা। সংক্ষেপে শুরু করল যুবক:

'প্রথমে আমি বুঝতেই পারিনি জুয়াড়িটা হাত সাফাই করছিল। আমি এক নাগাড়ে খেলে যাচ্ছি। একসময় দেখি আমার পকেট খালি। তখনই ওর চালাকি নজরে পড়ল। কষে গালি দিলাম। ও ড্র করতে গেল। আমার পিস্তল একটু দ্রুত বেরিয়ে এল, পড়ে গেল লোকটা। অমনি অপরিচিত দুই লোক আমাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। বোঝাল, খুন খারাবির ব্যাপারে আইন খুব কড়া, দোষীকে কোনরকম ছাড় দেয় না। টোপ দিল দীর্ঘ যাত্রায় বেরুচ্ছে ওরা দু'জন, সাথে অতিরিক্ত একজন দক্ষ বন্দুকবাজ থাকলে ওদের সুবিধে হবে। বেশি কিছু ভাবার সুযোগ ছিল না আমার। জুটে গেলাম ওদের সাথে। ব্যস্, সেই থেকেই আছি।'

'কে ছিল সেই দু'জন, বেন আর জর্ডান?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল যুবক। 'ওদের শর্ত ছিল আমি যদি কিছু কামাই করে ওদের পকেটে ভরে দেই, ঘটনাটা মিটিয়ে ফেলবে তারা। আমি দায়মুক্ত হব। শহরের বাইরে ওদের সাথে এসে যোগ দিল মরিস রেনার। ওদেরকে সাধারণ প্রসপেক্টর ভেবেছিলাম আমি। জানতাম না ওদের নজর কিসের ওপর ছিল।'

'কি দেখলে তুমি, কি করছিল ওরা, বাউন্টি...' বিস্মিত নিনা থেমে গেল প্রশ্ন শেষ না করে।

'স্কাল্পহান্টার ওরা,' তিক্ত কণ্ঠে বাধা দিল যুবক। 'একরাতে ওরা ক্যাম্পে ফিরতে দেখলাম অ্যাপাচি স্কাল্প ঝুলছে ওদের স্যাডলে। সহ্য হলো না আমার। বললাম, স্কাল্প লিফটারদের সাথে চলার কোন ইচ্ছে আমার নেই। হেসে ওরা বলল, যেতে চাইলে বাধা দেবে না, কিন্তু এক মাইল ও যেতে পারব না আমি একা। ইন্‌যুনগুলো নাকি আমাকে ওদেরই একজন ধরে নিয়েছে ততদিনে,' শ্রাগ করল সে। 'দল ছাড়তে আর সাহস হলো না।'

বলে চলল যুবক, 'ঠিক কথাই বলেছিল ওরা সেদিন। তবে আমিও

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি, আবার টাকসান যাবার সুযোগ পেলে আত্মসমর্পণ করব। কপালে যা আছে তা তো ভোগ করতেই হবে। আমরা কাল দক্ষিণেই যাচ্ছিলাম, যখন তুমি আর গ্র্যান্ট চিরিকাহুয়া ওয়ার পার্টির তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিলে।'

'গ্র্যান্ট!' বিরক্তির সাথে উচ্চারণ করল মেয়েটি। 'লোকটা ওই হাফব্রীডের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

'আমি নিশ্চিত না,' বলল যুবক। 'ওর আচরণ দেখলে বরং উল্টোটাই মনে হয়।'

আশ্চর্য হলো নিনা। 'ওর পক্ষ নিচ্ছ কিভাবে তুমি? ও লোকটাও তো খুনী।'

'আমিও তাই,' সোজা সাপ্টা ভাষায় মনে করিয়ে দিল যুবক।

মাথা নাড়তে থাকল মেয়েটি। 'দুটো ঘটনা এক নয়, জেফ। গুলিয়ে ফেলছ তুমি দুটোকে। গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন নামটা কেবল গান ফাইটিং আর খুনোখুনিই বোঝায়!'

'কি জানি! তবে লোকটা কখনও বেনের মত কোন নিরস্ত্র ইনযুন খুন করে তার স্কাল্প সংগ্রহ করেছে বলে শুনিনি আমি। অথবা ক্যারি জর্ডানের মত তোমার প্রতি নোংরা লালসাও দেখা যায়নি ওর মধ্যে নি...মানে, মিস...' দ্বিধায় পড়ে থেমে গেল যুবক।

তার একহাতে মৃদু চাপ দিল মেয়েটি। 'শুধু নিনা বলে ডেকো, জেফ!'

'হ্যাঁ, নিনা। আমি বলতে চাচ্ছি যদি আমরা বেঁচে যেতে পারি এখান থেকে, আমার বিশ্বাস সেটা সম্ভব হবে শুধু গ্র্যান্টের কারণেই।'

'তুমি ওকে পছন্দ করো, তাই না?'

'হ্যাঁ। কারণ আমার ধারণা ও একজন ভাল মানুষ। যদি তা না-ও হয় সে, জেনে রেখো, আমার সাধ্যমত দেখব আমি যাতে তোমার কোন ক্ষতি না হয়।'

মাথা নামাল মেয়েটি। কি ভেবে আরক্ত হলো। 'জেফ, তুমি কি মনে করো আমরা কখনও প্রাণ নিয়ে টাকসান পৌছতে পারব?' ওর কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

'অবশ্যই পারব!' খুব জোরের সাথে বলল যুবক।

রুমের অন্যপাশে নিস্তব্ধতা ভাঙল টেড, 'তোমরা এদিকে এসেছ কি মনে করে?' বেন অথবা জর্ডান কোন উত্তর দিল না দেখে গ্র্যান্টের দিকে তাকিয়ে ফের প্রশ্ন করল বৃদ্ধ, 'তোমরা সবাই একদলের নাকি?'

মাথা নাড়ল টেক্সান। 'না, পথে এক হয়েছি।'

পাল্টা প্রশ্ন করল জর্ডান। 'তোমার খবর কি? সোনা দানা কেমন জোটে?'

'চলে যায় আরকি,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। 'তা কতদিন ধরে স্কাল্পহান্টিং করে বেড়াচ্ছ তোমরা?' প্রত্যেককে লক্ষ করতে থাকল টেড। তার প্রশ্নটা ঘরের পরিবেশ থমথমে করে তুলল।

গলা দিয়ে খক্ খক্ আওয়াজ করল বেন। হাসল না কাশল, বোঝা গেল না। বলে উঠল, 'জানি না কি বোঝাতে চাইছ তুমি। আমরা কিন্তু স্কাল্পহান্টিং করি না। আমরা প্রসপেক্টর, তোমার মতই...'

কর্কশ কণ্ঠে বাধা দিল টেড, 'ভেব না সত্যিই চোখের মাথা খেয়েছি আমি। তোমাদের স্যাডলে বাঁধা করোটির বান্ডিল ঠিকই দেখেছি। তারপরও যদি বলো তোমরা স্কাল্পহান্টার নও, আমি তাহলে চিনের মহান সম্রাট!'

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যারি জর্ডান। 'ওকে,' নরম সুরে বলল। 'ঠিক আছে, আমরা স্কাল্পহান্টার। তো কি করবে তুমি, বুড়ো ছাগল?'

'কিছু না!' শ্রাগ করল বৃদ্ধ। 'মনের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছিলাম আমি। তোমাদের জানা উচিত ছিল 'প্যাচিরা স্কাল্পহান্টারদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। তোমাদের তাই জানিয়ে দিচ্ছি, ওই চেরিকাউগুলোর হাতে

যদি ধরা পড়ো, তাহলে তোমাদের দশ মাইলের মধ্যে দিয়েও হাঁটব না আমি।'

'তোমার বুটজোড়া বাজি ধরতে পারো, ধেড়ে খোকা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল হাফব্রীড। 'ওরা আমাদের ধরতে পারবে না।'

গ্র্যান্টের দিকে ফিরল বৃদ্ধ। বুড়ো আঙুল দিয়ে জর্ডানকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমিও ওই জাতের? কথা বার্তায় অবশ্য সেরকম মনে হয় না।'

'মিস্টার গ্র্যান্ট অ্যাড্ভেঞ্চারার!' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল নিনা। ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করল জেফ, গ্রাহ্য করল না সে। গলা বাড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল মেয়েটি, 'লোকটা টেক্সাসের নামকরা, গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। নাম শুনেছ বোধহয়!'

শিস দিয়ে উঠল টেড। 'বটে! তুমিই তাহলে সেই ম্যাকলেইন? কি আশ্চর্য! তুমি যখন তোমার পরিচয় দিলে, তখন কেন কথাটা মনে পড়ল না? সত্যিই বয়স বেড়ে গেছে আমার। তোমার সম্পর্কে ভালয়-মন্দে মেশানো কত কথা শুনেছি আমি।'

গ্র্যান্ট কিছু বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই চিৎকার করে উঠল জর্ডান, 'আসছে ওরা!'

লাফ দিয়ে যে যার অবস্থানে পৌছে গেল সবাই। লুপহোলে অস্ত্রের নল ভরে দিয়ে তৈরি হলো। দেখল, অ্যাপাচিরা কোরালের দেয়ালে চড়ে বসেছে। পরমুহূর্তে একযোগে ভেতরে লাফিয়ে-পড়ে মাথা নিচু করে তীব্র বেগে এদিকে দৌড়ে আসতে লাগল।

'মনে হয় ওরা নিজেদেরকে বুলেট প্রুফ ভাবছে,' চেঁচিয়ে বলল টেক্সান। 'ভুলটা ভেঙে দাও ওদের!'

সবার অস্ত্রের সম্মিলিত হুঙ্কারে ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত ঘটল। গ্র্যান্টের জোড়া সিক্সগান, বেনের উইনচেস্টার, টেডের বাফেলো এবং জেফ ও রেনারের রাইফেল যার যার নিজস্ব শব্দ-বৈচিত্র্য নিয়ে প্রচণ্ড গর্জনের সাথে আগুন ঝরাচ্ছে অবিরাম। তার সাথে বিষাক্ত তীরের

বাতাস কাটার শব্দ, বুলেটের শিস, অ্যাপাচিদের সুতীক্ষ্ণ চিৎকার মিলেমিশে কানে তালা লাগানো নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ওয়েলস বিল্ডিঙ ঘিরে। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে এখানে।

গুলি বৃষ্টির তীব্রতার মুখে একসময় আবার পিছু হঠতে বাধ্য হলো অ্যাপাচিরা। সাতজন কমে গেছে ওদের এরই মধ্যে। দেহগুলো কোরালের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল। অন্যরা কোরালের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'তাকিয়ে দেখো তো একবার বাইরে,' জর্ডানের উদ্দেশে কুটিল হাসি দিয়ে বলল বেন। 'সব টাকা পড়ে আছে মাটিতে, শুধু কুড়িয়ে পকেটে ভরার অপেক্ষা!'

'যাও না, তুলে নিয়ে এসো গে',' গ্র্যান্ট এবং টেডকে চকিতে দেখে নিয়ে মুখটা তেতো গেলার মত করে বলল ক্যারি জর্ডান। 'দেরি করছ কেন?'

'এখনই যাই কি করে, বলো? ব্যবসার লাইসেন্সটা যে রিনিউ করা বাকি এখনও!' স্থূল রসিকতার চেষ্টা মাঠে মারা গেল বেনের। হাসি দূরে থাক, কেউ ফিরেও তাকাল না ওর দিকে।

ঝাড়া দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেল, আর কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ খেয়াল করল ওরা, বাইরে থেকে পাখির কিচির মিচির ভেসে আসছে। একটা ভুরু তুলে গ্র্যান্টের দিকে তাকাল টেড। 'ভাগল নাকি ব্যাটারা?'

মাথা নাড়ল টেক্সান। ভাল করে জানে সে, হুয়ানো প্রতিশোধ না নিয়ে তার এতগুলো যোদ্ধার মৃতদেহ মাড়িয়ে কিছুতেই যাবে না। ওদের সরে পড়ার সুযোগ দেবে না।

ছয়

এগিয়ে গেল সে জানালার দিকে। আঁধার চেপে বসতে শুরু করেছে। একটু পরেই ফুরিয়ে যাবে দিনের আলো।

'কি মনে হয়, গ্র্যান্ট, পালিয়েছে ওরা?' ব্যগ্রকণ্ঠে বলল জেফ।

'মনে হয় না আমার, কিন্তু সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবার একটাই রাস্তা আছে,' বলতে বলতে জানালার কপাট খুলে ফেলল টেক্সান। নিজেকে বাইরে গলিয়ে দিল খুব দ্রুত। বাধা দেবার কোন সুযোগই পেল না কেউ। চোখের পলকে কবরের মত নিস্তব্ধ রিলে স্টেশন ঘিরে থাকা কোরাল প্রাচীরের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন।

আধঘণ্টা পর, সবাইকে অজানা বিপদের আশঙ্কায় চূড়ান্ত কণ্টকিত করে ফিরে এল। নির্বিকার চিত্তে কাপড়ে লেগে থাকা ধুলো ঝাড়ল ভেতরে এসে। বাইরের খবর জানার জন্যে উদ্গ্রীব সবাই ঘিরে দাঁড়াল ওকে।

'ওরা যায়নি,' ঘোষণা করল সে। 'ওদিকের ক্রীক বেডের ওপর ঘাঁটি গেড়ে আছে। সিকি মাইলের কিছু বেশি দূরে জায়গাটা বেশি কাছে যেতে পারিনি, তবে কথাবার্তা শুনেছি। ওরা নিজেদের ওপরই খুব অসন্তুষ্ট। তিসউইন গিলছে মনের সুখে, কাল যাতে খুব ভাল করে জ্বলে উঠতে পারে।'

দুশ্চিন্তা গ্রাস করল সবাইকে। জেফ সরে গিয়ে আলতো করে নিনার একটা হাত তুলে নিল। ওকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করল। সলাজ এক

টুকরো হাসি ফুটিয়ে মুখ নিচু করল মেয়েটি—যেন ভরসা পেয়েছে।

'খুব খারাপ কথা, গ্র্যান্ট,' ভাঙা গলায় বলল বেন। 'অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এখানে বসে থাকতে পারি না আমরা।'

'আমিও তাই ভাবছি,' চিন্তিত মুখে মাথা দোলাল টেক্সান। 'পালাতে হবে আমাদের।'

বিস্মিত হলো বেন। 'পালানোর কথা ভাবছ তুমি, গ্র্যান্ট?'

'আমাকে কিন্তু ক্যাকটাসের রসে জারক হবার জন্যে পাচ্ছ না তুমি,' গম্ভীর গলায় বলল জর্ডান। 'মাথার চুল খুলির চামড়ায় আটকে রাখতে আগ্রহী আমি।' নিজের মাথায় টোকা দিল হাফব্রীড।

'তাহলে থাকতে দাও ওগুলো জায়গামত, আর বসে বসে কল্পনা করো কি কি ঘটবে এখানে,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে চলল টেক্সান। 'প্রথমে পানির মজুত ফুরিয়ে যাবে আমাদের। খাবার বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আরও মারাত্মক হবে যখন বুলেট ফুরিয়ে যাবে। ওরা এসে তখন ইঁদুরের মত ধাওয়া করে আমাদের এক এক করে পাকড়াও করবে। পিট্ তৈরি করে আগুন জ্বেলে তাতে আমাদের রোস্ট...'

গ্র্যান্ট ম্যাকলেইনের বিশ্লেষণে বাস্তবে ফিরে এল উপস্থিত প্রত্যেকে। কাঁটা দিল গায়ে। যেন অ্যাপাচিদের হাতে নিজেদের করুণ পরিণতির চলমান ছবি দেখছে।

'চুলোয় যাক্ সব!' বেন বলল। 'এমনও তো হতে পারে, ধৈর্যের পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত আমাদেরই জয় হবে!'

'আর যদি হার হয়?' জানতে চাইল টেড টার্নার। 'গ্র্যান্টের কথাই ঠিক। ওই শয়তানের চ্যালাগুলো ঠিকই বুঝতে পারছে আমরা এখানে বাক্স-বন্দী হয়ে পড়েছি। অতএব ওরা শুধু গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে আর দু'চার জনকে দিয়ে আমাদেরকে উত্যক্ত করতে থাকবে। আমার বিশ্বাস ওরা তাই করবে এবং শেষ পর্যন্ত গ্র্যান্টের কথাই ফলবে।' তার দিকে ফিরে প্রশ্ন করল সে, 'তোমার আইডিয়া কি? সফল হতে পারব

আমরা?'

'সম্ভাবনা আছে, তবে তোমার সাহায্য প্রয়োজন সে কাজে।'

'ধরে নাও পেয়ে গেছ,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল টেড।

'এতে তোমার সাহায্যও প্রয়োজন, বেন,' গালকাটার দিকে ফিরল টেক্সান। 'জানি না পাব কি না!'

'এভাবে বলছ কেন গ্র্যান্ট?' আহত হবার ভান করল হাফব্রীড।

কথা না বাড়িয়ে অ্যাপাচি অবস্থানের ওপর নজর বোলাবার সময় যে আইডিয়া মাথায় ভর করেছে, সেটাকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিল গ্র্যান্ট। অ্যাপাচিরা রাতে লড়াই করে না, জানে ও। কারণ তাদের বিশ্বাস অন্ধকারে মৃতদের আত্মা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কোন কারণে শান্তি নষ্ট হলে ওরা খেপে যাবে। অমঙ্গল ঘটবে অ্যাপাচিদের।

'যদি কয়েকটা ভূত ওদের মধ্যে ছেড়ে দেয়া যায়, তাহলে বাপের নাম ভুলে খিঁচে পালাবে সব, এবং আমরা সরে পড়ার একটা সুযোগ পেয়ে যাব,' ব্যাখ্যা করল গ্র্যান্ট।

'বড় ঝুঁকি থাকবে কাজটায়, বাওয়া!' সন্দেহ মন্তব্য করল বৃদ্ধ প্রসপেক্টর।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ও। 'জানি। কিন্তু আর কোন উপায়ও দেখছি না।'

'ধরো তোমার আইডিয়া খেটে গেল,' আলোচনায় যোগ দিল জেফ। 'কিন্তু পরে যখন ওরা বুঝবে ধোঁকা দেয়া হয়েছে ওদের, আমরা কেটে পড়েছি, তখন ওরা তাড়া করবে না?'

'অবশ্যই করবে! সে জন্যেই সোজাসুজি ভ্যালি পার হয়ে টাকসানের দিকে না গিয়ে আমরা মরুভূমিতে ঢুকে পড়ব, উল্টো দিকে যাব।'

'মরুভূমি!' আর্তনাদ করে উঠল বেন। 'কিসের জন্যে মরুভূমি পাড়ি

দিতে যাব আমরা?'

'কারণ, অতটা ঘুরপথে যেতে পারি আমরা এটা প্রথমে মাথায়ই খেলবে না ওদের। যদি কৌশলটা কাজে লাগে, তাহলে ওরা আমাদের নাগাল পাবার আগেই ফোর্ট কোচিসের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারব। আর্মি পেট্রলের ভয়ে ওরা ওখানে যেতে সাহস করবে না, পিছিয়ে আসতে বাধ্য হবে।'

'অনেকগুলো "যদি" থাকছে এতে!' টেড মন্তব্য করল।

'স্বীকার করি। কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে ভাল কিছু হবার চান্স নেই। সে ক্ষেত্রে হয়তো...'

'এই প্রচণ্ড গরমে মরুভূমি পাড়ি দেয়ার চিন্তা করা আহাম্মকি, আমি বাপু ওতে নেই বলে দিচ্ছি,' দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে বলল বেন।

'মাথায় গুলি ঢুকলেও খুব গরম লাগবে, বেন!' রেগে উঠল প্রসপেক্টর। 'যদি ভেবে থাকো এখানে পড়ে থাকলে ফেরেশতা এসে তোমাকে কোলে করে পার করে দেবে ওই ন্যাংটো শয়তানগুলোর চোখ ফাঁকি দিয়ে, তাহলে ঈশ্বর না করুক, তোমার কপালে সেটাই জুটবে।'

'ভেবে ঠিক করো তুমি কি করবে,' শান্তভাবে বলল গ্র্যান্ট। 'ইন্যুন-বেইট হবার জন্যে এখানে পড়ে থাকবে, না ওরা যেমন আশা করবে সে পথেই যাবে। দুটোর কোনটাই কিন্তু তোমার মূল্যবান মাথা বাঁচাতে পারবে না,' শেষের খোঁচাটুকু ইচ্ছে করেই মারল গ্র্যান্ট।

'আমাদের সরে যাবার ব্যবস্থা কেমন হবে, গ্র্যান্ট?' বিরক্তিকর বিতর্কের সমাপ্তি ঘটাতে নতুন প্রসঙ্গ তুলল জেফ কার্থ।

মুচকি হেসে ওর দিকে তাকাল টেক্সান। 'ব্যাটারা যখন চোখের সামনে জলজ্যান্ত ভূত দেখতে পাবে, তখন জ্ঞানশূন্য হয়ে দিগ্বিদিক ছুট লাগাবে। তোমরা তৈরি থাকবে এদিকে, ব্যাটাদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেলে সোজা দক্ষিণে ছুট লাগাবে। আমরা কাজ সেরে জোরে

ছুটে ধরে ফেলব তোমাদের। দেখো, তখন আবার ভুল করে গুলি চালিয়ে বোসো না যেন, জর্ডান।' কঠোর শোনাল এবার কাউপাঞ্চারের কণ্ঠ। 'মনে রেখো, রাতের বেলা বহুদূর থেকে গুলির শব্দ শোনা যাবে। আর অ্যাপাচিদের শ্রবণশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ!'

জেফ কিছু ভাবল। 'ভূত কোত্থেকে আসছে? নিশ্চয়ই...'

'ঠিক ধরেছ,' থামিয়ে দিল ওকে গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। 'কিছু খাবার আর যতটা সম্ভব পানি সাথে নিয়ে নেবে তোমরা। চিৎকার শোনার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়বে।' একটু থেমে সবার ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে দৃঢ়ভাবে বলল, 'যদি গুলির শব্দ কানে আসে, ঘাবড়ে যেয়ো না। সেক্ষেত্রে বুঝবে আমাদের চালাকি মাঠে মারা গেছে, আমরা ধরা পড়ে গেছি। তখন যা ভাল বুঝবে তাই করবে তোমরা। আমাদের পরিণতির কথা ভাবতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে না।'

রক্ত পিপাসু অ্যাপাচিদের হাতে নিজেদের মৃত্যু সম্ভাবনাকে ওরা দু'জন এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে মেনে নিচ্ছে দেখে এমনকি স্বল্পবুদ্ধির মানুষ রেনারের মধ্যেও গ্র্যান্ট ও টেড টার্নারের জন্যে শ্রদ্ধা জাগল। অবাক হয়ে সরল মনে প্রশ্ন করল সে, 'এতবড় ঝুঁকি তোমরা শুধু আমাদের জন্যেই নেবে?'

'এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না, রেনার,' মৃদু হেসে বলল গ্র্যান্ট। 'একেবারে কোন পথ না পেলেই শুধু ধরা পড়ার ব্যাপারটা ঘটতে পারে।' এরপর আবার গম্ভীর হয়ে গেল। জেফের দিকে ফিরে কঠিন কণ্ঠে বলল, 'মেয়েটির ব্যাপারে আমি পুরোপুরি তোমাকেই দায়ী করব।'

মানুষটার অন্তর কত বড়, বুঝতে পেরে মনে মনে তার প্রতি নত হলো সে। বলল, 'কোন দুশ্চিন্তা কোরো না তুমি, গ্র্যান্ট।' বাকিটুকু বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার দায়িত্বে নিরাপদেই থাকবে সে।' ওদের আশ্বস্ত করে জর্ডানের দিকে কড়া চোখে তাকাল যুবক। সাথে

সাথে মুখটা অন্ধকার করে ফেলল হাফব্রীড।

'বেন!' ঘুরে দাঁড়াল গ্র্যান্ট। 'ওদের ভাগানোর কাজে সফল হলে ফিরে এসেই দ্রুত সরে পড়তে হবে আমাদের। ঘোড়া খুঁজে বের করার মত যথেষ্ট সময় তখন থাকবে না হাতে, বুঝেছ তুমি?'

নড় করল বেন। 'বুঝেছি।' আড়চোখে ওকে দেখল গালকাটা। 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করা যায় কি না ভাবছ?'

গ্র্যান্ট উত্তর দিতে যেতেই সরলমতি রেনার জোরপায়ে এসে দাঁড়াল বেনের সামনে। ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। 'হেল্, বেন! অ্যাপাচি অঞ্চলে তুমি নিশ্চই কোন সাদা মানুষকে পায়ে হেঁটে চলতে বাধ্য করবে না। বিশেষ করে তাকে, যে অন্যদের সাথে তোমার জন্যেও নিজের জীবনের ঝুঁকি নেয়, কি বলো?'

বেনের চেহারায় ক্ষণে ক্ষণে নানান ভাব খেলে যাচ্ছে। পরিস্থিতি ওর হাতে যে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে, তা বেশ উপভোগ করছে লোকটা।

'এখানে কে আছে যে বেনকে ঠেকাতে পারে?' রেনারকে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল জর্ডান। হঠাৎ করেই ঘরের পরিবেশ পাল্টে দিল লোকটা।

বাতাস পেয়ে ফুলে গেল বেন। ওদিকে উজবুক জর্ডানের নিজেকে খুব বাহাদুর মনে হতে লাগল। ভাবছে, গ্র্যান্ট আর বুড়ো না থাকলে ওদের আর পায় কে! নিজেরা কেটে পড়ার আগে ওদের ঘোড়া দুটোকে ভাগিয়ে দিলে আপদ দুটো আপনাআপনি বাদ হয়ে যাবে—একটা সুযোগ এসে যাবে সেক্ষেত্রে পুরস্কারটা একা হজম করার। কষ্ট কল্পনায় ভেতরটা ফুরফুরে হয়ে উঠতে না উঠতেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেল হাফব্রীড।

'আমি আছি ওকে ঠেকাতে,' আচমকা বলে উঠল জেফ কার্থ।

ঘুরে তাকে দেখল বেন। মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। 'কি মনে করো তুমি, আমার আর জর্ডানের সাথে লেগে পার পাবে?'

'চেষ্টা করে দেখব।'

রেনার এগিয়ে এসে দাঁড়াল জর্ডানের সামনে। 'তোমরা তেমন কিছু করতে গেলে জেফের পাশে আমাকেও দেখতে পাবে,' গরগর করে উঠল দানব।

ধৈর্য হারাল বেন। চিৎকার করে উঠল, 'মাথা মোটা ষাঁড়!' পরক্ষণে রেনারকে লক্ষ্য করে লাফ দিল। নড়ল না দানব। শুধু বাঁ হাতটা মুঠো পাকিয়ে বাড়িয়ে ধরল। উড়ে আসা বেনের চোয়ালের মাঝামাঝি ঠিকানা পেল ওটা। ছিটকে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল স্কাল্পহান্টার।

আঙুলের গিঁট ডলতে ডলতে তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল রেনার। 'বেন! আর দরকার আছে?'

ভয় পেয়ে চোয়াল ডলতে ডলতে সরে গেল সে কয়েক ফুট।

ঝামেলা দেখে দ্রুত এক পা এগোল জর্ডান। 'না না! শান্ত হও, রেনার। আ-আমি তো শুধু ইয়ার্কি...'

'হয়ে গেল?' তাকে শেষ করতে দিল না রেনার। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কেমন মানুষ তুমি, অ্যাঁ? বেনকে উস্কে দিলে। যেই ও মাটিতে পড়ল অমনি ভোল পাল্টে ফেললে?'

জবাব না দিয়ে অন্যদের দেখল জর্ডান। দু'চোখে ঘৃণা নিয়ে তাকে দেখছে সবাই। শেষে জেফকে দেখিয়ে নিনাকে বলল, 'শোনো, ওকে একটু বোঝাও। কোন খারাপ উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলিনি আমি। স্রেফ একটু মজা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বেন বুঝতে না পেরে ঝামেলা বাধিয়ে বসেছে। তুমি অন্তত বিশ্বাস করো, অতটা জঘন্য প্রকৃতির মানুষ আমি নই।'

'আমার ধারণা তুমি সীমাহীন জঘন্য মানুষ,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল নিনা। 'তুমি একটা মহা মিথ্যেবাদী, খুনী এবং ঝামেলাবাজ লোক।'

কথাগুলোর ওজনে বোধশক্তি হারিয়ে বসল জর্ডান। পরিণাম চিন্তা না করেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বসল। 'কি বললে! তু-তু...' প্রচণ্ড রাগে তোতলাচ্ছে। চড় মারবার জন্যে হাত তুলে নিনার দিকে দু'পা

এগিয়ে যেতেই একলাফে ওর সামনে এসে দাঁড়াল গ্র্যান্ট। সিক্সগান শোভা পাচ্ছে ডান হাতে। হাফব্রীডের ফুসফুস লক্ষ্য করে লোলুপ দৃষ্টিতে স্থির হয়ে রয়েছে ওটার ব্যারেল।

'হাতটা যদি আর একচুলও নড়েছে, তোমার খব্বিস্ চেহারাটা থেঁতলে ভর্তা বানিয়ে ফেলব, খেঁকি কুত্তা কোথাকার!'

ওর দৃষ্টিতে নিজের মৃত্যুর ছবি দেখতে ভুল করল না ক্যারি জর্ডান। হাত নামিয়ে নিয়ে কোনমতে মিনমিন করে বলল, 'আ-আমি দুঃখিত। রাগে মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার, মাফ করে দাও। আর কখনও হবে না এরকম।'

'যে কোন সময় বিপদে পড়ে যাবে তুমি এই রাগের কারণে,' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল গ্র্যান্ট। পিছিয়ে গেল। অস্ত্র হোলস্টারে পুরল। 'যে যার কাজে লেগে পড়ো সবাই। হাতে নষ্ট করার মত সময় নেই।'

লাথি খাওয়া নেড়ি কুকুরের মত কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল জর্ডান। কোনমতে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রচণ্ড রাগ-অপমানবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ভেতরে। এর একটা বিহিত করতেই হবে, ভাবছে সে। সব ব্যাটাকে সময়মত যার যার পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। আর দেমাগী মেয়েটার অবস্থা এমন করে ছাড়বে সে, যাতে ওর পা ধরে দিনরাত করুণা ভিক্ষা করতে বাধ্য হয় ও। প্রতিশোধ গ্রহণের এক একটা ছবি দেখছে সে বিক্ষুব্ধ মনে। ঘরের আর কোনদিকে নজর নেই।

ওদিকে নিজেদের কাজে লেগে পড়েছে গ্র্যান্ট ও টার্নার। দুটো স্যাডলব্ল্যাঙ্কেটের মাঝ বরাবর মাথা ঢুকানোর মত বড় একটা করে ফুটো করে তার মধ্যে মাথা গলিয়ে দিল দু'জনে। হাঁটুর নিচের খানিকটা বাদে দেহের আর সব ঢাকা পড়ে গেল। আজব আকৃতি পেল ওরা দু'জন। মেঝেতে ধুলোর পুরু স্তরে খানিকটা পানি ঢেলে কাদা তৈরি করল।

তাই দিয়ে নিজেদের হাত-মুখে ভাল করে মাখিয়ে নিল।

পায়ের বুট খুলে একটা করে সিক্সগান গুঁজে নিল কোমরে। বাকি অস্ত্রগুলো একপাশে রেখে গ্র্যান্ট অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জেফের দিকে। সরে এসে ওগুলোর পাশে দাঁড়াল যুবক। 'এগুলো যাতে তোমাদের স্যাডলহর্নের সাথে বাঁধা থাকে, সেটা আমি দেখব।'

নিজেদের প্রস্তুতি দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো গ্র্যান্ট। বেরিয়ে পড়ল স্টেশন ছেড়ে। কোরালের পাশ দিয়ে এসে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল চারদিক। কোথাও কেউ নেই। অবশ্য এসময়ে গ্র্যান্ট কাউকে আশাও করেনি। দূর থেকে ড্রামের হালকা শব্দ কানে এল। অন্ধকারে ওর কাদা মাখা মুখের ওপর চোখ দুটো ফ্যাকাসে হয়ে জ্বলছে। আকাশের পটভূমিতে কম্বল জড়ানো টেডকে দেখাচ্ছে প্রকাণ্ড এক পায়ে হাঁটা বাদুড়ের মত। হাত-দেহ নেই। আছে শুধু কাদামাখা ভৌতিক একটা চেহারা, দুটো পা, আর আজব কাঠামো।

ক্রীকের যেখানটায় অ্যাপাচিদের ক্যাম্পের আলো দেখা যাচ্ছে, সেদিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা অন্ধকারে।

আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে আছে নেশাগ্রস্ত অ্যাপাচিরা, ওদের মেডিসিনম্যান বা শামানের ধীরলয় ড্রামের তালে তালে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সুর মেলাচ্ছে। নেশা চেপে বসায় চোখ মেলে রাখতে পারছে না কেউ।

ওদের চল্লিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে থামল ম্যাকলেইন। বৃদ্ধের বাহুতে খোঁচা মেরে তাকে ডান দিকে সরে যেতে ইশারা করল। নিজে চলল বাঁ দিকে। খুব সাবধানে এগোতে এগোতে দু'দিক থেকে আগুনের আভার অনেক কাছে চলে এল ওরা হামাগুড়ি দিয়ে। একেবারে নিঃশব্দে, মরু ইঁদুরের মত এগোচ্ছে বৃদ্ধ প্রসপেক্টর। ভয়ের কোন চিহ্নই নেই তার মধ্যে। বরং এ কাজে গ্র্যান্টের চাইতেও বেশি উৎসাহী মনে হচ্ছে তাকে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল ওরা দু'দিক থেকে। আগুন থেকে বড়জোর বিশ

ফুট দূরে পৌঁছে থামল।

পরিকল্পনামত মনে মনে একশো পর্যন্ত গুনল গ্র্যান্ট, শ্বাস টেনে বাতাসে পূর্ণ করে নিল ফুসফুস, তারপর সন্তর্পণে হাঁটুতে ভর করে দাঁড়াল। আচমকা বিকট শব্দে নাক দিয়ে সবটুকু বাতাস একসাথে ছেড়ে দিল ও। ওদিকে একই সাথে টেডও মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, একই কাণ্ড সে-ও করল।

যেন হাজার ভোল্টের শক খেয়েছে, এমনভাবে ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠল মানুষগুলো। চোখের সামনেই জলজ্যান্ত দু'দুটো ভূত দেখে ভয়ের চোটে চোখ টিপে বন্ধ করে ফেলল। এক মুহূর্ত জমে দাঁড়িয়ে থাকল সবাই, হাতের অস্ত্র খসে পড়ে গেল। গলা দিয়ে গাঁ-গাঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে, হাঁটু স্থির রাখতে পারছে না।

এই সময় ভূত দুটো করুণ সুরে নাক দিয়ে উঁচু লয়ে বিলাপ শুরু করে দিল। মুহূর্তে হুলস্থুল বেধে গেল। বিজ্ঞ শামান চিৎকার করে উঠল, 'মৃত আত্মা! ওরা মৃত আত্মা! ওদের শান্তি ভঙ্গ হয়েছে!'

সায় দিয়ে গুঙিয়ে উঠল গ্র্যান্ট। টার্নার দু'হাত মেলে বাদুড়ের ডানার মত কম্বলটা সামনে পেছনে দোলাতে শুরু করল, যেন অশরীরী আত্মা নাচছে।

চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলো। পড়িমড়ি করে অন্ধের মত যে যেদিকে পারল ছুট লাগাল অ্যাপাচিরা। জিনিসপত্রের কথা একেবারেই ভুলে গেল। ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে সময় নষ্ট করার মত বোকামি করতেও রাজি হলো না সবাই। যারা ঘোড়ায় চড়ার মত বোকামি করেই ফেলেছে, তারা চাবুক দিয়ে পাগলের মত পিটিয়ে চলেছে পশুগুলোকে। অন্যদের পায়ে যেন রাতারাতি পাখা গজিয়ে গেছে। মহা চিৎকার জুড়ে চোখ কান বুজে দিশেহারা হয়ে ছুটছে ওরা অশান্ত আত্মার রোষ থেকে বাঁচতে। হুয়ানোকে কোথাও দেখা গেল না।

অন্ধকার থেকে শামানের চিৎকার ভেসে আসতে শুনল ওরা,

'সাদাদের হাতে মার খাবার শাস্তি দিতে এসেছে মহান আত্মারা। ওই যে, ওদিকে আরও দু'জনকে দেখা যাচ্ছে, ভাগো—!'

দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে গেল অ্যাপাচি ক্যাম্প। নীরব হাসিতে ভেঙে পড়ল টেড এবং গ্র্যান্ট। হেঁচকি সামলে কোনমতে মন্তব্য করল টের্নান, 'ব্যাটারা ভেবেছে ওদের শেষ সময় উপস্থিত। ভাগ্য এ পর্যন্ত ভালই সাহায্য করেছে আমাদের। এখন চলো, হতচ্ছাড়াগুলো সাহস উদ্ধার করে ফিরে আসার আগেই কেটে পড়ি।'

ফিরে এল ওরা স্টেশনে। একটা খুঁটির সাথে নিজেদের ঘোড়া দুটো বাঁধা দেখতে পেল। স্যাডল প্রস্তুত। চড়ে বসে ছুটল দু'জনে দক্ষিণে।

ঝড়ের গতিতে মিনিট কুড়ি ছোটার পর একটা বাঁকের কাছে পাথর এবং ঝোপের আড়ালে রাইফেল উঁচিয়ে অপেক্ষারত জেফদের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

'থামো! ওরা গ্র্যান্ট আর টেড, রাইফেল নামাও সবাই।' অন্ধকারের মধ্যে থেকে জেফের দৃঢ় আওয়াজ ভেসে এল। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ম্যাকলেইন। জেফ না থাকলে শয়তান জর্ডান আর বেন অ্যাপাচিদের কানে শব্দ পৌঁছার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গুলি চালাবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করত না। অপেক্ষমাণ দলের পাশে গিয়ে লাগাম টানল ওরা।

'ওরা ব্যাপার বুঝে ফেলার আগে কিছুটা সময় পাওয়া যাবে,' বলল গ্র্যান্ট। 'এরমধ্যে যতদূর সম্ভব ভাগতে হবে আমাদের। চলো সবাই!'

এক লাফে স্যাডলে চড়ে বসল জেফ। 'চলো! যত জোরে সম্ভব ছোটো। এই সুযোগে বেশ বড় একটা ব্যবধান…'

'দাঁড়াও!' বৃদ্ধ প্রসপেক্টরের কর্কশ কণ্ঠ শুনে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে একযোগে ঘুরে তাকাল সবাই।

'তোমার আবার কি হলো?' বিরক্তির সাথে বলল হাফব্রীড। 'আর দেরি করার সময় নেই।'

'যথেষ্ট সময় আছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল টেড। 'আগেই বলেছি আমি

তোমাদের সাথে থাকব না। সেটা বরং এখান থেকেই হোক। আমি আমার পথ ধরি, তোমরা তোমাদের পথে যাও।'

'একা একা খুব বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ তুমি, টার্নার,' তাকে সতর্ক করল গ্র্যান্ট।

'মনে করে দেখো, আমি একাই প্রসপেক্টিং করছিলাম এ এলাকায়। তোমরাই তোমাদের লাল চামড়ার ইয়ারগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ এখানে। ওরা তোমাদেরকেই চায়। আমার মত একটা বুড়ো হাবড়ার সাথে ওদের কোন শত্রুতা নেই। আমি মনে করি তোমাদের সাথে না থাকাই বরং আমার জন্যে ভাল হবে।'

স্পার দাবিয়ে নিজের ঘোড়া সামনে নিয়ে এল বেন। 'কি বলছ এসব...'

'যা বলছি তা নিশ্চই শুনেছ তুমি,' কঠিন গলায় বলল টেড। 'যদি আমার আইডিয়া তোমার পছন্দ না হয়, ওয়েল...' স্যাডলের ওপর একটু কাত হয়ে বসল বৃদ্ধ। পুরানো মডেলের ভারী শার্প রাইফেলটা দেখা দিল হাতে। ওটা তাক্ করে আছে সে বেনের দিকে।

ভুরু কুঁচকে বিভ্রান্ত গ্র্যান্ট ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করছে বৃদ্ধের খাপছাড়া আচরণের। 'তোমার এমন সিদ্ধান্তের জন্যে আমি দুঃখিত, টেড। যে অবস্থা তাতে তোমার সাহায্য পেলে আমি খুশি হতাম। যা হোক, তোমার হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের কারণ তুমিই জানো। তোমাকে বাধা দেব না আমি। সব কিছুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। আবার হয়তো কোনদিন দেখা হবে তোমার সাথে। অ্যাডিয়োস—ওল্ড টাইমার।'

'তোমাকেও ধন্যবাদ। ভেব না, আমি নিরাপদেই থাকব। অ্যাডিয়োস, গ্র্যান্ট! তুমি তোমার পেছন দিক লক্ষ রেখো।'

'অবশ্যই!' মৃদু হেসে দৃঢ় কণ্ঠে বলল গ্র্যান্ট। ঘোড়া ঘুরিয়ে দলের পেছন পেছন রওনা হয়ে গেল। সামনে জর্ডান, দু'পাশে বেন ও রেনার। মাঝখানে পাশাপাশি চলছে জেফ আর নিনা। খানিকটা এগিয়ে পেছন

ফিরে তাকাল টেক্সান। টেড তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। হাত নাড়ল গ্র্যান্ট।

সামনে ফিরে গতি বাড়ানোর ইঙ্গিত করল। টেড টার্নারের না আসার কারণ নিয়ে ভেবে কোন কুল কিনারা করতে পারছে না ও। লোকটা সাথে থাকলে অনেক বেশি নিশ্চিন্তে থাকতে পারত গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। এল না কেন, কে জানে!

একটানা চলছে দলটা। একসময় রেনারের পাশে চলে এল গ্র্যান্ট। স্যাডলে ওর দিকে পাশ ফিরে প্রশ্ন করল রেনার, 'আমরা কি ওদের নাগালের বাইরে আসতে পেরেছি, গ্র্যান্ট?'

'বলা কঠিন। অ্যাপাচিরা বুদ্ধু না। আমাদের চালাকি বুঝে নিতে দেরি হবে না ওদের। প্রার্থনা করছি, আমাদের এ পথে আসার ব্যাপারটা প্রথমেই যেন হুয়ানোর মাথায় না খেলে। আমাদের ট্রেইলের খোঁজ পাবার আগে যেন প্রচুর সময় নষ্ট হয় ওদের।'

'ওরা ট্রেইল খুঁজে পাবে মনে হয় তোমার?'

শ্রাগ করল গ্র্যান্ট। আসলে তার চেয়েও বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়। মরুভূমি পাড়ি দেবার সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে ভাবছে। সেসব সামাল দিয়ে যদি কোন মতে সান পেদ্রিতো ভ্যালি পার হওয়া যায়, তাহলে ফোর্ট কোচিসের ক্যাভালরি পেট্রলের আওতায় পৌঁছে যাবে ওরা। অ্যাপাচিদের হাত এড়ানো তখন অনেক সহজ হবে। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার সময় এই সম্ভাবনার কথাটা বরাবর মাথায় রেখেছিল টেক্সান।

সাত

সারারাত ধরে একটানা চলল ওরা। সূর্য ওঠারও প্রায় ঘন্টা তিনেক পর দূরে মরুভূমি দেখতে পেল গ্র্যান্ট। হাত তুলে সেদিকে ইঙ্গিত করল।

'ওই যে, দেখা যাচ্ছে মরুভূমি। এখন থেকে সামনের সবটা পথ শুধু গরম আর গরম।'

নীরব রইল সবাই। সামনের কঠিন কষ্টের কথা ভাবছে। এখনই এত গরম, পরে কি ঘটবে কে জানে!

ঘোড়া নিয়ে গ্র্যান্টের পাশে চলে এল জেফ। পাশ থেকে টেক্সানের চেহারা পড়ার চেষ্টা করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি কি টানা পাড়ি দেবার কথা ভাবছ, গ্র্যান্ট? মিস ডেভিস কিন্তু এইটুকুতেই যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছে!'

'এই মরুভূমির আকার আকৃতির ব্যাপারে তোমার পুরোপুরি ধারণা না থাকার কারণেই বেশি ঘাবড়ে গেছ তুমি। এটা অনেকটা ইংরেজি ইউ-র মত।' শান্তভাবে যুবককে বোঝাচ্ছে গ্র্যান্ট। 'কোন কোন পয়েন্টে ষাট-সত্তর মাইল চওড়া। কিন্তু ইউ-র নিচের বাঁকা অংশের কাছাকাছি জায়গাটা ত্রিশ মাইলের বেশি হবে না। সেখান দিয়েই পাড়ি দেব আমরা। তারপর কিছু এলাকা পার হতে হবে যেখানকার আকৃতি অনেকটা গালি এবং হগব্যাকের মত। প্রয়োজনে লুকিয়ে পড়ার চমৎকার জায়গা সেটা। অবশ্য আমার ধারণা সে সবের প্রয়োজন হবে না। 'প্যাচিরা যদি ধরে নেয় আমরা সোজা রাস্তায় টাকসানের দিকে যাচ্ছি,

তাহলে পথে কোন ঝামেলা হবে না। নিরাপদেই মরুভূমি পার হয়ে ফোর্ট কোচিস পৌছে যেতে পারব আমরা। তখন যদি ওরা আমাদের দেখেও ফেলে, গুলি চালাতে সাহস করবে না, কারণ গুলির শব্দে সো'জার বয়রা কি ঘটছে দেখার জন্যে নাক বাড়িয়ে দিতে পারে।'

'চমৎকার!' আশ্বস্ত হলো জেফ। 'অবশ্য বেনকে নিয়ে শেষ দিকে সমস্যা হতে পারে। ফোর্ট কোচিসে ও চেহারা দেখাতে চাইবে না।'

'আমার তা মনে হয় না। ওর জন্যে যে রাস্তা খুব বেশি খোলা নেই, সেটা না বোঝার মত বোকা নয় লোকটা। কাজেই ও যাবে।'

কিছু সময় নীরবে চলার পর আবার মুখ খুলল যুবক। দ্বিধার সাথে মন্তব্য করল, 'ভাবছি তোমার পরিকল্পনার কোন জায়গায় যদি গিঁঠ লেগে যায়, তাহলে মিস ডেভিস সত্যি সত্যি খুব অসুবিধায় পড়ে যাবে।'

মুচকে হেসে বলল গ্র্যান্ট, 'ভেব না, আমি সতর্ক থাকব যাতে কোন ঝামেলায় না পড়তে হয়। বিশেষ করে জর্ডান আর বেনের ব্যাপারে অবশ্যই সাবধান থাকব আমি। পুরস্কারের টাকার প্রয়োজন নেই আমার। তাছাড়া ওই ফালতু জিনিসের জন্যেও এই ঝামেলার মধ্যে জড়াইনি আমি।'

'সে কথা তুমি ওদের জানিয়ে দিচ্ছ না কেন তাহলে?' পরক্ষণেই ঘাড় নাড়ল ও আপনমনে। 'অবশ্য ওরা সে কথা বিশ্বাসও করবে না।'

'ঠিকই ধরেছ তুমি।'

মাথা ঝাঁকাল যুবক। বলল, 'যাত্রা নিরাপদ করার জন্যে তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করব আমি, গ্র্যান্ট। এই বদমাশগুলো সবসময় তোমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। ওদেরকে খুব ভাল করে চিনেছি আমি।'

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে ফিরে গেল সে নিনার পাশে। ওকে ফিরতে দেখে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটি।

এদিকে বেনের সাথে নিজের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছে ক্যারি জর্ডান। ফোর্ট কোচিসে যখন যাবার কথা

জানাল গ্র্যান্ট, তখন থেকেই নিজের পরিকল্পনা মেজে-ঘষে পোক্ত করার কাজে মন দিয়েছিল সে। মিলিটারির ধারে কাছে যাবার কোনরকম ইচ্ছে নেই তার। কারণ অতীতের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহী হতে পারে তারা। একই কারণে বেনও ওদের মুখ দেখাতে সাহস করবে না।

'মরুভূমি পার হলেই কিন্তু আমরা তলিয়ে যাব,' সঙ্গীকে বলল জর্ডান। 'আমাদের অসুবিধা আছে জেনেই ও ব্যাটা ফোর্ট কোচিস যেতে চাইছে, কেননা টাকার ভাগ ও আমাদের দেবে না। কিন্তু তা মেনে নেয়ার ইচ্ছে আমার নেই।'

'কি ভাবে ঠেকাবে ভাবছ?' বেন প্রশ্ন করল।

'ভেব না, আইডিয়া ঠিক করেই রেখেছি,' হিসিয়ে উঠল জর্ডান। ঘাড় ফিরিয়ে রেনার দূরে আছে দেখে নিয়ে আবার বলল, 'ওই দেহসর্বস্ব ষাঁড়টার ব্যবস্থাও করতে হবে। আমাদের ব্যাপারে নাক গলানোর পরিণতি কি, ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে ব্যাটাকে।'

সশব্দে শ্বাস টানল গালকাটা। 'ধরো রেনার আর গ্র্যান্টের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে গেলাম আমরা, তারপর?'

'রুট বদলে নেব আমরা দু'জন,' মতলববাজ মার্কা হাসি দিল বেন। 'সরে যাব পশ্চিমে, সোজা গিয়ে উঠব...'

'ওয়াইল্ডারনেস!' ঢোক গিলল বেন। 'মাই গড, অ'কোর্স! তুমি একটা জিনিয়াস, জর্ডান। ওয়াইল্ডারনেস! শেরিফ নেই, আইন নেই, কেউ নাক গলাবার নেই, চমৎকার! মৌজে থাকব আমরা। বুড়ো মার্ক ডেভিস এসে হাত কচলাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। পাওনা মিটিয়ে দেবে আমাদের।' কোনমতে দিবাস্বপ্নের কবল থেকে বের হলো সে।

পশ্চিমের আউটলদের অভয়ারণ্য ওয়াইল্ডারনেস। ফেডারেল বা টেরিটোরিয়াল, সব আইনই ওখানে অচল। আউটলরা নিজেরাই সেখানকার শান্তি রক্ষা করে। তারা জানে ওখানকার শান্তি বিঘ্নিত করার

একটাই শাস্তি, মৃত্যু।

'একবার ওখানে পৌছতে পারলে জেফকে দিয়ে খবর পাঠাতে হবে মেয়েটির বাবাকে—অবশ্য যদি ওয়াইল্ডারনেস পৌছানো পর্যন্ত বেঁচে থাকে ও,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল হাফব্রীড।

শেষের কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পেরে চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল বেনের।

'গ্র্যান্টের সাথে পেরে ওঠা সহজ ব্যাপার হবে না,' সাবধান করল সে। 'গান ফাইটে মারাত্মক ফাস্ট ও।'

'ঠিক,' ধূর্ত হাসি ঝুলিয়ে বলল জর্ডান। 'কাজেই আগে আমরা ওর গানের ব্যবস্থা করব, তারপর দেখব বাছাধন কতক্ষণ টেঁকে।'

'কি ভাবে করবে কাজটা?'

'আমি নই, কাজটা সারবে রেনার!'

'রেনার?' প্রায় চিৎকার করে উঠল বেন। 'ও তো গ্র্যান্টের পক্ষ নিয়ে বসে আছে!'

'থাকুক। তবু সেই করবে কাজটা।' নিশ্চিন্ত করতে চাইল সে বেনকে, 'ওই বিষয়টা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

কয়েক মিনিট পর বেশ সন্তুষ্ট মনে সরে গেল বেন নিজের জায়গায়। সবার আগে চলতে চলতে জর্ডান ভাবছে ওর পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে। ঘটনা যে দিকেই যাক না কেন, মেয়েটিকে সম্পূ নিজের দখলে রাখবে সে। ঔদ্ধত্যের পরিণতি ভাল করে বোঝাবে হারা জাদী ছুঁড়িকে। জনমের শিক্ষা দেবে, তারপর বাপের কাছে ফিরিয়ে দেবে। তার আগে কিছুতেই নয়।

রাতে বিশ্রামের জন্যে থামল ওরা। সারাদিন রোদে পথ চলতে প্রচণ্ড ধকল গিয়েছে সবার ওপর দিয়ে। আগামীকাল মূল মরুভূমি পাড়ি দেবার পালা। কাজেই পানির কড়া রেশনিং চালু করে দিল গ্র্যান্ট। সন্তুষ্ট হলো ক্যারি জর্ডান। এরকমটাই হিসেব করে রেখেছিল সে। সাবধানতার

জন্যে আগুন জ্বালল না ওরা। অন্ধকারে খাবার জন্যে ঠাণ্ডা মাংস প্রস্তুত করা হলো।

সুযোগ বুঝে রেনারের প্লেটে ইচ্ছেমত লবণ ঢেলে দিল হাফব্রীড। যদিও এমনিতেই প্রচুর লবণ মেশানো ছিল মাংসে। এত লবণ খেলে ভোর নাগাদ এক সাগর পানির পিপাসা পাবে দানবটার, জানে সে। নিজের কম্বলের নিচে খুব আরাম করে শুলো সন্তুষ্ট জর্ডান। মুখে তৃপ্তির হাসি।

কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে জেগে উঠল সবাই। সূর্য উঠতে তখনও যথেষ্ট দেরি আছে। এক ফাঁকে পানির রেশনিং নিয়ে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল জর্ডান সবাইকে শুনিয়ে।

'মরুভূমি পার হবার জন্যে আমাদের এখন প্রতি ফোঁটা পানি জমিয়ে রাখতে হবে,' তাকে বোঝাল গ্র্যান্ট। 'ঘোড়াগুলোরও পানি প্রয়োজন। আমাদেরও। আমার মত তুমিও সেটা ভাল করে জানো। কাজেই নিজেকে সামলাও।'

জর্ডানের ইঙ্গিত পেয়ে বেনও কোরাস ধরল তার সাথে। 'পানি তো প্রচুর আছে। কমপক্ষে আর এক কাপ করে তো খেতে পারি আমরা।'

'এক ফোঁটাও নয়!' কড়া গলায় বলল গ্র্যান্ট। 'এবং এটাই ফাইনাল।'

'তোমার অল্পে চলতে পারে গ্র্যান্ট,' টেনে টেনে বলল জর্ডান। 'কিন্তু বেচারী রেনারের কি হবে? আমাদের সবার চাইতে ওর দরকার বেশি।'

'সত্যি।' সায় দিল রেনার। 'অসম্ভব পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমার, সত্যি বলছি।'

'দুঃখিত, রেনার,' মাথা ঝাঁকাল গ্র্যান্ট। 'সবার জন্যেই এক ব্যবস্থা।'

'আহ্, একে অন্তত কিছুটা ছাড় দাও, গ্র্যান্ট,' লোকটাকে উস্‌কে দেয়ার জন্যে বলল জর্ডান। তার মধ্যে লবণের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে দেখে পুলকিত।

'যাও রেনার, দু'এক চুমুক পানি খেয়ে নাও গে'।'

'নিশ্চই! খানিকটা পানি না খেলে আর চলছে না আমার,' উঠে দাঁড়াতে গেল রেনার।

'না, রেনার! বোকামি কোরো না।'

গ্র্যান্টের হুঁশিয়ারি গ্রাহ্য করল না দানব, দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আহ্-হা,' প্রতিবাদ করল বেন। 'এক কাপই তো মোটে!'

'যাও, যাও!' উৎসাহ দিল ক্যারি জর্ডান। পরমুহূর্তে মোক্ষম অস্ত্র চালিয়ে দিল, 'ভয় পাচ্ছ নাকি ওকে?' নিজের তোবড়ানো স্টেটসন দিয়ে ওর নিতম্বে ঝাপ্‌টা মারল হাফব্রীড।

মাথা ঝাঁকাল দানব। জিভ দিয়ে অনবরত শুকনো ঠোঁট চাটছে। ডর ভয়ের কোন অনুভূতি নেই এখন ওর মধ্যে। পানি! শুধু পানি চাই ওর। ঠিকই বলেছে জর্ডান। আকারে-ওজনে সে-ই সবার থেকে বড়, কাজেই বেশি পানি তার প্রয়োজন বৈকি! পিপাসায় জান বেরিয়ে যাচ্ছে তার। গ্র্যান্টের কোন অধিকার নেই তাকে বঞ্চিত করার।

'কাউকেই ভয় করি না আমি,' গরগর করে উঠল সে।

'রেনার!' চোখের পলকে পিস্তল উঠে এল টেক্সানের হাতে। ওটা তাক্ করে আছে সে দৈত্যের ব্যারেলের মত বুক সোজা।

বেনের হাসি সাময়িক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। 'পানি খেয়ে এসো, গবেট ষাঁড়! ও তোমার কিছুই করতে পারবে না। গ্র্যান্ট যদি গুলি করে, আশেপাশের চল্লিশ মাইলের মধ্যে যত অ্যাপাচি আছে, সব এসে হাজির হবে এখানে।'

ঘোলাটে চোখে গ্র্যান্টকে দেখল রেনার। এক পা এগিয়ে এল। 'তোমাকে ব্যথা দেয়ার ইচ্ছে নেই আমার, গ্র্যান্ট,' থমথমে গলায় বলল। 'আমার সামান্য পানি দরকার, না হলে আর চলছে না,' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

'পানির কাছে যেতে হলে আমাকে এখান থেকে সরাতে হবে

আগে।'

'তাহলে তুমি বরং কষ্ট করে নিজেই সরে যাও।'

লোকটার নাছোড়বান্দা আচরণে হতভম্ব হয়ে গেল ম্যাকলেইন। দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা লোকটার নেই বলেই জানত ও, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে উল্টো। নিশ্চই এটা ওই হাফব্রীডের কারসাজি। কি করে সম্ভব করল ও কাজটা? দৈত্যটার মগজে এখন পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। পানির জন্যে গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন কেন, কোন কিছুরই তোয়াক্কা করবে না সে।

ওকে সতর্ক করল শয়তান হাফব্রীড। 'ওকে ঠেকাতে চেষ্টা করা মারাত্মক ভুল হবে, গ্র্যান্ট। টেনে দু'টুকরো করে ফেলবে ও তোমাকে।'

সামনে এগিয়ে এল জেফ, টেক্সানের পাশে দাঁড়াল। পিস্তলের বাঁটের কাছে হাত। গ্র্যান্ট ঠেলে সরিয়ে দিল ওকে। 'কোন গান প্লে কোরো না, বিপদ তাতে বরং বাড়বে।'

'তাহলে ওকে পানি খেতে দাও,' অনুনয় করল যুবক। 'খুব বেশি অসুবিধে হবে না তাতে।'

'সমস্যাটা আসলে পানি নয়,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল গ্র্যান্ট। 'সেটা হলো দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তাছাড়া যতদূর বুঝতে পারছি এটা জর্ডানের কোন নোংরা চাল। যদি কোনভাবে আমার দু'চারটে হাড় ভাঙে, তাহলে ওকে বাধা দিতে পারব না আমি। সরে যাও সামনে থেকে।'

'প্লীজ, গ্র্যান্ট, ঘাঁটাবার প্রয়োজন নেই,' মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল যুবক। 'আমরা সতর্ক থাকলে কিছু হবে না ওর চালে।'

জর্ডানকে এক পলক দেখল গ্র্যান্ট। চুরি করতে এসে হাতনাতে ধরা পড়ার চেহারা হয়েছে শয়তানটার।

'রেনার! তোমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে,' শান্তভাবে বলল গ্র্যান্ট। 'বুঝতে পারছ সেটা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিল রেনার, 'ওসব নিয়ে মাথা

ঘামাই না। আমার পিপাসা পেয়েছে, পানি দরকার। সেটাই শুধু চাই আমি। সরে দাঁড়াও সামনে থেকে, গ্র্যান্ট।' আবার ঠোঁট চাটল সে। মরুভূমির মত শুকিয়ে আছে গলা থেকে বুক পর্যন্ত। একটু পানির জন্যে ছট্‌ফট্ করছে দানব। এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

মনস্থির করে নিল গ্র্যান্ট। আপাতদৃষ্টে ইঁদুর-বেড়ালের লড়াইয়ের মত অবিশ্বাস্য হলেও নিজের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সাথে যথাযথ কৌশল প্রয়োগকে প্রধান অবলম্বন করে প্রতিপক্ষের দুর্বলতাকে কাজে লাগাবে সে।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ কম বুদ্ধির মানুষ বলে স্বাভাবিকভাবে চাইবে শুধুমাত্র অসুরের মত শারীরিক শক্তি দিয়ে বাজিমাত করতে। সেই বরং ভাল। এতে গুলি খরচ হবে না, দূর থেকে অ্যাপাচিদের ডেকে আনার ঝুঁকিও এড়ানো সম্ভব হবে। রেনারও খালি হাতেই এগিয়ে আসছে দেখে আশ্বস্ত হলো ও।

'দাঁড়াও, রেনার!' এক হাত তুলে গ্র্যান্ট হুকুম করতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এমন ভঙ্গিতে তার দিকে এ গাল কাউবয়, যেন কানে কানে কিছু বলবে। আচমকা হাত চালাল সে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। থুতনির ওপর ভয়ঙ্কর এক আপারকাট্ খেয়ে বেসামাল হয়ে উঠল রেনার। টলোমলো পায়ে পিছিয়ে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে পড়ে থেকে আঘাতের ধাক্কা সামাল দিল সে। তারপর কনুইতে ভর দিয়ে চোখ অর্ধেক খুলে, ডান ভুরু ওপরে তুলে দেখল গ্র্যান্টকে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দুই কানের লতি পর্যন্ত সরল হাসি বিস্তৃত করল। তার অচঞ্চল রক্তিম চোখ বিপদ সঙ্কেত দিল গ্র্যান্টকে।

শত্রুকে ধরার জন্যে দুই থাবা প্রসারিত করে ছুটে এল রেনার। একেবারে শেষ মুহূর্তে ডজ দিয়ে নিজেকে তার পথ থেকে সরিয়ে নিল গ্র্যান্ট. পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে থাকা রেনারের ঘাড়ের পেছনে

শক্তিশালী রদ্দা চালিয়ে দিল ডান হাত দিয়ে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল দানব, এগিয়ে যাবার গতি দ্রুততর হলো। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে আক্রোশে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল সে।

স্কিপিং এর মত ছোট ছোট লাফে পিছিয়ে যেতে যেতে আগুয়ান দানবকে আবার পাশ কাটাল গ্র্যান্ট, একই সাথে ওর ভুরুর জোড়ার ওপর শক্তিশালী পাঞ্চ ঝেড়ে দিল। মুহূর্তে ফেটে গেল জায়গাটা। রক্তের স্রোতে নাকমুখ ভেসে যেতে থাকল রেনারের।

পাগলের মত হাতের পিঠ দিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত রেনারের দুই ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল এবার সে। দুই হাত জড়ো করে স্লেজ হ্যামারের মত প্রচণ্ড শক্তিতে মারল তার সোলার প্লেক্সাসে। 'হুঁক!' শব্দে ককিয়ে উঠল দানব, ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। মুহূর্তে শরীরের ওপর অংশ সামনে ভাঁজ হয়ে এল তার।

এই সুযোগে আবার এগোল টেক্সান। নির্দয়ের মত দু'হাতে সমানে আপারকাট, জ্যাব, পাঞ্চ ঝাড়তে লাগল একের পর এক। অসহায় রেনার অন্ধের মত হাতড়ে শত্রুকে ধরতে চেষ্টা করছে, কিন্তু নাগালে পাচ্ছে না। ততক্ষণে ওর চোয়াল, চোখের নিচের কয়েক জায়গায় চামড়া ফেটে একাকার। রক্ত পড়ছে দরদর করে। ঠোঁট জোড়া ফুলে বেঢপ আকৃতি পেয়েছে।

অন্ধের মত হাত চালাতে গিয়ে একসময় হঠাৎ গ্র্যান্টের শার্টের আস্তিন ধরে ফেলল রেনার। হ্যাঁচকা টানে ওকে নিজের বুকের ওপর নিয়ে এসে দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরল। তারপর প্রচণ্ড চাপে পিষ্ট করতে শুরু করল। চাপের চোটে গ্র্যান্টের জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা হলো, পাঁজরের সব হাড় গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম। বাতাসের অভাবে ফুসফুস ফেটে যেতে চাইছে। হাঁ করে শ্বাস টানার চেষ্টা করেও কোন ফল পেল না সে। দু'চোখ কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়ার অবস্থা। অসহায়ের মত ঝুলছে গ্র্যান্ট দানবের বাহু বন্ধনে আটকা পড়ে। জ্ঞান হারাতে পারে যে

কোন মুহূর্তে।

হঠাৎ জোরাজুরি বন্ধ করে দিল গ্র্যান্ট। রেনার সতর্ক হবার আগেই দেহের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিল তার ওপর। ওর ওজন সামলাতে না পেরে এলোমেলো পায়ে খানিকটা এগিয়ে গেল রেনার, তখনই গ্র্যান্টের পায়ে ঠেকল বড় একটা বোল্ডার। ওটার সাথে পা ঠেকিয়ে উল্টো ধাক্কা মারল ও। বেসামাল হয়ে পড়ল দানব। এই ফাঁকে বহুকষ্টে নিজের হাত দুটোকে তার বজ্র আঁটুনি থেকে বের করে আনল টেক্সান এবং দু'পাশ থেকে সর্বশক্তিতে মেরে বসল লোকটার দু'কানের ওপর।

অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন তার মাথার মধ্যে। চোখের মধ্যে হাজারটা সূর্য দপ্ করে জ্বলে উঠল। মনে হলো মগজের মধ্যে ভোমরার বাসা ভেঙে দিয়েছে কে যেন ঢিল মেরে। ওকে ছেড়ে দিল সে বাধ্য হয়ে। চোখ বন্ধ করে দু'হাতে কান চেপে ধরে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। হাঁটু দুটো অবাধ্য হতে চাইছে, দু'চোখে পানির স্রোত।

লম্বা দম নিয়ে দু'হাত দিয়ে আবারও তার মাঝপেটে মারল গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। ঝাঁকি খেয়ে সামনে ঝুঁকে আসার সময় থাবা মেরে গ্র্যান্টকে ধরতে চাইল সে। চট্ করে বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেল টেক্সান এবং ভুলটা বুঝতে পারল। পিঠের ওপর স্কাল্পহান্টারের জোর এক ধাক্কা খেয়ে আবার দানবের বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

চিৎকার করে খিস্তি করল গালকাটা। 'নাও, ধরো! ব্যাটাকে শেষ করে দাও এবার, গবেট ষাঁড় কোথাকার! তুমি দেখছি একটা আস্ত নিকম্মার ধাড়ি! এই সামান্য কাজে এত সময় লাগে?'

প্রায় বুজে আসা চোখে সামনে তাকাল রেনার, দেখল এগিয়ে আসছে গ্র্যান্ট। ও নাগালে আসতেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডান হাত চালিয়ে দিল সে। লক্ষ্য ঠিক হয়নি, তবু যতটুকু লেগেছে, তাতেই ছুঁড়ে দেয়া বালিশের মত প্রায় দশ ফুট উড়ে গিয়ে মাটিতে তালগোল পাকিয়ে

পড়ে গেল গ্র্যান্ট। মাথাটা ঠুকে গেল একটা আলগা পাথরের সাথে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

অস্ফুট শব্দে ককিয়ে উঠে গ্র্যান্টের ওপর ঝুঁকে পড়ল নিনা। হাঁটু গেড়ে বসে ব্যস্ত হয়ে তার নাড়ির গতি পরীক্ষা করতে লাগল জেফ।

নিজেকে সামলে নিয়ে অদূরে পড়ে থাকা টেক্সানকে দেখে মাথা ঝাঁকাল রেনার। 'ওকে ধাক্কা দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না তোমার,' বেনের উদ্দেশে বলল সে। 'আমি নিজেই ধরতে পারতাম!'

মেজাজ চড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সাথে বলল বেন, 'যে ভাবে গরুর মত পেটাচ্ছিল ও তোমাকে, তাতে আমি সাহায্য না করলে এতক্ষণে ভর্তা বানিয়ে ছাড়ত, বুঝেছ, বোকা ষাঁড়?'

খপ্ করে বেনের শার্ট খামচে ধরল রেনার। হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে ফেলল তাকে। চোখে সন্দেহের ছায়া নিয়ে লোকটাকে দেখল খানিক। 'ও মরলে তোমার কি লাভ?' গর্জন করে উঠল সে।

শূন্যে থেকে নানান কসরত করতে থাকল গালকাটা, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হলো। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে জর্ডানও ব্যর্থ হলো। সজোরে বেনকে ঝাঁকাচ্ছে রেনার, আর একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করছে বারবার। চোখের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসছে বেনের। লাল চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। নাক ফুলে উঠেছে, জোরে জোরে দম ফেলছে লোকটা। জর্ডান প্রমাদ গুণল দানব উন্মত্ত হয়ে উঠেছে দেখে।

ওকে ঝাঁকাচ্ছে আর সমানে চিৎকার করছে রেনার। 'আর কখনও ওসব বাজে কথা বলবে না আমাকে? বলবে? ছিঁড়ে ফেলব তোমাকে।'

পাগলের মত ওর হাত টানাটানি করতে লাগল হাফব্রীড। 'ছেড়ে দাও ওকে। আহাম্মক! বুনো ষাঁড় কোথাকার!'

লোকটাকে কষে থাবা মারতে গেল রেনার। এই সুযোগে মুঠি সামান্য আলগা পেয়ে নিজেকে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল বেন। কাউকে

কিছু বুঝতে না দিয়ে রিভলভার বের করেই লোকটার বুকের ওপর ধরে ট্রিগার টেনে দিল। গুলির ধাক্কায় এক পা পিছিয়ে গেল মরিস রেনার। ঠিক মাঝবুকে ঢুকেছে গুলিটা। ফুটে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও টলতে টলতে পিছিয়ে গেল লোকটা, তারপর হাঁটু মুড়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল।

বেন কিম্বলের অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি ঘুরে এল সবার ওপর দিয়ে। ভয়ানক উত্তেজনায় কাঁপছে তার সারাদেহ। চোখে এখনও খুনের নেশা। ক্যারি জর্ডান পর্যন্ত পিছিয়ে গেল শিউরে উঠে। সবারই এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে কম বেশি ধারণা আছে। এ সময় একটু শব্দ, চুল পরিমাণ নড়াচড়া, পুরো ক্যাম্পটাকে রক্তের সাগরে পরিণত করতে পারে।

'এবার কে?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল বেন। 'আর কার বাহাদুরি দেখাবার ইচ্ছে আছে, চলে এসো!' রক্তলাল চোখ জেফের ওপর স্থির হলো তার। অজ্ঞান গ্র্যান্টের ওপর ঝুঁকে আছে সে।

'অ্যাই, ছোঁড়া!' খেঁকিয়ে উঠল বেন। 'তোমার কিছু বলার আছে? থাকলে উঠে এসো। পিস্তল ওঠাও, এখনই ফয়সালা করে ফেলি।'

'বেন!' তাকে শান্ত করার চেষ্টায় ডাকল জর্ডান, 'শোনো, বেন...'

'চুপ থাকো তুমি!' সাপের মত হিসিয়ে উঠল সে। 'এটা এখন আমার খেলা। যে ভাবে বলব, এখন থেকে তোমাকেও তা-ই করতে হবে।'

'অ্যাপাচিরাও তোমার হুকুম মেনে চলবে ভাবছ নাকি তুমি?' জেফ বলল শান্ত কণ্ঠে।

এবার ব্যাটার মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা। মাথা ঝাড়া দিল সজোরে, যেন মগজের মেঘ পরিষ্কার করতে চাইছে। সবাই দেখল খুনের নেশা কেটে গেছে তার চোখ থেকে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল দৃষ্টি।

'ভুল যা করার করে ফেলেছ তুমি, বেন,' শীতল কণ্ঠে বলল জেফ। 'চতুর্দিকের অন্তত কুড়ি মাইলের মধ্যে যত ইন্ডিয়ান আছে, এই আওয়াজ শুনে সবাই এখন জান বাজি লাগাবে এখানে পৌঁছতে।'

কাঁধ ঝুলে পড়ল গালকাটা স্কাল্পহান্টারের। চোখের কোণ দিয়ে ক্যারি জর্ডানের দিকে তাকাল সে। সুযোগ সন্ধানী হাফব্রীডের জন্যে এটাই মোক্ষম সময়। ঠিক তাই। সময় বুঝে এগিয়ে এল সে পিস্তল হাতে।

'গানবেল্ট খুলে ফেলো, জেফ,' ধমকে উঠল জর্ডান। 'হারি আপ!'

জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল যুবক কাঁধে নিনার হাতের চাপ খেয়ে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেল্ট খুলে মাটিতে রেখে দিল। পাশে সরে দাঁড়াল নির্দেশমত। জর্ডান তার গান বেল্ট কুড়িয়ে নিয়ে নিজের স্যাডলে ছুঁড়ে দিল।

'চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ তুমি ওকে কিছু করতে বাধা দিয়ে, গার্লি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল হাফব্রীড। 'বেন। খানিকটা দড়ি নিয়ে এসো।'

নিজের স্যাডলব্যাগ থেকে দড়ি নিয়ে দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। চেহারা দেখলে বোঝা যায় খুব খুশি।

'ম্যাকলেইন হারামজাদাকে ভাল করে বাঁধো। যদি অ্যাপাচির দল এসে পড়ে, এদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সরে পড়ার যথেষ্ট সুযোগ পাব আমরা।'

'ঈশ্বরের দোহাই, ক্যারি!' চেঁচিয়ে উঠল জেফ। 'ইনথুনদের শিকার হবার জন্যে গ্র্যান্টকে এখানে ফেলে যেতে পারো না তুমি।'

'নিশ্চই পারি!' সিক্সগান কক্ করে নিনার দিকে তাক করল ক্যারি জর্ডান। 'একে বাজি ধরতে চাও তুমি পারি কি না পরখ করে দেখতে, সানি?'

কালো হয়ে গেল যুবকের মুখ।

'জানি আমি সে রকম বাজি তুমি ধরবে না। ঘোড়ায় ওঠো। অ্যাপাচিরা এসে পড়ার আগেই আমাদেরকে এখান থেকে সরতে হবে,' থামল জর্ডান। পড়ে থাকা নিশ্চল রেনার এবং অজ্ঞান গ্র্যান্টকে দেখল।

এরমধ্যে ওকে কষে বেঁধে ফেলেছে বেন।

'অ্যাডিয়োস, গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন,' বলল জর্ডান। 'অ্যাডিয়োস, রেনার। আর কখনও আমাদের দেখা হবে না। আমার পথে তোমরা আর কাঁটা হতে পারবে না।'

রওনা হয়ে পড়ল দলটা। বেন নিজের স্যাডলহুকের সাথে নিগার ও রেনারের ঘোড়ার লাগাম বেঁধে নিয়েছে। পেছন পেছন চলছে ও দুটো। 'হতচ্ছাড়াটা লাগাম ধরতে যাবার সময় আরেকটু হলে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল আমার হাত,' নিগারকে দেখিয়ে বলল সে। 'গ্র্যান্টের জন্যে ওর আর প্রয়োজন পড়বে না কোনদিন।'

গুঙিয়ে উঠল টেক্সান, জর্ডানদের পেছনের ধুলো তখনও ভাল করে থিতিয়ে যেতে পারেনি। কয়েক মুহূর্ত পর চোখ খুলেই বুজে ফেলল সে। বারকতক পিট্‌পিট্ করে আবার তাকাল। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায়, তবুও কষ্ট করে ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখার চেষ্টা করল সে। নজর পড়ল ওপাশে উপুড় হয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থাকা রেনারের ওপর। ওর কাপড় চোপড়ে এত রক্ত কেন? কি হয়েছে ওর? শিউরে উঠল কাউ পাঞ্চার। মনে হচ্ছে বেঁচে নেই দানবটা।

আট

প্রচণ্ড রোদ ঝলসানো আকাশে অনেক উঁচুতে কালো বিন্দুর মত একটা কিছু ভেসে বেড়াচ্ছে দেখতে পেল গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। বিন্দুটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। একটু পর গ্লাইড করে নামতে শুরু করল। ওর ওপর

দিয়ে চক্কর দিল দু'বার, তারপর তীক্ষ্ণ উল্লাসধ্বনি ছেড়ে কাছাকাছি নেমে পড়ল। একটা বোল্ডারের ওপর বসল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টেক্সানের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা শিকারী বাজ।

'হেল!' বিড়বিড় করল গ্র্যান্ট। 'আমি যে বেঁচে আছি সেটা ওকে বোঝাতে হবে। নইলে আমার চোখ ঠুকরে তুলে ফেলবে শয়তানটা।' নড়াচড়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু লাভ হলো না। বেন খুব যত্নের সাথে কাজটা করে গেছে। আবার নজর পড়ল ওর আকাশের গায়ে। নতুন কয়েকটা কালো বিন্দু ভেসে বেড়াচ্ছে। যেদিকটায় পর্বতগুলো আকাশে হেলান দিয়ে রয়েছে, সেদিক থেকে উড়ে আসছে ওগুলো। চিকন ঘাম দেখা দিল কপালে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকল সে বাঁধন আলগা করার আশায়।

হঠাৎ করেই বোল্ডারে বসা পাখিটা চিৎকার করতে করতে ডানা ঝাপটে উড়াল দিল। মনে হলো কিছু দেখে ভয় পেয়েছে। ঠিকই দেখেছে ওটা। কয়েক মুহূর্ত পর টেক্সানের মনে হলো যেন পাথর ফুঁড়ে উদয় হলো দুই অ্যাপাচি। সাবধানে এগুচ্ছে ওরা। হাতে বিষাক্ত তীর, খাটো ধনুকের ছিলায় টান করে ধরে আছে। একজন কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল রেনারের ওপর। দেহটাকে ওল্টাল, তারপর কষে এক লাথি মারল।

কি আশ্চর্য! লাথি খেয়ে গুঙিয়ে উঠল দানব। বেঁচে আছে! দ্বিতীয় অ্যাপাচি যোদ্ধা গ্র্যান্টের মুখের ওপর ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করছে তাকে। সরীসৃপের মত স্থির দৃষ্টি থেকে আগুন ঝরছে তার। ধীরে ধীরে ছিলা টানল সে পূর্ণশক্তিতে, টেক্সানের বুকে গেঁথে দেবে তীর।

'থামো!' আড়াল থেকে কেউ হেঁকে উঠতে থেমে গেল অ্যাপাচি।

স্বরটা চেনা। মাথা ঘুরিয়ে দেখল ও, হুয়ানো। একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এদিকেই আসছে সে। চোখে মুখে উল্লাস। মনে মনে তৈরি হলো গ্র্যান্ট তার মুখোমুখি হবার জন্যে।

'অনেকদিন দেখিনি তোমাকে,' লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল টেক্সান, হাসি হাসি মুখ।

একেবারে ওর গায়ের ওপর এসে থামল অ্যাপাচি। তার উল্কি আঁকা চেহারায় প্রতিশোধের স্পৃহা জ্বলজ্বল করছে।

'আজকের পর তুমি আর হাসবে না,' নিজের বুক ঠুকল সে।

'সরি, রাগ কোরো না। আমি আসলে আপনজনের হালচাল জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারি না। তা ইদানীং আর কোন ভূতের সাথে দেখা হয়েছে নাকি তোমার?' মুখের মৃদু হাসি ধরেই রাখল গ্র্যান্ট।

হুয়ানোর লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। হাতের শিরা পাকানো দড়ির মত ফুলে উঠল। অবশ্য মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিল নিজেকে।

'আমাদেরকে দু'বার বোকা বানিয়েছ তুমি,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু আর নয়। এবার মরবে তুমি। এখানেই। বুঝতে পারছ? এখানেই মরবে তুমি। এখানে কোন কিছুই বাঁচে না। পানি নেই, খাবার নেই, ছায়া নেই, কিছু নেই এখানে। ওটা,' হাত তুলে রেনারকে দেখাল। নিথর পড়ে আছে সে মাটিতে। শার্টের সামনের দিক রক্তে চুপচুপ করছে। 'মনে হয় তাড়াতাড়িই মরবে। না মরলেও চিন্তা নেই। শিকারী পাখিরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যবস্থা করবে ওর। আর তুমি?' হাসি ফুটল তার মুখে। 'তুমি মরবে অন্যভাবে। খুব ধীরে ধীরে!'

'কারবার করতে গিয়ে একটু না হয় ঠকেছ,' মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল গ্র্যান্ট। 'তাই বলে মাথা গরম করতে হবে? ভাল কথা, ওই উইনচেস্টারগুলো দিয়ে গুলি চালিয়ে দেখেছ তুমি?'

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হুয়ানো। কোমরের বেল্ট থেকে ছোরা বের করে উদ্যত হলো ওর বুকে বসিয়ে দিতে। কিন্তু কি ভেবে হঠাৎই সামলে নিল নিজেকে। ছোরা খাপে পুরে রাখল।

'হুয়ানোকে আরও একবার ফাঁদে প্রায় ফেলেই দিয়েছিলে তুমি। কিন্তু এত সহজ মৃত্যু তোমার জন্যে উপযুক্ত হবে না। তুমি মরবে অনেক

পরে, অনেক কষ্টে। প্রথমে পানির অভাবে মুখের মধ্যে জিভ ফেটে যাবে তোমার, শরীর একটা অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলতে শুরু করবে। তোমার মগজ তোমাকে ম্যারিকন বানাবে…'

'তোমার বকবক বন্ধ না হলে এখনই বরং পাগল হয়ে যাব আমি,' অবিচলিত কণ্ঠে বলল টেক্সান। 'তোমার কথায় ভয় ধরে গেছে আমার, হাঁটু কাঁপছে।'

যে সময় অন্য বন্দীরা প্রাণ ভিক্ষা পাবার জন্যে কাকুতি মিনতি, চিৎকার, কান্নাকাটি করতে থাকে, সেখানে এই মানুষটা কেমন নির্বিকার কথাবার্তা বলছে—বিস্মিত হয়ে হুয়ানোর সঙ্গী যোদ্ধারা বড় বড় চোখে তাই দেখছে।

'যথেষ্ট হয়েছে!' হুঙ্কার ছাড়ল হুয়ানো। তার ইঙ্গিতে দুই অ্যাপাচি র হাইড দিয়ে রিস্ট ব্যান্ডের মত চারটে ফাঁস তৈরি করে ওগুলো পরিয়ে দিল ওর দুই কব্জি আর দু'পায়ের গিরের ওপর। এক অ্যাপাচি পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে মাটিতে গভীর করে চারটে গোঁজ পুতল। যেন একটা কল্পিত আয়তক্ষেত্রের চারকোনা নির্ধারণ করল ওরা।

কয়েকজন ওকে টানতে টানতে নিয়ে এল আয়তক্ষেত্রের মাঝখানে। দক্ষহাতে ফাঁসগুলোকে চার গোঁজের সাথে লম্বা র হাইড ফালি দিয়ে টান টান করে বাঁধল। ইংরেজি এক্স-এর মত চিৎ হয়ে পড়ে রইল গ্র্যান্ট। হাত-পা টান্ টান্, এক চুল নড়াচড়া করার সুযোগও রাখেনি অসভ্য জানোয়ারগুলো। অজ্ঞান রেনারকেও একই কায়দায় বাঁধা হলো। ওরা যখন রেনারকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন সবার অলক্ষ্যে গ্র্যান্ট একবার পরীক্ষা করে বুঝে নিল কোনমতেই খোলা সম্ভব নয় এ বাঁধন।

এরমধ্যে একজন মশক খুলে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিল ম্যাকলেইনের র হাইডের ফালিগুলো। রক্ত জমে গেল ওর। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে র হাইডের ফালি দ্রুত সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে, চারকোনা থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে টানতে শুরু করবে ওকে। কিন্তু হুয়ানো শুধু এতেই সন্তুষ্ট

হলো না। নিজের ক্রস ট্রি স্যাডলের ক্যান্টেল থেকে ট্যান করা নরম হরিণের চামড়ার একটা সরু মুখের থলে নিয়ে এল সে। দুই অ্যাপাচি হিংস্র জন্তুর মত খাবলে গ্র্যান্টের গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলল।

এগিয়ে এল হুয়ানো। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওর বুকের ওপর থলেটা উপুড় করে ধরে মুখ খুলে দিল। দ্রুত খালি হয়ে গেল ওটা। ভেতরের আঠাল তরল পদার্থ নেমে এসে গ্র্যান্টের বুক-পেট, গলা বেয়ে পিঠের নিচে মাটিতে জমা হতে শুরু করল।

মধু! পিঠ বাঁকিয়ে, মাথা এপাশ ওপাশ করে বাঁচার চেষ্টা করল গ্র্যান্ট, কিন্তু ফল তাতে উল্টোই হলো। প্রায় সারাদেহে দ্রুত এবং ভালভাবে মাখামাখি হয়ে গেল জিনিসটা। কাজ কেমন হলো দেখার জন্যে একটু সরে দাঁড়াল হুয়ানো।

'এবার আমরা দেখব,' তৃপ্তির হাসি হাসল হুয়ানো। 'মরু পিঁপড়ে ঠেকাতে কি কি কৌশল জানা আছে তোমার।'

ওরা যেমন জানে, তেমনি গ্র্যান্টও খুব ভাল করেই জানে, মধুর মিষ্টি গন্ধে অল্পক্ষণের মধ্যেই ছুটে আসবে ঝাঁক ঝাঁক মরু পিঁপড়ে। মধু খাবার ফাঁকে হুল ফুটিয়ে পাগল করে তুলবে ওকে। সেই সাথে কষ্ট দিগুণ করতে র হাইডের টানও বাড়তে থাকবে পাল্লা দিয়ে।

'কেউ যদি অ্যাপাচিদের ঠকাতে চায়, তাহলে তার জানা থাকা উচিত অ্যাপাচিদের স্মৃতি খুব দীর্ঘ হয়,' হাসল হুয়ানো। 'কথাটা মনে রেখো।'

লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ল অ্যাপাচি, লাগাম টেনে ওদের ঘিরে চক্কর মারল বার দুই। 'এবার যাচ্ছি আমরা তোমার বন্ধুদের খুঁজে বের করতে। আমাদের কাছে আরও প্রচুর মধু আছে।'

ছুট লাগাল দলটা। এক সময় হারিয়ে গেল দিগন্তে।

নিজের মুক্তির উপায় নিয়ে ভাবতে বসল গ্র্যান্ট। আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘোড়া নেই, অস্ত্র নেই, পানি নেই, এমনকি

হাতের নাগালে একটা ধারাল পাথরও নেই যে সেটা দিয়ে ভেজা র হাইড ফালিগুলো কাটার চেষ্টা করবে। আর ছুটতে পারলেই বা কি? পানি, বন্দুক, ঘোড়া ছাড়া মরুভূমি পায়ে হেঁটে পার হবার কথা কোন পাগলের মাথাতেও আসবে না।

গলা শুকিয়ে আসছে ওর। শরীরের সমস্ত রস শুষে নিচ্ছে মরুভূমির উত্তাপ। ভেতর থেকে তাড়া এল টেক্সানের, যা করবার, র হাইডগুলো শুকিয়ে যাবার আগেই করতে হবে। মাথা ঘুরিয়ে পাশে তাকাল সে, সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল। এরই মধ্যে কয়েকটা লাল রঙের দানবাকৃতির পিঁপড়া মাটিতে গড়িয়ে পড়া মধু চাখতে শুরু করে দিয়েছে।

দ্রুত সক্রিয় হলো সে। শরীরটাকে মুচড়ে, হাত-পা প্রচণ্ড শক্তিতে নিজের দিকে টানতে থাকল। কব্জি আর পায়ের চামড়া কেটে বসে যেতে চাইছে সরু র হাইডের ফালি। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করতে করতে আবার প্রচণ্ড শক্তিতে টান লাগাল ও। বারবার ডান-বাঁ, ডান-বাঁ করতে থাকল শরীরকে। যখন মনে হলো মাখনের মধ্যে ছুরির মত র হাইডের ব্যান্ড ওর চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে, তখন থামল।

ভুশ্শ্ করে দম ছাড়ল। একটু কি ঢিল হয়েছে? ভাবল গ্র্যান্ট, ওগুলো তো এখনও ভেজা। শুকিয়ে যাবার আগে টান পড়লে লম্বা হবারই কথা। হয়েছে কি? চার ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় চোখে আঁধার দেখল ও। নিচের দিকে তাকাল। পিঁপড়ের দল উঠে এসেছে ওর নিরাবরণ বুকের ওপর। সংখ্যা বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। ওদের মুখের ওপর উঠে আসা ঠেকাতে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে থাকল টেক্সান। একই সাথে প্রাণপণে আবার টান লাগাল বাঁধনে। প্রতিবার আশা করছে এবার একটু ঢিলে করতে পারবে।

জ্বলন্ত আগুনের গোলার মত উত্তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়েছে গ্র্যান্ট। এদিকে মুহূর্তে মুহূর্তে বড় হচ্ছে পিঁপড়ের দল। যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে হ্যাঁচকা টানাটানি চালিয়ে যেতে থাকল ও। নড়ল কি

একটু শরীরটা? পরীক্ষা করে দেখল ডান হাতের বাঁধন দু'ইঞ্চির মত লম্বা হয়েছে। বাঁ হাতেরটাও হয়েছে কিছুটা। পিঠের ওপর ভর দিয়ে নিচের দিকে কয়েক ইঞ্চি নামল কাউবয়। একসময় ডানদিকের গোঁজটা গোড়ালিতে ঠেকল। বাঁচার আশা জাগল মনে।

লম্বা করে দম নিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল সে। মাটিতে কাঁধ ঠেকিয়ে ভর রাখল, তারপর উন্মত্তের মত ওটার ওপর লাথি মারতে শুরু করল। ওর ভারী কাউবয় বুটের হাই হীলের বিরামহীন লাথিতে একসময় নড়ে গেল গোঁজটা। উপড়ে এল।

মুহূর্ত কয়েক নিঃসাড়ে পড়ে থাকল টেক্সান। ধীরে ধীরে বুকের ওঠানামা স্বাভাবিক হয়ে এল। এরপর একে একে বাকি গোঁজগুলো উপড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। গলায় জড়ানো ব্যানডানা দিয়ে মধু আর পিঁপড়ের ডিপো পরিষ্কার করল। এরই মধ্যে সারা বুক কামড়ে ক্ষত বানিয়ে দিয়েছে ওগুলো। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলছে বুক, লাল হয়ে গেছে। কব্জি ফুলে দ্বিগুণ আকার পেয়েছে। র হাইড ফাঁসের দাগ কেটে বসে গেছে সেখানে গভীর হয়ে। কিন্তু তেতে ওঠা পিপাসার কাছে সেগুলোকে কোন কষ্টই মনে হচ্ছে না এখন।

'পানি, পানি চাই আমার,' বিড়বিড় করে নিজেকে শোনাল গ্র্যান্ট। কোনমতে নিজেকে টেনে নিয়ে এল রেনারের পাশে। লোকটার জ্ঞান এখনও ফেরেনি। বুকে, পেটে জমাট বেঁধে আছে রক্ত। তার মাথা উঁচু করে ধরল সে। ঘাড়ের কাছে শার্টের ভেতরের গোপন পকেটে সেলাই করে লুকিয়ে রাখা ছুরিটা বের করে আনল। ফ্রন্টিয়ার এলাকার অনেকেই এই কায়দায় ছোটখাট ছুরি লুকিয়ে রাখে—জানত ম্যাকলেইন। ওটা দিয়ে কাঁপা হাতে কোনমতে রেনারের হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিল। এই সামান্য কাজেই হাঁপ ধরে গেল। পানির অভাবে ছাতি ফেটে যাবার অবস্থা।

শ দেড়েক গজ দূরে একটা ছোট সাগুয়ারো ক্যাকটাস নজরে পড়ল।

অনেক কষ্টে ওটার কাছে গিয়ে পৌঁছল সে। কাঁটার খোঁচার পরোয়া না করে গোড়া থেকে কাটল গাছটা। ওটা থেকে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা টুকরো কেটে কাঁটাওয়ালা ছাল ছাড়াল। তারপর কাঁপতে থাকা হাত দুটো দিয়ে পিষে পিষে তা থেকে সামান্য কয়েক ফোঁটা রস বের করে গলায় ঢালল। রস ফুরিয়ে গেলে আরেক টুকরো কেটে একই কায়দায় রস বের করে খেয়ে নিল সে। এরপর আরেকটা ফালি কেটে নিয়ে ফিরে এল রেনারের কাছে।

এতে কিছুই হবে না দানবের, তবু একেবারেই কিছু না হবার থেকে তো ভাল। রেনারের মাথা ওপর দিকে তুলে ধরল টেক্সান, ফুলে থাকা ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে কয়েক ফোঁটা রস নিংড়ে বের করে তার মুখে ঢেলে দিল। গুঙিয়ে উঠল লোকটা। চোখের পাতা কেঁপে উঠল একটু। বিস্মিত হয়ে ভাবছে গ্র্যান্ট, এই দানবের ওপর দিয়ে যা গেছে, অন্য কেউ এর অর্ধেকটাও সইতে পারত না।

তার গায়ের ধুলো ও রক্তে ভেজা শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। আঘাতের মাত্রা দেখে আঁতকে উঠল। নিচু হয়ে পরীক্ষা করে বুঝল বুলেটটা ভেতরেই রয়ে গেছে, ঘা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। ওখানটায় ছুঁতেই গোঙানি বেরিয়ে এল রেনারের গলা দিয়ে।

'ইজি, রেনার,' মৃদু গলায় বলল গ্র্যান্ট। ক্ষতস্থান যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে দিল। তার ওপর নিজের নেকারচিফ ও শার্টের ছেঁড়া ফালি দিয়ে প্যাড বানিয়ে কোনমতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। 'এটা যথেষ্ট হলো না, ওর একজন ডাক্তার দরকার,' কাজ শেষে নিজের সাথে বিড়বিড় করে পরামর্শ করল ও।

সূর্য ডুবছে। মরিস রেনারের শরীরে এখনই বেশ জ্বর। এ অবস্থায় রাতের ঠাণ্ডা মারাত্মক ক্ষতি করবে ওর। কি করা যায় ভাবছে কাউবয়। কিন্তু কিছুই করার নেই। খুব খারাপ হয়ে গেল মনটা। এ দিকে ওর নিজের পানির চাহিদা তীব্রতর হচ্ছে ক্রমেই। এখনই পানির খোঁজে

যেতে হবে, নইলে মারা পড়বে দু'জনেই।

এই সময় চোখ মেলল দানব। 'উহ্...গ্র্যান্ট? তুমি কি...গ্র্যান্ট?' কোনমতে উচ্চারণ করল সে। কনুইতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, মরিস। উঠে বসার মত শক্তি নেই তোমার,' বলল গ্র্যান্ট।

কি ঘটেছে জানতে চাইল রেনার, গ্র্যান্ট ধীরে ধীরে সব খুলে বলল। তারপর হাত ইশারায় সাগুয়ারো ঝোপের অবশিষ্টটুকু দেখিয়ে বলল, 'এর রস খেয়ে আপাতত টিকে থাকার চেষ্টা করছি। কিন্তু এতে কি হবে? আমাদের পানি চাই।'

'আমি জানি না আর কতক্ষণ বাঁচব। নাড়ি এখনও টিক্‌টিক্ করছে যদিও।' শ্বাস টানতে টানতে হাসার চেষ্টা করল দানব। ওর চাউনিতে অনুতাপ ঝরছে।

'মরিস, আসলে আমারই বোকামি,' ওর দিকে তাকিয়ে বলল গ্র্যান্ট। 'আমি শুধু নিজের জেদ নিয়েই ছিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল দানব। 'তুমি ঠিকই করেছিলে।' খুব কষ্টে কথা বলছে সে। 'আমি ভাবছি, আমাকে রেখে তোমার একাই রওনা হয়ে যাওয়া উচিত,' করুণ হাসি দিল সে। 'আমি শুধু তোমার সময়ই নষ্ট করব, আর কোন লাভ হবে না।'

'এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে চলে যাবার মত স্বার্থপর নই আমি, মরিস,' বলল পাঞ্জার। 'আমরা বরং আজ রাতটা এখানে বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করি, তারপর সকালে দেখব কি করা যায়। হয়তো আরও কিছু সাগুয়ারো জুটে যেতে পারে কাল।'

'কি জানি, হয়তো বা।' আর কিছু বলতে পারার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল দানব। ওকে দেখছে আর ভাবছে গ্র্যান্ট, লোকটার হেঁটে চলার কোনরকম ক্ষমতা নেই। আর নিজে যে তাকে বয়ে নিয়ে যাবে, সে শক্তিও তার নেই। পানি ছাড়া মরুভূমিতে ওর নিজের জীবনের ঝুঁকি

প্রতি মিনিটে দশগুণ বাড়ছে, তবু এই আহত মানুষটাকে একা ফেলে রেখে যেতে ভেতরের সায় পাচ্ছে না কাউবয়।

ক্লান্ত, শ্রান্ত, পিপাসার্ত শরীর টেনে টেনে চারদিক ঘুরে কিছু শুকনো কাঁটা ঝোপের ডালপালা জোগাড় করল ও। রাতের তীব্র ঠাণ্ডার হাত থেকে রেনারকে বাঁচাতে অ্যাপাচি পদ্ধতিতে ছোট একটা আগুন জ্বেলে শুয়ে পড়ল। কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়া খুবই প্রয়োজন।

গাঢ় কমলা রঙের আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে আনমনে কি সব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

নয়

হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল। ভোর হতে তখনও দেরি আছে। পুব আকাশে সবে অন্ধকার কেটে যাবার আভাস ফুটি ফুটি করছে। আগুনটা নিবু নিবু। হাত-পা গতকালের হারকিউলিয়ান পরিশ্রমের ধকল মুক্ত হতে পারেনি এখনও ম্যাকলেইনের। আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। নাড়াতে গেলে তীব্র প্রতিবাদ করছে। আগুনের ওপাশে পড়ে রয়েছে মরিস রেনার, নিঃসাড়ে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কারণে গলা দিয়ে একটানা ঘরঘর আওয়াজ বেরুচ্ছে তার।

মনে করার চেষ্টা করছে গ্র্যান্ট ঘুমটা কেন ভাঙল। স্বাভাবিক নিয়মে এখন তার জেগে যাবার কথা নয়। মনে হচ্ছে কিছু একটা শব্দ কানে যাবার ফলেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠেলে তুলে দিয়েছে ঘুম থেকে। নিশ্চয়ই তাই, নইলে এমন হবার কথা নয়।

কয়েকবার পিট্‌পিট্ করে আলো আঁধারির সাথে চোখদুটো খাপ খাইয়ে নিল ও। তারপর সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখার চেষ্টা করল। তখনই উঠল আওয়াজটা। ছোট ছোট পাথর হড়কানোর মৃদু শব্দ। কানে আসতেই অভ্যাসবশে হাত চলে গেল তার হিপের দিকে, শূন্য হোলস্টার সেখানে ব্যঙ্গ করল শুধু।

একটা বোল্ডারের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল এক ইন্ডিয়ান। কাছাকাছি এসে এক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করল গ্র্যান্টকে, তারপর তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়েই উদ্যত ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইম মাছের মত নিজেকে গুটিয়ে নিল গ্র্যান্ট, এক গড়ান দিয়ে সরে গেল। লক্ষ্য হারিয়ে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ল অ্যাপাচি উপুড় হয়ে। সাঁৎ করে উঠে বসল গ্র্যান্ট, বাঁ হাত চালাল লোকটার বাগিয়ে ধরা ছোরা ঠেকাবার জন্যে, একই সাথে ডান হাতে কোমরের কাছ থেকে তুলে আনল রেনারের সেই ছুরিটা।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল অ্যাপাচি, অন্ধের মত লাফ দিয়ে এগিয়ে এল। তার ছোরা ধরা হাত মুঠো করে ধরে নিজের দিকে হ্যাঁচকা টান দিল সে। লোকটা হোঁচট খেয়ে এক পা সামনে এগোতেই রেনারের ছুরি পুরোটা গেঁথে দিল কলজে বরাবর। জোর এক ঝাঁকি খেল অ্যাপাচি, অবাক হয়ে গ্র্যান্টকে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর হাঁটু ভেঙে আছড়ে পড়ল। তার তেলতেলে দেহ থেকে ছুরিটা বের করে উঠে দাঁড়াল ম্যাকলেইন।

মৃত অ্যাপাচির বড় ছোরাটা তুলে নিয়ে রেনারের দিকে তাকাল। অ্যাপাচির চিৎকার শুনে তারও ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে দাঁড়িয়েছে দানব কষ্টেসৃষ্টে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চেহারা বিকৃত, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে। ওই অবস্থায়ই দু'হাতে দুই অ্যাপাচিকে উঁচু করে ধরে ঝাঁকাচ্ছে সে। আর ইন্ডিয়ানরা মত্ত গ্রিজলি ভালুকের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে শূন্যে লাফঝাঁপ করছে। একজনকে এক হাতেই

মাথার ওপর তুলে ফেলল রেনার, প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে মারল দূরে। মুট করে একটা শব্দ উঠল, পরক্ষণে মুচড়ে উঠেই নিশ্চল হয়ে গেল তার দেহ। বোল্ডারের ওপর বেকায়দায় পড়ায় মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে বেচারীর।

ক্লান্তিতে দুলছে মরিস রেনার। ভারসাম্য রাখতে এক হাঁটুর ওপর বসে পড়েছে। অন্যহাতে ধরা অ্যাপাচিকে ছাড়েনি এর মধ্যেও। ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষত বেরিয়ে পড়েছে তার, নতুন করে তাজা রক্তের স্রোত নামছে সেখান থেকে। রেনারের বজ্রমুঠি কিছুটা আলগা হয়ে পড়ার সুযোগে ছোরা সুদ্ধ হাত ওপরে তুলল অ্যাপাচি। কিন্তু ততক্ষণে গ্র্যান্টের ছুঁড়ে দেয়া ইন্ডিয়ান ছোরাটা নিখুঁতভাবে তার গলা দু'ফাঁক করে দিয়ে গেছে।

এক হাঁটুর ওপর ঝুঁকে থাকা রেনার ডান হাত মাটিতে ঠেকিয়ে নিজের পতন রোধ করার সংগ্রাম করছে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তারপরই খক্‌খক্ করে কাশতে কাশতে পড়ে গেল সে। আশেপাশে আর কোন অ্যাপাচির দেখা না পেয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল গ্র্যান্ট। গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে লোকটার ক্ষত থেকে, পিপাসার্ত মরুভূমি মুহূর্তে তা শুষে নিচ্ছে। হতাশ হয়ে পড়ল টেক্সান।

'আর কেউ বাকি আছে বলে মনে হয় না আমার,' কোনমতে বলল রেনার।

'আমারও তাই মনে হয়,' এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল উদ্বিগ্ন পাঞ্চার। 'মনে হয় হুয়ানোর দল জর্ডানদের ট্রেইল হারিয়ে ফিরে আসছে আবার। এই তিনজন ছিল তার স্কাউট। তার মানে অন্যরাও খুব বেশি দূরে নেই।' রেনারের কাঁধের নিচে একটা হাত ঢুকিয়ে তাকে উঁচু করল সে। 'চলো, পালাই আমরা এখান থেকে।'

ব্যথায় কাত্‌রে উঠল রেনার। পাংশু হয়ে গেছে মুখটা। 'হবে না...' হাঁপাচ্ছে সে। 'আমার বুকের ভেতর কিছু একটা বার্স্ট করেছে।'

কি যেন ভাবল টেক্সান। 'ওরা নিশ্চই ঘোড়া নিয়ে এসেছে। তুমি একটু আরাম করে বোসো, আমি দেখে আসি একবার চট্ করে।'

দুশো গজমত দূরে একটা কাঁটা ঝোপের আড়ালে তিনটে ঘোড়া দেখতে পেল সে। ওদের স্যাডলের সাথে বাধা রয়েছে দুটো ক্যানটিন। 'ইউ এস' অক্ষর দুটো স্টেন্‌সিল করা রয়েছে ওগুলোর গায়ে।

'আর্মি! নিশ্চয়ই অ্যামবুশ করে খুন করেছে এরা সোলজারদের,' বিড় বিড় করে বলল গ্র্যান্ট। 'যা হোক, পানি চাই আমাদের। আর কিছু আপাতত দেখার দরকার নেই।' যদিও বুকটা খচ্‌খচ্ করতে থাকল। দুটো রাইফেল, অ্যামুনিশন পাউচ, একটা খাটো অ্যাপাচি ধনুক আর কিছু তীরও পাওয়া গেল ওগুলোর স্যাডলে। সব কিছু একটা ঘোড়ায় চাপাল সে। আরেকটার সাথে ওটাকে বেঁধে নিয়ে ফিরে এল রেনারের কাছে। খুরের শব্দে চোখ মেলে তাকাল দানব।

'হসেস!' বহুকষ্টে শ্বাস টানল সে। 'গ্র্যান্ট, তু-তুমি না থাকলে...' মাথা ঝাঁকাল, 'আমি তো চড়তে পারব না।'

'আগে একটু পানি খাও,' বলল গ্র্যান্ট। একটা ক্যানটিন এগিয়ে দিল। পিপাসায় কাতর রেনার ওটা উপুড় করে ধরে ঢক্ ঢক্ করে গিলতে শুরু করে দিল। প্রতি ঢোকের সাথে ওর অ্যাডামস অ্যাপেল ওঠানামা করছে। একটু পর ক্যানটিন কেড়ে নিল গ্র্যান্ট। রেনারের রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চোখ দুটো লোভীর মত চেয়ে থাকল ওটার দিকে।

'পিপাসা না মিটলেও এ অবস্থায় একবারে বেশি খাওয়া ঠিক নয়,' মৃদু কণ্ঠে বোঝাল কাউবয়। 'কিছুটা ভাল বোধ করছ এখন?'

'অনেক, গ্র্যান্ট! অনেক ভাল লাগছে,' মাথা ঝাঁকাল দানব।

'এবার তাহলে একটা ঘোড়ায় চড়ে বসার চেষ্টা করো তুমি। নইলে বাঁচতে পারব না আমরা। বাকিগুলো ওই যে আসছে।' থুত্‌নি তুলে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ঘুরে তাকাল রেনার। সদ্য ফোটা দিনের আলোয় মাইল খানেক দূরে একটা রিজের ওপর দেখতে পেল

কয়েকজন রাইডারকে, ছুটে আসছে দ্রুত।

গুনতে চেষ্টা করল গ্র্যান্ট। আট…নয়…না, ওটা তাহলে হুয়ানোর দল নয়। ম্যানোলিতোরই হবে। ওরা নিশ্চই দু'ভাগ হয়ে কাজে নেমেছে। এক ভাগ নিয়ে হুয়ানো মরুভূমির রুট ধরেছে, অন্যদল নিয়ে ম্যানোলিতো ধরেছে ভ্যালির রুট। পলাতকদের দেখা না পেয়ে লোকটা সম্ভবত ফিরে আসছিল ওয়ার পার্টির বাকি অংশের সাথে মিলিত হতে। এবং হয়তো তার স্কাউটরা আগুন দেখতে পেয়ে তাকে এদিকে নিয়ে এসেছে।'

ম্যানোলিতো হোক আর যেই হোক, এবার অসহায়ের মত ধরা পড়তে রাজি নয় গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। দ্রুত একটা রাইফেল লোড করে তৈরি হয়ে নিল ও।

'ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করো আমাকে,' চেঁচিয়ে উঠল মরিস রেনার। মনে হলো যেন শক্তি ফিরে পেয়েছে সে হঠাৎ করে। গড়িয়ে চলে এল লোকটা গ্র্যান্টের পাশে। অসহ্য ব্যথা চাপতে গিয়ে চোখে পানি চলে এসেছে, তবু উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। দুই বগলের তলায় হাত ভরে দিয়ে তাকে দাঁড় করাল গ্র্যান্ট।

'ওই ঘোড়াটায় বসিয়ে দাও আমাকে,' যেন কমান্ড করছে এমন কণ্ঠে বলল মরিস রেনার। টলতে টলতে নিজেই এগিয়ে গেল সেদিকে। রক্তের গন্ধ নাকে যেতে পনিটা অস্থির হয়ে নড়ে উঠে প্রতিবাদ করতে চাইল।

'এপাশ দিয়ে না, ডান পাশ দিয়ে চড়তে হবে,' খেঁকিয়ে উঠল রেনার। 'অ্যাপাচিরা ডান পাশ…' অ্যাপাচি রাইডিঙ পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দিল ও। 'অন্যরকম হলে ঘোড়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে।'

'জানি আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল পাঞ্জার। 'রেডি হও।'

তাকে যতটা সম্ভব উঁচু করে ধরল সে। প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল লোকটা, কিন্তু হাল ছাড়ল না। হাঁচড়ে পাঁচড়ে চড়ে বসল

জায়গামত। নিজেকে গড়িয়ে দিল ঘোড়ার পিঠে।

'আমার পা দুটো বেঁধে দাও, গ্র্যান্ট,' ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কোনমতে বলল। দেহের অবশিষ্ট শক্তি জড়ো করে চিবুক তুলল, যেন কোন কিছুকে পরোয়া নেই তার।

পেছনে তাকাতেই বোঝা গেল অ্যাপাচিরা দেখে ফেলেছে ওদের। তীক্ষ্ণ অপার্থিব চিৎকার করতে করতে ধেয়ে আসছে তীরবেগে। তাড়াতাড়ি রেনারের পা দুটো ঘোড়ার পেটের নিচে দিয়ে বেঁধে দিল ম্যাকলেইন। তারপর একটা রাইফেলে গুলি ভরে তুলে দিল তার হাতে। সাথে কিছু অতিরিক্ত বুলেটও দিল।

'গ্র্যান্ট, শোনো। আমার কথা শোনো তুমি,' দৃঢ়স্বরে বলল রেনার। 'বেশি সময় নেই আমার। আমি ওদের ঠেকাচ্ছি, এই ফাঁকে তুমি সরে যাও। শুনছ আমার কথা?'

'না। তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি না আমি,' অগ্রসরমান দলটার দিকে চোখ রেখে বলল টেক্সান।

রাইফেল কক্ করে ওর বুক সোজা তুলল দানব। ঘোড়ার সামান্য নড়াচড়াতেও অসহ্য কষ্ট হচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যাচ্ছে সে। 'যা বলছি করো!' ধমকে উঠল লোকটা। 'দু জনের একসাথে মারা পড়ার কোন অর্থ হয় না। তুমি মেয়েটিকে উদ্ধার করো গিয়ে। অনেক কষ্টে মৃদু হাসি ফোটাল সে মুখে। 'দুঃখ রয়ে গেল একটাই, সেদিনের লড়াইটা আমরা শেষ করতে পারলাম না। গুড বাই, বন্ধু।'

ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘোড়া উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নিল রেনার। রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে ওটার পেছন দিকে খোঁচা লাগাল। ছোটার জন্যে মুখিয়েই ছিল পনি, লম্বা এক লাফ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুট দিল ওটা সোজা অগ্রসরমান ওয়ার পার্টির দিকে।

এতক্ষণে ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে মরিস রেনার। পা বাঁধা থাকায় দুটো হাতেই গুলি ছোঁড়া এবং রিলোড করার কাজে লাগাতে পারবে।

ছোটার ফাঁকে এক পশলা গুলি ছুঁড়লও সে, অ্যাপাচিদের গোটা দুই ছিটকে পড়ল। তখনই যেন হুঁশ হলো তাদের।

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হবে একবারও ভাবেনি ওরা। প্রচণ্ড ঘৃণা মিশ্রিত চিৎকার করতে করতে পিছিয়ে গেল দলটা। কয়েক মুহূর্ত লাগল ওদের সামলে নিতে, তারপরই ধেয়ে আসা রেনারকে মোকাবেলা করতে ছুটে এল। রেনার এতক্ষণ স্যাডলের ওপর হাফটার্ন অবস্থায় ছিল, এবার ঘোড়ার গতিপথ পরিবর্তন করে কোয়ার্টার টার্ন অবস্থায় এল যাতে টার্গেট করা সহজ হয়।

দূর থেকে রেনারের রণহুঙ্কার শুনল গ্র্যান্ট। গুলির শব্দ এল এবং আরও এক ইন্ডিয়ানকে পড়ে যেতে দেখল। জবাবে ইন্ডিয়ানরাও সমানে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। রেনারের ঘোড়া রিজের ওপাশে চলে গেছে বলে ওকে আর দেখতে পাচ্ছে না গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। সম্ভবত এক মাইলেরও বেশি দূরে সরে গেছে সে এখন।

অ্যাপাচিদেরকে গ্র্যান্টের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। দ্বিতীয় ঘোড়ায় চড়ে ম্যাকলেইন তখন লড়াইক্ষেত্র থেকে দূরে, আরও দূরে সরে যাচ্ছে ঝড়ের গতিতে। এখন আর মরিস রেনারের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না কাউবয়।

স্বল্পবুদ্ধির দানব, মরিস রেনারের রাইডিঙের সমাপ্তি ঘটেছে। ভারাক্রান্ত মনে এগিয়ে চলেছে গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন।

দশ

বাঁ দিকে তাকাল ক্যারি জর্ডান, মনে মনে গন্তব্যে পৌঁছার রুটের ছবি আঁকল। বুঝতে পারছে ফোর্ট কোচিস থেকে ওরা পশ্চিমে সরে এসেছে। গ্র্যান্টের পরিকল্পিত পথে গেলে একদিনেই মরুভূমি পার হয়ে যাওয়া যেত। এখন ওদের অতিরিক্ত একটা কঠিন দিন পার করতে হচ্ছে পথে। নতুন কোন ঝামেলা না হওয়ায় বিকেল নাগাদ মরুভূমির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ওরা। দূরের ভ্যালিটা দেখা যাচ্ছে। ব্যাডল্যান্ডস। ওটা দিয়েই ওয়াইল্ডারনেস যেতে হবে। ইশারায় বেনকে কাছে ডাকল হাফব্রীড।

'কি বলছ?' ঘোড়া হাঁকিয়ে ওর পাশে পৌঁছল বেন।

'আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব,' বলল সে। 'আমাদের কথামত চলার ইচ্ছে জেফের কতটা আছে, সেটা এখনই বাজিয়ে দেখা উচিত, কি বলো?'

'তোমার কি মনে হয় ও আমাদের নির্দেশ শুনবে? টেক্সানটাকে ফেলে রেখে আসার সময় তো ও প্রায় পাগলা খুনীর মত হয়ে উঠেছিল।'

'ওকে দমিয়ে রাখার দুটো অস্ত্র আছে আমাদের। একটা হলো মেয়েটার প্রতি ছোকরা দুর্বল। আর দ্বিতীয়টা হলো, বিসবীতে জুয়াড়ী খুন হবার ব্যাপারে ও এখনও নিজেকেই দোষী ভাবছে। কাজেই ও আমাদের জন্যে কোন ঝামেলা হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া ব্যাটাচ্ছেলে খুব ভাল করেই বোঝে মেয়েটাকে আমরা পুরস্কারের

হাতে পাবার পরই কেবল ওর বাবার কাছে যেতে দেব। কাজেই আশা করা যায় ও আমাদের নির্দেশ মতই চলবে। ছেলেটা গিয়ে ওর বাবাকে নিনার কথা জানাবে, আমার মনে হয় তাহলে বুড়ো আমাদের চালে কুপোকাৎ হবেই।'

কথার ফাঁকে মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছে সে নিনার দিকে। লোভীর দৃষ্টিতে। চরম ক্লান্তি আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় আচ্ছন্নের মত সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে মেয়েটি। শূন্য দৃষ্টি। 'আমার পা ধরে করুণা ভিক্ষে করার সময় এসে পড়েছে তোমার, সুন্দরী,' অস্ফুটে উচ্চারণ করল সে।

জেফের পাশে ঘোড়া নিয়ে চলে এল হাফব্রীড। চোখাচোখি হতে ওকে একপাশে সরে আসতে ইঙ্গিত করল।

'কি?' প্রশ্ন করল যুবক।

'তুমি নিশ্চই চাও মেয়েটি সুস্থ শরীরে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাক, সানি?'

'আমার ইচ্ছে ভিন্ন কিছু নয়, সেটা খুব ভাল করেই জানো তোমরা।' কড়া গলায় বলল জেফ। 'কিন্তু, তোমরা আসলে যে কি চাও, সেটাই আমার জানা নেই। ড্যাম ইউ!' নিজের অক্ষমতার খেদ গোপন করল না যুবক। 'তবে জেনে রেখো, তোমাদের কোন রকম শয়তানী চালের সাথে আমি আর নেই।'

'থাকলেই ভাল করবে,' ধারাল কণ্ঠে বলল জর্ডান। 'নইলে মেয়েটার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

'আমাকে কি করতে বলো তোমরা?' কণ্ঠের আগের ধার হারিয়ে ফেলল যুবক। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে।

'বুঝতে পেরেছ তাহলে?' বিটকেল হাসি দিয়ে বলল বেন, 'আমি জানতাম, তুমি একটু নরম টাইপের।'

'ব্যাপার তেমন কিছুই নয়,' বলল জর্ডান। 'তুমি কেবল টাকসান

গিয়ে বুড়ো ডেভিসকে বলবে, তার আদরের দুলালীকে এখন আমরা পুষছি, মাত্র কুড়ি হাজার ডলার পেলে খুশি হয়ে তাকে ছেড়ে দেব।'

'পাগল নাকি?' অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল যুবক। 'সে কখনও দেবে না এত টাকা।'

'দিলে তারই মঙ্গল হবে,' অর্থপূর্ণ হাসি দিল জর্ডান। 'আর যদি রাজি না হয়, তাহলে মেয়েটির পরিণতির কথা ভাবতে আমারই খারাপ লাগছে। যাবার আগে আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে তোমাকে নিনা কিছু একটা দেবে। চাইলে দু'কলম লিখেও দিতে পারে। ওটা নিয়ে যাবে তুমি। আমার দাবি জানাবে। পরিষ্কার বুঝিয়ে দেবে, মেয়েকে পেতে হলে টাকাসহ ডেভিসকে তোমার সাথেই আসতে হবে, একা। নো শেরিফ, নো পাসি। কোন রকম ডবলক্রসের চেষ্টা হলে কিন্তু মেয়েটা ভুগবে। সব তাকে ভালমত বুঝিয়ে বলবে তুমি।'

চিন্তিত মুখে নড় করল যুবক। 'আমার একটা অস্ত্র লাগবে।'

কয়েক মুহূর্ত ওপর দিকে চেয়ে রইল ক্যারি জর্ডান, ভাবখানা যেন এ ব্যাপারটা আগে মাথায় আসেনি ওর। 'নিশ্চই, নিশ্চই! টাকসান পৌঁছার আগেই অ্যাপাচি ওয়ারহূপগুলো যেন তোমাকে আটকাতে না পারে...' পেছন ফিরে নিজের হোলস্টার থেকে জেফের পিস্তল বের করে দিল সে।

'এই নাও, ধরো,' বলে নিচু করে ছুঁড়ে দিল ওটা। লুফে নিয়ে নিজের কোমরের বেল্টের সাথে অস্ত্রটা গুঁজে নিল যুবক। উত্তেজনায় চেম্বার পরীক্ষা করে দেখার কথাটা খেয়ালই করল না সে। হাসি ফুটল হাফব্রীডের মুখে। অভিনয় নিখুঁত হয়েছে তার। ছেলেটা কিছু অনুমানই করতে পারেনি।

'ইন্সট্রাকশনগুলো আমি বরং লিখেই দেই,' স্যাডলব্যাগ থেকে একটা নোটবুক এবং পেন্সিল বের করল সে, তারপর পেন্সিলের শিশ ভেজানোর জন্যে জিভের ডগায় ছোঁয়াল। এই ফাঁকে চোখের ইশারায়

বেনকে চুপচাপ থাকতে বলল। ওদিকে জেফ কার্থ নিজের ঘোড়া নিনা আর ওদের দু'জনের মাঝামাঝি নিয়ে এসেছে। হঠাৎ করেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'জর্ডান! বেন! তোমাদের গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলে দাও।'

কপট বিস্ময়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জর্ডান। দেখতে পেল, পাথরের মত স্থির হাতে তার এবং বেনের মাঝ বরাবর পিস্তল তাক্ করে রেখেছে যুবক। অনড় বসে রইল জর্ডান, মুখে হাসি।

'তোমরা আমার কথা শুনেছ!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল জেফ। 'তিন পর্যন্ত গুনব আমি, যদি তার মধ্যে গানবেল্ট খুলে না ফেলেছ, তাহলে তোমাদের গুলি করে নিজেই খুলে নেব আমি।'

ঘাড়ের ওপর দিয়ে নিনাকে বলল, 'আমার সঙ্কেত শোনামাত্র ঘোড়া ছোটাবে তুমি সোজা দক্ষিণে, বুঝতে পেরেছ?'

বিভ্রান্ত নিনা নড্ করল। জেফের মরিয়া চালে কাজ হবে কিনা ভাবছে।

'গাধামি থামাও এবার!' কঠিন কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল জর্ডান। 'কি মনে করেছ তুমি আমাকে, অ্যাঁ! তোমার আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই লোড করা পিস্তল তুলে দেব তোমার হাতে?'

যুবকের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল পলকে। সব রক্ত শুষে নিয়েছে যেন কেউ। কোনরকমে একটা ঢোক গিলল। ট্রিগার টিপে সিক্সগানের 'ক্লিক্!' বিদ্রূপ শুনল, পর মুহূর্তে হতাশায় কালো করে ফেলল মুখ।

হাফব্রীডটা সব সময় সব কিছুতে ওর থেকে এগিয়েই থাকল। প্রচণ্ড ক্ষোভে চিৎকার করে উঠে স্পার দিয়ে ঘোড়ার পেটে জোরে আঘাত করল জেফ। ভড়কে গিয়ে জন্তুটা সামনে লাফ দিল। একই সঙ্গে সিক্সগানটা জোরে ছুঁড়ে মারল সে। ঠকাশ্ করে পড়ল সেটা বেনের কপালে। বাড়ি খেয়ে পড়ার হাত থেকে কোনমতে নিজেকে সামলাল লোকটা। মাথা ঘুরছে তার বন্‌বন্ করে। পর মুহূর্তে জর্ডানকে লক্ষ্য করে

ঝাঁপ দিল যুবক।

দ্রুত নিজের পিস্তল বের করে নিল হাফব্রীড, যুবকের বুক বরাবর তুলল। 'আচ্ছা! এতই সেয়ানা ভেবেছ তুমি নিজেকে!' বলেই টেনে দিল ট্রিগার। মাটিতে পড়ে গেল যুবক। ঠিক কোথায় লাগল গুলি বোঝা গেল না। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গেল ও সাথে সাথে।

বুকের গভীর থেকে উঠে আসা তীক্ষ্ণ, আতঙ্কিত চিৎকারটা থামাতে ব্যর্থ হলো নিনা ডেভিস্। বিদ্যুৎগতিতে হাত চালাল জর্ডান। চড়াৎ করে চড় কষিয়ে দিল ওর গালে। চিৎকার থেমে গেল মেয়েটির। চোখ বড় করে অপলক তাকিয়ে থাকল সে নিশ্চল জেফ কার্থের দিকে। নিঃশব্দে ফোঁপাতে থাকল।

চুলের কিনারা বরাবর কপালের সুপারিটা ধীরে ধীরে ডলছে বেন। চামড়া থেঁতলে গেছে ওখানটার, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। বিরক্তির সাথে জেফকে দেখছে জর্ডান। মাটিতে যে ভঙ্গিতে পড়েছে, তেমনি পড়ে আছে সে।

'মরে গেল নাকি?' কপাল ডলতে ডলতে বলল গালকাটা।

'জানি না!' খেঁকিয়ে উঠল হাফব্রীড। 'গেলেইবা কি? ডবলক্রসের ব্যাপারে ওকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি আমি!'

নীরবে কাটল কয়েক মুহূর্ত। বেনই নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করল, 'এখন আমরা তাহলে কি করব?'

উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেল জর্ডান, দূরে ছুটন্ত কিছু চোখে পড়তেই জমে গেল মুহূর্তের জন্যে। তারপর দুর্বলভাবে হাত তুলে নির্দেশ করল সেদিকে, বলল, 'ওই যে তোমার উত্তর আসছে। ছোটো!'

ঘুরে তাকাল বেন। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হবার দশা হলো ধুলোর মেঘ দেখে। একটা রিজের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে একদল অ্যাপাচি। আঁতকে উঠল সে। জেফের ওপর ঝুঁকে রক্ত পরিষ্কার করতে থাকা নিনার উদ্দেশে খিঁচিয়ে উঠল, 'ঘোড়ায় উঠে পড়ো!' নড়ল

ন্য মেয়েটি। রাগে গা জ্বলে গেল গালকাটার। ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল। 'কথা কানে যায় না?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে যুদ্ধ শুরু করে দিল নিনা। 'বেঁচে আছে! ও বেঁচে আছে! দয়া করো, ওদের হাতে মরার জন্যে ওকে এখানে ফেলে যেয়ো না!'

'কি করতে বলো আমাকে? ওকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাব নাকি?' বলতে বলতে ওকে ঠেলে, ধাক্কিয়ে ঘোড়ায় তুলে দিল লোকটা। পেছন দিকে প্রচণ্ড চাপড় খেয়ে লাফ দিল নিনার ঘোড়া, ছুটল পড়িমড়ি। একই সাথে বেন চড়ে বসল নিজের স্যাডলে। প্রাণপণে ছুট লাগাল মরুভূমির প্রান্ত লক্ষ্য করে। ওই পর্যন্ত যেতে পারলেই হলো। ওয়াইল্ডারনেস ক্যানিয়ন ধরে পৌঁছে যাবে ওরা নিরাপদ ঠিকানায়।

এগারো

সূর্যের মগজ গলানো নির্দয় তাপের মধ্যে দিয়ে সারাদিন অ্যাপাচি মাসটাঙটাকে ছুটিয়েছে গ্র্যান্ট। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওটা। প্রচণ্ড ধকলে ওর নিজের শরীরও বশে থাকতে চাইছে না আর, তবু ছুটছে। মাঝে মাঝে নেমে ট্রেইল দেখে নিচ্ছে ভাল করে।

জর্ডানদের ট্রেইল অনুসরণ করতে গিয়ে একদম সোজা-সাপ্টা এগিয়েছে হুয়ানো। নিজেদের ট্রেইল গোপন করতে চেষ্টাই করেনি। আর কেউ ওদের অনুসরণ করতে পারে এমন চিন্তাই হয়তো করেনি ব্যাটারা। কিন্তু ট্রেইলটা ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিমে মরুভূমির গভীরে সরে

গেল কেন, কিছুতেই বুঝতে পারছে না গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। এ তো ফোর্ট কোচিসের পথ নয়!

চারদিকের লে আউট নিয়ে ভাবতে শুরু করল ও। ফোর্ট কোচিস এখান থেকে সোজা দক্ষিণ-পুবে, অথচ ট্রেইল সেদিকে যায়নি, কেন? বুঝল, আসলে জর্ডানরা সরাসরি টাকসান যাবে না। অর্থাৎ এদিকের আর একটি মাত্র জায়গা বাকি থাকে ওদের যাওয়ার—ওয়াইল্ডারনেস! জায়গাটা কাছেই। তাই হবে, আপনমনে মাথা ঝাঁকাল টেক্সান। এই ট্রেইল স্বাক্ষী, ওরা ওয়াইল্ডারনেসেই গেছে। মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল তার।

আকাশের পটভূমিতে যেন দূর থেকে দেখে না ফেলে কেউ, সে জন্যে খুব সাবধানে এগিয়ে একটা হগব্যাক রিজের ওপর উঠে ঘোড়া থেকে নামল টেক্সান। ওটাকে একটা ঝোপের আড়ালে বাঁধল। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দুই কনুই আর হাঁটুর সাহায্যে ধীরে ধীরে সামনে এগোল। রাইফেলটা দু'হাতের ওপর শুইয়ে রেখেছে আড়াআড়ি।

হিসেব অনুযায়ী হুয়ানোর দল সামনেই কোথাও ঘাপ্টি মেরে আছে। গ্র্যান্ট যদি তাদের পার হয়ে আসার চেষ্টা করত, তাহলে রেনারের আত্মত্যাগ এবং ওর নিজের পরিশ্রম সব এতক্ষণে মাটি হয়ে যেত। রিজের ক্রেস্টে পৌঁছে খুব সাবধানে মাথা তুলল ও। নিচের দিকে তাকাতেই মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট বিস্ময় ধ্বনি বেরিয়ে এল।

'মাই গড!' জোরে শ্বাস টানল ও। উত্তপ্ত পাথরের ওপর যেখানে সে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, তার ঠিক সরাসরি নিচে হুয়ানো ও তার সঙ্গীদের দেখা গেল একটা সাগুয়ারো ক্যাকটাস ঝোপের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ানো। কে একজন পড়ে আছে কাঁটাওয়ালা ঝোপটার ওপর। ছুঁচলো শক্ত কাঁটার বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে লোকটাকে। ভাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল টেক্সান—জেফ!

ঝোপের ওপর পড়ে আছে যুবক। তীব্র যন্ত্রণায় চোখ মুখ কুঁচকে

আছে তার। চুল রক্তে মাখামাখি হয়ে মাথার সাথে লেপ্টে আছে। হুয়ানো কিছু একটা যুবকের মুখের সামনে দোলাচ্ছে, আরেকজন ওর মাথা পেছন থেকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছে। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে হুয়ানোর হাতের জিনিসটা দেখার চেষ্টা করল গ্র্যান্ট।

একটা পুরুষ র‍্যাটল ওটা। সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত! ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপটার জিভ থেকে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে। লক লক করছে। সাপটাকে একেকবার জেফের মুখের ইঞ্চি খানেকের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে হুয়ানো, আর যুবক মাথা পেছনে সরাবার মরিয়া চেষ্টা করছে—এতে ক্যাকটাসের কাঁটাগুলো দ্বিগুণ বিঁধছে ওর শরীরে।

প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে হুয়ানো। 'বলো আমাকে! মেয়েটা এত মূল্যবান কেন?'

'জাহান্নামে যাও!' সাপের জিভ প্রায় তার নাক চাটার দূরত্বে পৌঁছতে যতটা সম্ভব মাথা পেছনে সরিয়ে কোনমতে উচ্চারণ করল জেফ।

'বলো!' হিসিয়ে উঠল হুয়ানো। সরীসৃপটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে ধরল। নড়ার চেষ্টা করতেই অসংখ্য কাঁটার দংশনে কাতরে উঠল জেফ।

'বলো!' আবার হাঁক ছাড়ল সে। 'ওরা টাকসানের দিকে গেছে, না ক্যানিয়নের শহরে গেছে? বলো!'

দাঁতে দাঁত চাপল ম্যাকলেইন। এইবার বাগে পাওয়া গেছে হুয়ানো হারামজাদাকে। এবার ওর একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। দলটার আরও কাছে পৌঁছার জন্যে হামা দিয়ে এগোতে শুরু করল পাঞ্চার। চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

'ওরা-ওরা টাকসানের দিকে গেছে।'

'মিথ্যে বলছ তুমি!' গরগর করে উঠল লোকটা। 'অন্য কোথাও গেছে ওরা। সত্যি কথা বলো, নইলে তুমি মরবে।' সাপটাকে ফের

বাড়িয়ে ধরতে গেল সে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। বুলেটের আঘাতে ওটার মাথা হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পরের বুলেট হুয়ানোর লাল দু'চোখের মাঝখানটায় ফুটো করে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে উল্টে পড়ে গেল সে হুড়মুড় করে। তৃতীয় এবং চতুর্থ বুলেট দুটো হুয়ানোর ডান এবং বাঁ পাশের দুই যোদ্ধাকেও শুইয়ে দিল।

'গ্র্যান্ট!' ফুঁপিয়ে উঠল যুবক ওকে দেখতে পেয়ে।

ওদের দশ ফুটের মধ্যে এক বড়সড় পাথরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে কাউবয়। রাইফেলের নিখুঁত নিশানায় মুহূর্তে আরও দু'জনের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল সে।

চোখের সামনে নিজেদের এতজনকে আছড়ে পড়তে দেখে ঘোর কাটল অন্যদের। প্রাণের তাগিদে জেফকে ছেড়ে হয় সিধা মাটিতে শুয়ে পড়ল বিভ্রান্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত অ্যাপাচিরা, নয়তো আড়াল পাবার আশায় পাগলের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল। তার মধ্যেও এক গোঁয়ার কয়েক পা দৌড়ে এসে গ্র্যান্টকে লক্ষ্য করে মাথা সোজা রেখে লম্বা ডাইভ দিল।

হাঁটুতে ভর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে রাইফেল ঘোরাল সে, ট্রিগার টেনে দিল। মাঝপথেই অ্যাপাচিকে পেয়ে গেল বুলেটটা। উড়িয়ে নিয়ে শুকনো পাতার মত আছড়ে ফেলল একপাশে। অন্যেরা নিজেদের মান্ধাতা আমলের বন্দুক অথবা তীর দিয়ে গ্র্যান্টকে নিশানা বানাবার চেষ্টায় কসুর করছে না।

মাথা নুইয়ে এঁকে বেঁকে দৌড়ে চলে এল ম্যাকলেইন অসহায়ভাবে পড়ে থাকা জেফ কার্থের পাশে। পথে অ্যাপাচিদের একটা বুলেট ওর শার্টের হাতায় ছোট্ট ফুটো করে দিল। ছুরি দিয়ে দ্রুত জেফকে বাঁধন মুক্ত করে দিল ম্যাকলেইন।

কয়েক গড়ান দিয়ে পড়ে থাকা এক অ্যাপাচির রাইফেল তুলে নিল

জেফ, তারপর দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে আসতে থাকা দুই যোদ্ধাকে নিকেশ করার জন্যে পুরানো মডেলের অস্ত্রটার বোল্ট টানতে থাকল। একজন কয়েক পা দৌড়ে হঠাৎ করে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল গ্র্যান্টের গুলি খেয়ে। মনে হলো কোন অদৃশ্য দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়েছে। তারপর পা মুড়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, একটা খিঁচুনি দিয়েই শান্ত হয়ে গেল।

অন্যজন সময় বাঁচাতে ওকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল। চট্ করে রাইফেল ঘুরিয়ে ধরল টেক্সান। উড়ে আসতে থাকা অ্যাপাচির বড়সড় নারকেলের মত মাথাটা সই করে গায়ের জোরে চালাল ওটার ভারী বাঁট। মাঝপথে 'ঠাস্!' করে আওয়াজ উঠল সংঘর্ষের, যেন কাঠে কাঠে বাড়ি খেয়েছে। পাকা তরমুজের মত বিস্ফোরিত হলো লোকটার মাথা। ছিট্‌কে বেরিয়ে এল রক্ত, হাড়ের কণা আর হলুদ মগজ।

শত্রু সব খতম হয়েছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ম্যাকলেইন। পায়ে পায়ে যুবকের পাশে এসে দাঁড়াল। বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি এখনও জেফের। হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে ওর মুখের দিকে।

'জীবনেও এরকম ঘটনা দেখিনি আমি, শুনিওনি। ধরেই নিয়েছিলাম তুমি শেষ হয়ে গিয়েছ,' খুশির চোটে এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলে ফেলল যুবক।

'আর একটু হলে তাই হত অবশ্য,' হাত দিয়ে মৃত হুয়ানোকে দেখাল টেক্সান। 'ও যদি ওই ব্যাটলারটা নিয়ে তোমার সাথে ব্যস্ত না থাকত...'

'আমি বুঝতে পারছি, গ্র্যান্ট,' শান্ত কণ্ঠে বলল জেফ। 'তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সময় মতই এসেছ তুমি। আরেকটু দেরি হলেই...'

'বাদ দাও ওসব। তুমি ঠিকঠাক আছ তো? কোথায় কোথায় লেগেছে...'

'ও কিছু নয়। সেরে যাবে,' মৃদু হাসি দিয়ে বলল জেফ।

'এবার বলো কি ঘটেছে, তুমি একা কেন?'

যা যা ঘটেছে গড় গড় করে বলে গেল যুবক। নীরবে শুনল ম্যাকলেইন। মাঝে মাঝে মাথা দোলাল। ক্রমে চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার। তাই দেখে জেফের পর্যন্ত গায়ে কাঁটা দিল।

'ব্যাটার ভাগ্য খারাপ বলে তুমি নাগাল পেয়েছ ওর,' মৃত হুয়ানোর দিকে এক নজর তাকিয়ে মন্তব্য করল যুবক। 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না কেন ও আমার পেছনে সময় নষ্ট করল? কেন জর্ডান, বেনদের পিছু নিল না?'

'কিছু লোকের জন্মই হয় বিষাক্ত, নীচ প্রবৃত্তি নিয়ে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল গ্র্যান্ট। 'সে অ্যাপাচি কি সাদা, দুটোই হতে পারে। নিরুপায়, অসহায়ের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে মজা পায় তাদের অনেকে।' থুত্‌নি দিয়ে হুয়ানোকে দেখিয়ে বলল, 'ও ছিল তাদেরই একজন। এরকম বিকৃত আনন্দ সে প্রায়ই উপভোগ করত।'

চারপাশে দেখে নিল কাউবয়। 'যত রাইফেল, বন্দুক, গুলি আছে, সব কুড়িয়ে নাও। তীর-ধনুক যা পাও, একটা একটা করে সব ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলো। আমি ওদের ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করছি। কারও কাজে লাগার জন্যে কিছুই ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না।'

জেফের চোখে প্রশ্ন দেখে চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল গ্র্যান্টের। 'লড়াই শেষ হয়ে গেছে ভাবছ নাকি তুমি? আরে না! আমার ট্রেইল ধরে আরও একদল আসছে। এখানে পৌঁছে ওরা এসব হাতে পেলে আমাদের জন্যে সেটা খুব সুখের হবে না।'

নিচের একটা ওয়াশের কাছে লুকিয়ে রাখা অ্যাপাচিদের পনিগুলো খুঁজে নিয়ে এল গ্র্যান্ট। এদিকে জেফ কাঁটার খোঁচায় জর্জরিত দেহ নিয়ে কোনমতে টেনে টেনে অ্যাপাচিদের বন্দুকগুলো জড়ো করল। একটা স্যাডলব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল সে ওগুলোকে। ওদের একটা পনি, সম্ভবত হুয়ানোর মাসটাঙ হবে, ওটার স্যাডলহুকে নিজের গানবেল্টটা

পেয়ে কোমরে বেঁধে নিল ম্যাকলেইন। আরেকটা বেল্ট ছুঁড়ে দিল জেফকে। উরুতে ওটার স্ট্র্যাপ বাঁধতে বাঁধতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল যুবকের মলিন মুখ।

'এবার!' দৃঢ় তার সাথে এমনভাবে বলল সে, মনে হলো যেন শপথ বাক্য পাঠ করছে। 'মিস্টার ক্যারি জর্ডান, আমার হাতের এই পিস্তলটা কিন্তু লোড করা!'

কাজ শেষে যাত্রার জন্যে তৈরি হলো ওরা দু'জন। গ্র্যান্ট ওর পনির মুখ ঘুরিয়ে নিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, তারপর রওনা হয়ে পড়ল। ওর পাশে থাকল জেফ কার্থ, পেছনে মৃত অ্যাপাচিদের ঘোড়ার মিছিল।

বারো

এনিথিং গোজ ইন ওয়াইল্ডারনেস!

রাস্তার একধারে অযত্নে লেখা সাইনবোর্ডটা দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা না বলে বরং ট্র্যাক বললেই মানানসই হবে। অপরিকল্পিতভাবে তৈরি এলোমেলো দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো বিল্ডিঙের উত্তর দিক দিয়ে চলে গেছে ওটা। ওয়াইল্ডারনেসের প্রধান সড়ক।

ক্যানিয়নের ঢাল বেয়ে ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে ছোট শহরটা। বড় বড় যে দু'চারটা পাথরের বিল্ডিঙ আছে শহরে, তার একটা হচ্ছে সেলুন, অন্যটা স্টেবল। ক্যানিয়নের দক্ষিণ প্রান্তে জীর্ণ এক ফুটব্রীজ। ছোট, তবে গভীর একটা গালি পারাপারের জন্যে আছে ওটা।

শহরের রাস্তায় মানুষের আনাগোনার কমতি নেই। সবাই যে যার

পছন্দের অস্ত্র লোড করা অবস্থায়ই সাথে নিয়ে চলাফেলা করছে। কারণ আউটলদের এই শহরে একটাই আইন প্রচলিত—গান ল। জাজ আছে একজন—নাম কোল্ট। নিজের যেমন ভাল মনে হয় তেমন তার বিচার -আচার। তার রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলে না এখানে।

শহরের উত্তর সীমানা। স্লোপের ওপর উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে একটা হোটেল। তার এক ছোট কেবিন। কেবিনের ভেতরটা পুরু ধুলোয় ঢাকা। আলো বাতাস ঢোকার তেমন ভাল ব্যবস্থা নেই। খান কতক যেমন-তেমন চেয়ার, এক পা খাটো একটা টেবিল। একটা মোমবাতি দাঁড়িয়ে আছে ওটার ওপর। এক কোণায় এবড়োখেবড়ো সিঙ্গল বাঙ্ক—এই হচ্ছে ভেতরের ফার্নিচার। কেবিনের জানালা দিয়ে সামনের খোলা জায়গা এবং শহরের অনেকখানি দেখা যায়।

'শহরটা দেখতে বেশ চমৎকার, জর্ডান,' মন্তব্য করল বেন। 'কে আসছে-যাচ্ছে সব দেখা যায়। আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কারও বাপেরও সাধ্য নেই এখানে পৌঁছায়!'

'জানি। কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার জোগাড় করা দরকার আমাদের, সেই সাথে কিছু ড্রিঙ্কস,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ক্যারি জর্ডান। 'কতদিন এখানে বসে থাকতে হয়, কিছুই বলা যায় না।'

খালি বাঙ্কটার ওপর ঘাড় গুঁজে বসে আছে নিনা। ব্যাডল্যান্ডের উঁচু নিচু, এবড়োখেবড়ো পথ ধরে দীর্ঘ যাত্রায় শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে ওর। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে জীবনের সব আশা ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। এই খুনীদের হাত থেকে পালাবার কোন পন্থাও জানা নেই, তাই মুখ শুকিয়ে আছে অজানা আশঙ্কায়।

ক্যারি জর্ডানকে মতলবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুকের ভেতর ভয়ে কাঁপন ধরে গেল নিনার। জীবনে এমন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা এই প্রথম। জেফ কার্থের চেহারা বারবার ভেসে উঠছে ওর চোখের সামনে। অল্প সময়ে বড় আপন করে নেয়া যুবকের কথা ভেবে চিনচিন

করছে বুকের মধ্যে। বেচারী জেফ! বেঁচে আছে ও এখনও?

গানবেল্ট পরে নিয়ে দরজা খুলল বেন। 'আমি যাই দেখি, কিছু নিয়ে আসি গিয়ে। শহরবাসীর আলোচনার বিষয় কি, সেটাও জানা প্রয়োজন।' বলল বটে, কিন্তু বাইরে যেতে হচ্ছে বলে খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হলো না তাকে। 'সময় লাগতে পারে আমার ফিরতে,' দরজা পেছনে ঠেলে দেবার আগে চোখ মট্‌কাল লোকটা জর্ডানের উদ্দেশে।

ঘাড় কাত করে তার চলে যাওয়া দেখল জর্ডান। তারপর কড়া চোখে ঘুরে তাকাল মেয়েটির দিকে। কুঁকড়ে গেল নিনা। বাঙ্কের এক কোণে সরে জড়সড় হয়ে বসল।

'তুমি বেঁচে আছ শুনলে ভীষণ অবাক হবে তোমার বাবা। এতদিনে সে নিশ্চই ধরে নিয়েছে তুমি বেঁচে নেই,' উঠে পায়চারি করতে করতে বলল জর্ডান।

মুখ তুলে তাকে দেখল মেয়েটি। থমথমে কণ্ঠে বলল, 'আমিও নিজের মৃত্যুই কামনা করছি এখন।'

'এভাবে কেন বলছ, লক্ষ্মী সোনা!' গলা খাদে নামিয়ে বলল হাফব্রীড, 'পরস্পরকে জানা-শোনার জন্যে প্রচুর সময় পাব এখানে তুমি আর আমি!'

শিউরে উঠল মেয়েটি। উত্তর দিল না কোন।

সাড়া না পেয়ে ক্ষুব্ধ হলো হাফব্রীড। 'আমাকে পছন্দ করতে চেষ্টা করলেই বরং মঙ্গল হবে তোমার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে। 'এখান থেকে যাবার সময় অনেক মধুর স্মৃতি নিয়ে যেতে পারবে!'

'কক্ষনো না!' সাহস সঞ্চয় করে ঝামটা মারল নিনা। কামরার আরেক পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'বসো। বসে পড়ো মেয়ে!' ধমকে উঠল লোকটা। 'তোমাকে মার লাগাতে চাই না আমি।'

'দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে আমার,' ভয় আড়াল করার চেষ্টা

করল নিনা।

শ্রাগ করল জর্ডান। 'পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটার মীমাংসা করার জন্যে প্রচুর—প্রচুর সময় আছে আমার হাতে। একদিন সময় আসবে, যখন একটু ভাল ব্যবহার পাবার জন্যে তুমি আমার করুণা ভিক্ষা চাইবে, বুঝলে?'

'কেন আমাকে আটকে রেখেছ?' হতাশায় চিৎকার করে উঠল নিনা। 'বলেছি তো আমি ড্যাডিকে বলে তোমাদের পুরস্কারের টাকা পাইয়ে দেব। তারপর সেটা নিয়ে তোমরা তোমাদের পথ ধরবে, তবু কেন...!' গলা বুজে এল মেয়েটির।

একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে হাত দুটো ঘাড়ের পেছনে রাখল জর্ডান। 'আমরা?' বিস্মিত হলো যেন সে। 'তুমি ভাবছ আমি ওই উজবুক গালকাটার সাথে টাকা ভাগাভাগি করব? তোমার মাথা বোধহয় ঠিক নেই গা-র্লি। আমি তো বসে আছি ও যে মুহূর্তে ভেতরে আসার জন্যে দরজা খুলবে—সেই মুহূর্তে ওর বাতি নিভিয়ে দেব বলে। সিংহ কখনও শেয়ালকে ভোগে অংশীদার করে বলে শুনেছ তুমি?' মুখের কোণে ঠাণ্ডা, কুটিল হাসি ঝুলিয়ে তাকিয়ে থাকল সে নিনার দিকে।

হঠাৎই কি মনে করে উঠে দাঁড়াল। চিন্তিত মুখে পায়ে পায়ে পেছনের দরজার দিকে এগোল। ছিট্‌কে সরে গেল নিনা বাঙ্কের দিকে। খেয়ালই করল না হাফব্রীড। পেছনের দরজা খুলে বাইরে তাকাল। এদিকটায় শুধু পাথর আর পাথর। ঢেউ খেলানো ঢাল উঠে গেছে পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে। বিভিন্ন আকৃতির পাহাড় সব, বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এদিকে কোন বসতি নেই, তাই সাধারণ মানুষের চলাচলের কোন পথও নেই। ব্যাডল্যান্ডস! প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে ওর মাঝামাঝি স্থানে গামলার মত দেখতে প্রায় গোলাকার একটা জায়গা।

রকবাউল!

চারদিক থেকে ঢালু হয়ে বেশ খানিকটা নেমে গেছে মাঝখানটা।

শ'চারেক ফুট প্রশস্ত বাউলের তলা। মেঝেতে ছোট ছোট নুড়ি পাথরের কার্পেট বিছানো। বৃষ্টির পানি সরে যাবার জন্যে ছোট বড় বেশ কয়েকটা ফাটল রয়েছে। পথ চেনা থাকলে ওগুলোর কোন কোনটা দিয়ে বেরিয়ে অনায়াসে ক্যানিয়নে পৌঁছানো যায়।

উঁচু নিচু রিজ, ছোট বড় ক্রেস্ট, বিভিন্ন আকৃতির বোল্ডার ইত্যাদি ছড়ানো ছিটানো চারদিকে। লুকিয়ে থাকার চমৎকার জায়গা! পাহাড় শ্রেণীর ওদিকে আবার সমতল জায়গা।

খুশি হয়ে উঠল হাফব্রীডের মনটা। বলা যায় না কিছু! আগে থেকে সাবধান থাকা প্রয়োজন। আগের হাসিটা আবার ফিরে এল জর্ডানের মুখে। বসল আবার এসে চেয়ারটায়। বেনের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে নিশ্চিন্ত মনে।

টাকসান।

নিজের ভাড়া বাসার পেটিওতে এসে দাঁড়াল নিনার বাবা, মার্ক ডেভিস। মানুষটা খাটো, গাট্টাগোট্টা। ষাটের মত বয়স। চওড়া কপালের নিচে চোখজোড়া ছোট, ধূর্ত। চাল-চলন, আচরণ, সবকিছুতে একটা উদ্ধত ভাব ফুটে রয়েছে মানুষটার। অহঙ্কারী, তিরিক্ষি। কথায় কথায় মেজাজ দেখানো স্বভাব।

গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরের বছর পশ্চিমে আসে মার্ক ডেভিস। সঙ্গে ছিল মাত্র দুটো খচ্চর আর একটা দুধেল গাই। বিশের মত বয়েস তখন মার্কের। সেই মানুষটিই চল্লিশ বছর পর আজ অ্যারিজোনার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চের মালিক।

পেটিওতে দাঁড়ানো সাদা চুলের বৃদ্ধকে দেখল সে চোখ কুঁচকে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় বহুদূর থেকে এসেছে মানুষটা, ঘোড়া ছুটিয়েছে পূর্ণ গতিতে। শার্ট ঘামে আর ধুলোয় একাকার। ঘুমের অভাবে তার দু'চোখ জবা ফুলের মত লাল হয়ে আছে। ক্লান্তিতে সোজা দাঁড়িয়ে

থাকতেও কষ্ট হচ্ছে, টলছে একটু একটু।

'মিস্টার ডেভিস?' বলল বৃদ্ধ।

ওপর নিচে মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার।

'অনেক দূর থেকে এসেছি আমি তোমার মেয়ের খবর নিয়ে।'

'নিনা!' বিস্ময়ে, উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল সে। আগন্তুকের বাকস্কিন শার্ট খাবলে ধরল মুঠো করে। 'কি—কি খবর! কোথায় আছে আমার মেয়ে? কি জানো তুমি ওর সম্বন্ধে? দেখেছ ওকে?'

দৃঢ় হাতে নিজেকে মুক্ত করে নিল বৃদ্ধ। 'শান্ত হও। নিনা সম্পর্কে সব জানাব বলেই অ্যাপাচি ওয়েলস থেকে ছুটে এসেছি আমি।'

'অ্যাপাচি···!' একটু যেন চমকে উঠল মার্ক ডেভিস। 'কে তুমি, মিস্টার? কি নাম?'

'টার্নার, টেড টার্নার। প্রসপেক্টর।'

'তুমি দেখেছ আমার মেয়েকে?' উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছে র‍্যাঞ্চার। 'ও কোথায় আছে, অ্যাপাচি ওয়েলসে?'

'ওখানে ছিল। এ মুহূর্তে নেই। ওকে···'

'জলদি বলো!' লোকটা প্রায় ধমকে উঠল। 'কোথায় নিনা?'

অবাক হয়ে তাকে দেখল প্রস্পেক্টর। 'কেমন মানুষ তুমি, সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধ নেই! সেই খবর দেবার জন্যেই তো এত পথ ছুটে এলাম। ছোটাতে ছোটাতে পনিটাকে প্রায় মেরেই ফেলেছি, আর তুমি···যাকগে সে সব। শোনো, এক টেক্সান কাউবয় নিনাকে উদ্ধার করেছে অ্যাপাচিদের হাত থেকে। ওকে এখানে নিয়ে আসার পথে একদল স্কাল্পহান্টার ভিড়ে যায় ওদের সাথে। সবাই মিলে রাত কাটাবার জন্যে···'

বাধা দিল ডেভিস। 'টেক্সান কাউবয়?'

'হ্যাঁ। এক ডজন উইনচেস্টারের বিনিময়ে তোমার মেয়েকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে সে। অবশ্য ভেজাল মাল,' মৃদু হাসি ফুটল

টার্নারের মুখে। প্রশংসার হাসি। 'ছোকরা দুর্দান্ত সাহসী, বেপরোয়া। গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন নাম। দেখেশুনে ওকে বেশ ভালই লেগেছে আমার।'

'কি নাম?' গলা খাদে নেমে গেল র‍্যাঞ্চারের। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। মনে হলো কেউ বুঝি টেনে চড় কষে দিয়েছে তার গালে। 'গ্র্যান্ট···!!!'

'কি ব্যাপার?' কপালের অসংখ্য ভাঁজ আরও গভীর হলো বৃদ্ধের। 'তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? অসুস্থ বোধ করছ নাকি, মিস্টার ডেভিস?'

কি এক চিন্তায় ডুবে ছিল লোকটা, চমক ভাঙল প্রশ্ন শুনে। 'অ্যাঁ? না না, ঠিক আছি আমি। এই···কাউবয়ের নাম সম্পর্কে কোন ভুল হয়নি তো তোমার?'

'ভুল হবে কেন? নাম সে নিজের মুখেই বলেছে আমাকে!' চেহারায় চাপা বিস্ময় ফুটল টার্নারের। 'কিন্তু হঠাৎ এ সন্দেহ কেন জাগল তোমার?'

মনে হলো প্রশ্নটা শুনতে পায়নি সে। বিড়বিড় করে যেন নিজেকে শোনাল 'মনে হয় পুরস্কারের টাকাটার জন্যেই···' থেমে গেল লোকটা।

'হতে পারে,' মাথা ঝাঁকাল প্রসপেক্টর। 'ওই টাকার লোভে কতজনেই তো খুঁজতে বেরিয়েছে তোমার মেয়েকে। তবে গ্র্যান্টের সাথে এক রাত কাটিয়েছি আমি। আর যা-ই হোক, ছেলেটাকে লোভী মনে হয়নি আমার। বয়েস কম তো হলো না, অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের চেহারা দেখেও অনেক কিছু বুঝে নিতে পারি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মার্ক ডেভিস। আনমনে তাকিয়ে থাকল দূরের পাহাড়ের দিকে। সচকিত হলো এক সময়। 'ভেতরে এসো, প্লীজ। তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। খাওয়া-দাওয়া হয়নি নিশ্চই? এসো,' ঘুরে হাঁটা ধরল। মাথা নিচু করে ধীরপায়ে হাঁটছে সে, যেন কি এক চিন্তার ভারে নুয়ে পড়েছে মাথা।

বিস্ময় আরও বেড়েছে ততক্ষণে প্রসপেক্টরের. কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। নীরবে র‍্যাঞ্চারকে অনুসরণ করল।

আধ ঘণ্টা পর।

লিভিংরুমের পুরু গদিমোড়া দামী সোফায় র‍্যাঞ্চারের মুখোমুখি বসে আছে টেড টার্নার। রীতিমত জামাই আদর করে খাইয়েছে তাকে র‍্যাঞ্চার। এটা ওটা প্রশ্ন করে বাকি সব প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছে। শেষদিকে নিজের মেয়েকে বাদ রেখে অজস্র প্রশ্ন করেছে সে গ্র্যান্ট সম্পর্কে। আচমকা মানুষটার এমন পরিবর্তন দেখে বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েছে বৃদ্ধের।

প্রথম দেখার মুহূর্তের সেই উদ্ধত ডেভিসকে এর মধ্যে অনেকক্ষণ থেকে খুঁজে পাচ্ছে না টেড টার্নার। হঠাৎ করেই কি যেন এক বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে তার মধ্যে। সেটা কি, কেন, বুঝতে না পেরে অস্বস্তিতে পড়েছে প্রসপেক্টর। ঠাণ্ডা বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দেয়ার ফাঁকে তাকে দেখছে সে। ভীষণ রকম চিন্তিত আর স্থির র‍্যাঞ্চার। কথা নেই মুখে। ভেতরে নিশ্চই কিছু একটা রহস্য আছে, ভাবল বৃদ্ধ।

'তোমার বোধহয় ফোর্ট কোচিসে এখনই টেলিগ্রাম করা উচিত, মিস্টার ডেভিস,' বলল সে। 'গ্র্যান্ট নিনাকে নিয়ে ওখানে পৌঁছল কি না জানা দরকার। যদি না পৌঁছে থাকে. বুঝতে হবে গ্র্যান্টের কোন বিপদ ঘটেছে। বদমাশ দুটোর হাতে পড়েছে তোমার মেয়ে।'

মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। 'লোক পাঠিয়ে দিয়েছি টেলিগ্রাম করতে। বার্তার জবাব নিয়ে একবারে ফিরবে সে।'

'যদি গ্র্যান্টের খোঁজ না পাওয়া যায় ওখানে, তাহলে···' থেমে গেল বৃদ্ধ। ডেভিসকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে যোগ করল, 'হয়তো ওয়াইল্ডারনেসে পাওয়া যাবে অন্যদের।'

চমকে উঠল মার্ক। 'ওয়াইল্ডারনেস!'

'যুক্তি তাই বলে।'

চট্‌ করে উঠে দাঁড়াল ডেভিস। 'বোসো। আমি আরেকটা টেলিগ্রাম...' বলতে বলতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। মিনিট দশেক পরে ফিরল সে। চেহারা আগের মতই চিন্তিত, গম্ভীর। 'অ্যারিজোনার গভর্নরকে আরেকটা মেসেজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে এলাম। যদি ওয়াইল্ডারনেসে যেতেই হয়, ভালরকম প্রস্তুতি নিয়েই যাব। যদি কেউ আমার মেয়েকে স্পর্শ করার দুঃসাহসও দেখায়, সব কটাকে নিজের হাতে খুন করব আমি।'

টার্নারের দিকে ফিরল সে। 'যদি ওখানে যেতে হয়, তুমি যাবে আমার সাথে? বদমাশ স্কাল্পহান্টারগুলোকে দেখিয়ে দেবে। ওদের তো চিনি না আমি।'

রহস্য উদঘাটনের মোক্ষম সুযোগটা চিনতে ভুল হলো না চতুর প্রসপেক্টরের। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'গ্র্যান্ট ম্যাকলেইনকেও তো চেনো না তুমি।'

'চিনি।' বেখেয়ালে মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। 'ওকে চিনি আমি।'

অনুমান সত্যি হওয়ায় সন্তুষ্ট হলো সে। 'কি করে জানতে পারি?'

মুখোমুখি বসল ডেভিস। দু'কাঁধ ঝুলে পড়েছে হার স্বীকার করার ভঙ্গিতে। নজর কার্পেটে নিবদ্ধ। 'সে অনেক কথা,' দূরাগত কণ্ঠে বলল লোকটা।

'টেলিগ্রামের জবাব না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হচ্ছে আমাদের। হাতে সময় আছে। তোমার যদি বলতে আপত্তি না থাকে...' বক্তব্য ইচ্ছে করেই অসমাপ্ত রাখল প্রসপেক্টর। মৃদু চুমুক দিল বীয়ারে। পরক্ষণে বিষম খেল তার মন্তব্য কানে যেতে। বহু কষ্টে নিজেকে সামাল দিল সে। 'কি বললে?'

'হ্যাঁ,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ডেভিস। 'ঠিকই বলেছি।'

সোজা হয়ে বসল টেড টার্নার। হতবাক হয়ে গেছে, বিস্ময়ে বড় বড়

হয়ে উঠেছে চোখ। 'সে কিরকম?' অনেকক্ষণ পর ভাষা ফিরে পেয়ে জানতে চাইল।

চোখ বুজে কিছু সময় ভাবল র‍্যাঞ্চার। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল জানালা দিয়ে। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। 'ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম বিধবা রোজমেরিকে,' প্রায় বিড়বিড় করে বলে চলল সে। 'গ্র্যান্টের বয়েস তখন আট-নয় বছর হবে। এক টেক্সান র‍্যাঞ্চারের ফোরম্যান ছিল ওর বাবা। র‍্যাঞ্চের সীমানা নিয়ে পাশের র‍্যাঞ্চের কর্মচারীদের সাথে সংঘর্ষে মারা যায় লোকটা। আমি সে সময় ওখানে।

'ত্রিশের মত বয়েস তখন আমার। টাকা রোজগারের ধান্ধায় এতই ব্যস্ত ছিলাম যে তখনও পর্যন্ত বিয়ের চিন্তা মাথায় ঢুকতেই দেইনি। ভেবেছিলাম জীবনে বিয়েই করব না। কিন্তু রোজিকে দেখে কি যে হলো, মত পাল্টে ফেললাম, বিয়ের প্রস্তাব দিলাম ওকে। মনে মনে রাজী থাকলেও ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে দ্বিধায় ছিল ও। বুঝতে পেরে কথা দিলাম, গ্র্যান্টের সমস্ত দায়িত্ব আমি নেব। আমাদের সাথেই থাকবে ও। খুশি হয়ে বিয়েতে মত দিল রোজি।'

আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেভিস। 'কিন্তু...' মুখ নামিয়ে হাতের তালু পরীক্ষায় মন দিল সে। যেন ওখানে অতীতের স্মৃতি আঁকা আছে, মন দিয়ে তাই দেখছে।

'তারপর?' স্তব্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল প্রসপেক্টর। গ্লাসে চুমুক দেবার কথা মনেই নেই।

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়তে লাগল র‍্যাঞ্চার। 'আমি কথা রাখিনি। বিয়ের পর ওদের নিয়ে এলাম এখানে। তারপর কি যে হলো আমার...! রোজিকে খুবই ভালবাসতাম আমি, অথচ গ্র্যান্টকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। দিনে দিনে ওর প্রতি ঘৃণা-রাগ বেড়েই চলল। সহ্যই করতে পারতাম না ছেলেটাকে। অথচ ওর কোন দোষ ছিল না।'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ডেভিস আপনমনে। 'আমি জানি ও

ভাল ছেলে ছিল। খুব ভাল ছিল গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন।'

'তাহলে?'

'মনের মধ্যে একটা ধারণা গেড়ে বসেছিল, কার না কার ছেলে, একদিন বড় হয়ে আমার এত কষ্টে গড়া বিশাল সম্পত্তির ভাগীদার হয়ে বসবে। আমার নিজের সন্তানের ভাগে কামড় বসাবে। আমি কেন তা সহ্য করব? এই জন্যেই ওকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। কি করে আপদ দূর করা যায়, সেই পথ খুঁজতে থাকলাম। পরে যখন নিনা এল রোজির পেটে, ভাবলাম ছেলে হবে বুঝি। আরও খেপে গেলাম, নানাভাবে নির্যাতন শুরু করলাম গ্র্যান্টের ওপর। টের পেয়ে গেল রোজি, কিন্তু না বোঝার ভান করল। মনে খুব দুঃখ পেয়েছিল বেচারী, বুঝি। কিন্তু কেয়ার করিনি।'

উঠে পড়ল মার্ক ডেভিস। পায়চারি শুরু করল ঘরের এ মাথা ও মাথা। বিস্ময় আর করুণা মাখা দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করছে টেড টার্নার।

'তারপর…একদিন, নিনা তখন দেড় বছরের হবে বোধহয়। কোল থেকে ফেলে দিল ওকে গ্র্যান্ট, মাথা ফেটে গেল নিনার। সহ্য করতে পারলাম না। আমি জানি ছেলেটা ইচ্ছে করে ফেলেনি ওকে। তবু নিজেকে ঠেকাতে পারিনি। মার লাগালাম ধরে, যা মুখে এল তাই বলে গালমন্দ করলাম। হয়তো মনের আক্ষেপ প্রকাশ করে ফেলেছিলাম অজান্তে, কি জানি! কয়েকদিন পর রোজি ওকে পাঠিয়ে দিল টেক্সাসে। ওর এক কাজিনের জিম্মায়।

'আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম আপদ শেষ পর্যন্ত দূর হয়েছে দেখে। রোজিকে না জানিয়ে গ্র্যান্টের খরচ বাবদ মাসে মাসে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম টেক্সাসে। নিল না ওরা। পরপর তিনবার টাকা ফেরত এল বলে আর পাঠাইনি। পরে জেনেছিলাম রোজিই টাকা নিতে নিষেধ করেছিল ওর ভাইকে।'

'তারপর?' এক চুমুক বীয়ার গিলল প্রসপেক্টর।

'এই নিয়ে স্ত্রীর সাথে একদিন কথা কাটাকাটি হয় আমার। সাফ জানিয়ে দিল রোজি, আমার মত হৃদয়হীন মানুষের কোনরকম সাহায্য না হলেও চলবে তার ছেলের।'

'হেল্, ম্যান!' চাপা কণ্ঠে বলে উঠল বৃদ্ধ।

বসে পড়ল ডেভিস। কপালের দু'পাশ টিপে ধরে বসে থাকল অনেকক্ষণ। মুখ তুলে দেয়ালের দিকে তাকাল। 'মা আর ছোটবোনকে দেখার জন্যে দু'বার আসতে চেয়েছিল গ্র্যান্ট, আমি না করে দেই। ভেবেছি এর মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে হয়তো। এ নিয়ে রোজির মনে অনেক দুঃখ ছিল। বুঝতাম সবই, কিন্তু গায়ে মাখতাম না।'

'এবার বুঝলাম কেন গ্র্যান্ট এতবড় ঝুঁকি নিয়ে এদিকে এসেছে,' মৃদু গলায় বলল প্রস্পেক্টর। 'আমি আমার শেষ ডাইমটিও বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার পাঁচ হাজার ডলারের লোভে নয়, ও এসেছে বোনকে উদ্ধার করতে।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। র‍্যাঞ্চারের চোখে চোখ রেখে বলল, 'তুমি একটা অমানুষ। শুনতে হয়তো খারাপ শোনাচ্ছে, কিন্তু দুঃখিত, তোমাকে এর চাইতে ভাল কোন বিশেষণ দেয়ার মত ভাষা আমার ভাণ্ডারে নেই।'

মাথা নিচু করে বসে থাকল মার্ক ডেভিস। নগণ্য এক বৃদ্ধের মুখে এতবড় গাল শুনেও বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটল না তার, চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। নীরবে পার হয়ে যাচ্ছে সময়। কথা নেই কারও মুখে।

অনেকক্ষণ পর এক মেক্সিকান কাউবয় রূমে ঢুকল। ফোর্ট কোচিসে টেলিগ্রাম করে তার জবাব নিয়ে ফিরেছে। বার্তাটা পড়ে মার্ক ডেভিস। চঞ্চল হয়ে উঠল। 'ওখানে নেই ওরা,' বলল সে টার্নারের উদ্দেশে।

'তার মানে গ্র্যান্টের কোন বিপদ ঘটেছে,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল টেড। 'নিশ্চই মারাত্মক কিছু ঘটেছে।'

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডেভিস। চড়া গলায় কাকে যেন কি

সব নির্দেশ দিতে শুরু করল।

একটা ঘণ্টা পর নিজের পঁচিশজন সশস্ত্র কাউবয় এবং আরও একশো পঁচিশজন পাসিম্যানের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ওয়াইল্ডারনেসের পথে রওনা হলো মার্ক ডেভিস। টেড টার্নারও রয়েছে সঙ্গে।

দেড়শো স্ট্যালিয়ন, পনি আর পিন্টোর খুরের আঘাতে ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ে গেল টাকসানের আকাশ।

তেরো

ঢাল বেয়ে নেমে এসে শহরের বড় সেলুন দি ভয়েসের সামনে ঘোড়া থেকে নামল বেন। এক সময়কার ব্যাঙ্কার, জ্যাক গার্ডনার এর মালিক। অ্যাকাউন্ট জালিয়াতি করে মক্কেলদের প্রচুর টাকা হাতিয়ে পালিয়ে এসে এখানে এই ধান্ধা শুরু করেছে। অত্যধিক পানের ফলে লোকটার লিভার পচে সারা। মৃত্যু মাত্র-কয়েক হাত দূরে। কিন্তু সে জন্যে চোটপাট কম করে না সে। তার চাঁছাছোলা কথাবার্তার পাল্টা জবাব দিতে সাহস হয় না কারও।

দি ভয়েস পশ্চিমের আর দশটা সেলুনের মতই। একদিকে লম্বা কাঠের বার। ওটার পেছনে সার দেয়া শেলফের তাকগুলো বোতলে ঠাসা। কাউন্টারের সামনে করাতের গুঁড়ো আর বালু ছড়ানো খানিকটা খালি জায়গা। তারপর থেকে ওপাশের ব্যাটউইঙ দরজা পর্যন্ত টেবিল চেয়ার বিছানো। গোটা তিনেক কেরোসিন ল্যাম্প সিলিঙ থেকে

ঝুলছে। পর্যাপ্ত আলো দিচ্ছে। ডজন দুয়েক খদ্দের আছে ভেতরে। কয়েকজন কাউন্টারের সাথে হেলান দিয়ে পান করছে। বাকিরা টেবিলে বসে তাস খেলায় মগ্ন।

ভেতরের বায়ুস্তরে ভাসমান তামাকের নীলচে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে চোখ ছোট করে সবার ওপর নজর বোলাল বেন। দু'একজন অলস ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকানো ছাড়া বিশেষ গ্রাহ্য করল না তাকে। ওয়াইল্ডারনেসে কারও ব্যাপারে কোনরকম কৌতূহল দেখানোর চল নেই। পরিচিত কাউকে না দেখে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল বেন। তুড়ি বাজাল।

'কি হলো, মিস্টার, তোমার কুকুর হারিয়েছে নাকি?' বারের ওপাশ থেকে বলে উঠল গার্ডনার। 'এখানে কিন্তু আসেনি ওটা।'

কয়েকজন খদ্দের গলা খাকারি দিয়ে উঠতে বেন বুঝল ব্যাপারটা। মুখ কালো হয়ে গেল। 'আমি রসিকতার তেমন সমঝদার নই,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল সে। 'ও সব আর কারও সাথে কোরো।'

কিন্তু গার্ডনারের শীতল চেহারায় কোন ছাপ পড়ল না। 'অনেকের অপছন্দনীয় হলেও এটা আমার কথা বলার নিজস্ব স্টাইল, স্যার,' বলল সে। 'তা জনাবের কি এখানে মান-অপমান ফেরী করতে আসা হয়েছে, না কোন ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক প্রয়োজন?'

গরগর করে উঠল বেন, 'হুইস্কি।'

'এই যে হুইস্কি, মিস্টার...'

'বেন কিম্বল। তোমার মুখে দয়া করে ছিপি লাগাও এবার। ম্যালা বকবক করা মানুষ আমার একেবারেই পছন্দ নয়।'

'হুঁম! মনে হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানের তুমিই নায়ক,' পাত্তাই দিল না গার্ডনার ওকে। 'মাফ করতে হবে, এখানে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।' গলা চড়িয়ে গায়ে হুল ফোটানো মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিয়ে সরে গেল বারের ও

প্রান্তে। তার কথাগুলোর অর্থ বেনের মগজে ঢুকতে কিছুটা সময় নিল, তারপরই দেহের সব রক্ত মুখের দিকে দৌড় লাগাল।

'ঈশ্বরের শপথ! এ-এটা যদি...' কঠিন স্বর আপনাআপনি খাদে নেমে গেল বেনের। এখনও কাজ শেষ হয়নি। মুক্তিপণের টাকাটা হাতে পাবার পর এ অপমানের মোক্ষম প্রতিশোধ নেবার বিষয়টা পাকা করে ফেলল সে মনে মনে। রাগ হজম করে ডাকল সেলুন মালিককে। 'আমাকে ক্ষমা কোরো,' মিনমিনে গলায় বলল। 'লম্বা ট্রেইল পার হয়ে আসছি আমরা। একে পথের কষ্ট তার ওপর অ্যাপাচিদের ধাওয়া...'

নড় করল গার্ডনার। 'আমাকে গুলি করার ইচ্ছে বাতিল করেছ দেখে খুশি হলাম। যা হোক, তোমার আর কি চাই?'

'চার বোতল লিকার,' একটা রূপোর টাকা কাউন্টারের ওপর ঠেলে দিল বেন। 'আর বলতে পারো, ভাল খাবার দাবার কোথায় কিনতে পাব এখানে?'

গার্ডনারের জবাব চাপা পড়ে গেল এক কঠিন কণ্ঠের আওয়াজে।

'কোন পার্টি হচ্ছে নাকি, বেন?'

আলাপচারিতা নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল। গালকাটা স্কাল্পহান্টারের থুতনি ঝুলে পড়ল অবাক বিস্ময়ে। সবে কেনা বোতল চারটে বগলদাবা করে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘুরে দাঁড়াল সে। দেখল ব্যাটউইঙ দরজার পাশে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন। ঠোঁটের ঝুলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া পাক খেয়ে তার সঙ্কুচিত, ঠাণ্ডা চোখ ছুঁয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। পালাবার জরুরী তাগিদ অনুভব করল বেন। ও কি একা? ভাবছে বেন। কি ভাবে বেঁচে গেল ও? এখানেই বা পৌঁছল কি ভাবে?

উপস্থিত অন্যেরাও এবারে কৌতূহল দমন করতে না পেরে ঘুরে তাকাল। ভেবে পাচ্ছে না দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকটার প্রশ্ন শুনতে

পেয়েই দাড়িওয়ালাটা অমন ভড়কে গেল কেন? ভূত দেখে ভয় পাবার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন ব্যাটার চেহারা? এদের ভেতর নিশ্চই কিছু একটা রয়েছে। সবার মনের আগ্রহ উস্‌কে দিয়ে আবার একই প্রশ্ন করল গ্র্যান্ট।

আউটলদের শহর এটা। এখানকার সবাই এরকম মধুর আলাপের অর্থ ভাল করে জানে। নিঃশব্দে, ধীরে সুস্থে সবাই যে যার অবস্থান পরিবর্তন করল যাতে আচমকা গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলে কারও গায়ে না লাগে। কয়েক মুহূর্তেই সেলুনের মাঝখানের জায়গাটা একটা করিডরের মত হয়ে গেল।

এক প্রান্তে কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বেন, অন্যপ্রান্তে আগন্তুক। এপাশে দেয়াল আর অন্যপাশে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখা সব খরিদ্দার-দর্শক।

'কি ব্যাপার, বেন?' নিস্তব্ধতা ভাঙল টেক্সান। 'তুমি আমাকে আর দেখতে পাবার আশা করোনি নাকি?'

'চুলোয় যাক তোমার চোখ, ম্যাকলেইন। আমি তো তোমাকে মৃত ভেবেছিলাম।' বেনের গলা দিয়ে আটকে পড়া বাতাস বেরিয়ে এল সশব্দে।

'জানি না ম্যাকলেইন কেন এই গালকাটার পেছনে লেগেছে,' দর্শকদের একজন ফিসফিস করে উঠল। 'তবে ও যে আমাকে খুঁজছে না, তাতেই আমি খুশি।'

'হতে পারে,' আরেকজন মন্তব্য করল। 'কিন্তু ওই বেন ষাঁড়টাও মনে হচ্ছে যেন শিঙওয়ালাই।'

বেনের ঠোঁট কিছুটা বেঁকে গেল। সে জানে না টেক্সান কি ভাবে অ্যাপাচিদের হাত এড়িয়ে এসেছে। জানতে চায়ও না, কারণ বড় বিষয় নয় এখন সেটা। যেটা বড়, তা হচ্ছে ওয়াইল্ডারনেসের মত জায়গায়,

যেখানে আইন শৃঙ্খলার বালাই নেই, সেখানে তার কি করতে পারে ওই টেক্সান লোকটা? তার তো বোঝা উচিত শুধু নিনা ডেভিসের নামটা এখানে একবার ফাঁস করে দিলেই হলো, দু'দশজন নয়, অন্তত জনা পঞ্চাশেক আউটল পাঁচ হাজার ডলারের লোভে দাঁড়িয়ে যাবে ওর বিরুদ্ধে।

'কেন...মানে, কেন এখানে...' শুরু করতে গেল বেন, কিন্তু খেই হারিয়ে থেমে গেল। কি বলবে ভেবে পেল না।

'আমি এখানে কেন, তাই জানতে চাইছ তো?' হাসি হাসি চেহারা করে বলল গ্র্যান্ট। 'তুমি তা ভাল করেই জানো। জর্ডান কোথায়?'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল বেন, 'বলব না আমি।'

'বললে ভাল করতে।' ঠাণ্ডা জবাব এল। 'তোমার মত ফাল্তুর সাথে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে আমার নেই।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল বেন। 'আমিও তোমার মত...'

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডানহাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল টেক্সানের। সাথে সাথে এক ঝলক আগুন ছুটে বেরিয়ে গেল তার সিক্সগানের ব্যারেল থেকে। বেনের বাঁ কানের লতির খানিকটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেল বুলেট। যন্ত্রণায় ঘেয়ো কুকুরের মত 'কেঁউ!' করে উঠল গালকাটা।

'গুলিটা এক ইঞ্চি বাঁদিক দিয়ে গেলে তোমাকে এখন শয়তানের সাথে হ্যান্ডশেক করতে হত,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল গ্র্যান্ট। 'কোথায় জর্ডান, বলবে এবার?'

'তুমি তো খুব বুদ্ধিমান মানুষ, তা নিজেই খুঁজে বার করো না গিয়ে,' নাক টানল বেন। যন্ত্রণায় চোখে পানি জমেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গাল।

আবার গর্জন করল সিক্সগান, এবারের বুলেট লতির আরও কিছুটা

ছিঁড়ে নিয়ে গেল। রক্তস্রোত তীব্রতর হলো। গালকাটা লোকটার ভেতর থেকে প্রচণ্ড ক্রোধ চাড়া দিয়ে উঠছে। কাছাকাছি থেকে দর্শকরা দেখল তার কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, লাফাতে শুরু করেছে।

'তুমি সুযোগ নষ্ট করছ, বেন। জর্ডান কোথায়?'

বেনের ঠোঁটের কোনা দিয়ে একটা অপার্থিব শব্দ বেরিয়ে এল। ঠোঁটের কোণে গ্যাঁজলা। বগলে চেপে রাখা হুইস্কির বোতলগুলো খসে পড়ে গেল। গ্র্যান্টের উদ্দেশে খিস্তি করল সে, কোমর থেকে লম্বা ছোরাটা বেরিয়ে এসেছে হাতে। ভেতরের ম্লান আলোতেও চকচক্ করছে ওটার ফলা।

কোনমতে ওটা ছোঁড়ার সুযোগ পেলে নির্ঘাত টেক্সানের গলাটা এতক্ষণে দু ফাঁক হয়ে যেত। কিন্তু পেল না বেন। ওটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারার আগেই নিজের অস্ত্র ছুঁড়ে মারল গ্র্যান্ট। প্রচণ্ড জোরে ভারী অস্ত্রটা আছড়ে পড়ল তার কব্জির ওপর। মট করে আওয়াজ উঠল। ভেঙে গেছে কব্জি। ফ্লোরে আছড়ে পড়ল স্কাল্পহান্টার। প্রচণ্ড ব্যথায় ভাঙা হাত বুকের কাছে ধরে রেখে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে।

একসময় তার চোখে পড়ল কাছে চলে আসা গ্র্যান্টের ওপর। তার চোখে খুনের নেশা দেখে আঁতকে উঠল। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ওপরে উঠে এল অন্য হাতটা।

'বলছি আমি—আ-আমি বলছি!' গুঙিয়ে উঠল সে। 'ড্যাম ইউ! কেবিন...শেষ মাথারটায়...ক্যানিয়নের উত্তর পাশে।'

'বেন,' কঠিন কণ্ঠে টেনে টেনে বলল ম্যাকলেইন। 'আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমার ওই চেহারা নিয়ে যদি আর কখনও আমার সামনে পড়েছ তুমি—সেটাই তোমার শেষ দিন হবে। জানে মেরে ফেলব তোমাকে। অতএব এখুনি এখান থেকে কেটে পড়ো।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মধ্যে। যে যার জায়গায় জমে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

'ওই গালকাটার জায়গায় আমি হলে এতক্ষণে নির্ঘাত নিজের বিষ্ঠার মধ্যে হাবুডুবু খেতাম,' লাল শার্ট পরা হোঁত্কা মত একজনের মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাগুলো। শুনতে পেয়ে পাশ থেকে আরেকজন যোগ করে দিল, 'শুধু হাবুডুবু নয়, ওসব খেয়ে পেটটাকে ঢোলও বানিয়ে ফেলতে।'

এমন সময় ভেতরে ঢুকল জেফ। শহরের অন্য সেলুনগুলোতে খুঁজতে গিয়েছিল সে বেন আর জর্ডানকে। ভেতরে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখতে পেল বেনকে।

'গ্র্যান্ট! গুলির শব্দ শুনলাম যেন?'

'ঠিকই শুনেছ। এখন চলো, আসল কাজে যাওয়া যাক।' গ্র্যান্ট ঘুরে দরজার দিকে এগোতে শুরু করেছে, জেফ ব্যাটউইঙ দরজা খুলে ধরে রেখেছে। এমন সময় গ্র্যান্টের পেছনে একটা নড়াচড়ার আভাস চোখে পড়তে ঘুরে তাকাল সে। চোখ ঠিকরে পড়ার উপক্রম হলো মুহূর্তে। মাটিতে পড়ে থাকা বেন বাঁ হাতে গ্র্যান্টের সিক্সগান নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

চিৎকার করে গ্র্যান্টকে সাবধান করতে গেল জেফ। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না, তৈরি হয়েই ছিল টেক্সান। আরও সত্যি কথা, বেনকে ফাঁদে ফেলার জন্যে ইচ্ছে করেই নিজের সিক্সগান ফেলে চলে যাবার ভান করেছিল সে।

সহজ ভঙ্গিতে এক হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল গ্র্যান্ট, একই সাথে দৃষ্টির চেয়েও দ্রুত গতিতে নড়ে উঠল হাত। বেন সিক্সগান ধরা হাতটা সোজা করার সুযোগও পেল না। গ্র্যান্টের কোল্ট গর্জে উঠল। শূন্যে পা উঠে গেল স্কাল্পহান্টারের, পেছন দিকে উড়ে গিয়ে ভাঙা হুইস্কির

বোতলগুলোর ওপর আছড়ে পড়ল সে সশব্দে।

কেউ একজন ফিসফিস করে বলে উঠল, 'কি ভাবে কি ঘটল দেখতে পেয়েছ কেউ?'

'আমি যদি ঠিক দেখে থাকি,' জবাবে বারের ওপাশ থেকে জ্যাক গার্ডনারের গলা শোনা গেল। 'তাহলে স্বীকার করতেই হবে, এরচে' ভাল কাজ জীবনেও দেখিনি।'

রক্তের পুকুরের মাঝে পড়ে থাকা বেনের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়ল সে। 'চার চারটে বোতল চমৎকার হুইস্কির কী দুঃখজনক অপচয়!'

ততক্ষণে টেক্সান ও তার সাথী তীরবেগে ছুট লাগিয়েছে ক্যানিয়নের দিকে, যেখানে ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে বদমাশ ক্যারি জর্ডান।

চোদ্দ

'ক্যারি জর্ডান নামে এক বজ্জাতকে খুঁজছি আমি!'

মোটা সোটা খাটোমত এক লোক দি ভয়েসের ব্যাটউইঙ দরজা জোরে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকে উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘোষণা করল। সারা শরীর ধুলোয় ঢাকা তার, উজ্জ্বল, চকচকে ছোট চোখ। তার পাশে এক বৃদ্ধ এবং পেছনে একদল পাঞ্চার উইনচেস্টারের ব্যারেল উঁচিয়ে রেখেছে। বারের ও মাথায় সরে গেল জ্যাক গার্ডনার।

'কে জানতে চাইছে?' একদিকের ভুরু উঁচু করে প্রশ্ন করল সে।

'আমি মার্ক ডেভিস.' মাংসল থাবা দিয়ে ধরা সিক্সগানটা খানিক উঁচু করে ধরল সে। 'এটা আমার ভিজিটিং কার্ড। ক্যারি জর্ডান অথবা ওর সঙ্গী, নাম বেন, কোথায় ওরা?'

চোখের কোনা আর বুড়ো আঙুল দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটা দেখিয়ে গার্ডনার বলল, 'ওই হলো বেন। ওর সাথে কথা বলতে চাইলে লাভ হবে না তোমার। আর জর্ডান কে আমি জানি না। তবে যদি তার সাথে কাজ থাকে তোমার, তাড়াতাড়ি করা উচিত তাহলে। এতক্ষণে দেরি হয়ে গেল কি না, কে জানে। ম্যাকলেইনের খুব তাড়া আছে বলেই মনে হলো আমার।'

'গ্র্যান্ট!' বিস্মিত হয়ে এক পা এগোল র‍্যাঞ্চার। আরও এক পা এগোল। 'ও এখানে আছে?'

'ছিল,' তার কারক শুধরে দিয়ে বলল গার্ডনার। 'এখন হয়তো জর্ডানকে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে।'

'কোথায় জর্ডান?'

'শুনেছি শহরের উত্তর দিকের শেষে কোন একটা কেবিনে আছে।' শ্রাগ করল গার্ডনার।

'আমরা খুঁজে নেব,' মাথা নাড়ল ডেভিস। ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো উপস্থিত সবার। একটা হাত ওপরে তুলতেই ভেতরের সমস্ত গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে।

'দেড়শো সশস্ত্র লোক আছে আমার সাথে,' ইঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে পেছনে দেখাল ডেভিস। 'আমরা কোনরকম ঝামেলা চাই না। তবে এসে পড়লে তাকে পাশ কাটিয়ে জান বাঁচাবার ইচ্ছেও নেই। এসব তোমাদের বলছি, কারণ আমি তোমাদের শহর ছেড়ে যাবার চূড়ান্ত নোটিস দিচ্ছি। এখন থেকে ঠিক একঘণ্টা পর এ শহর জ্বালিয়ে দেব আমি।'

ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় আর্তনাদ করে উঠল কয়েকজন। কেউ কেউ

আবার কিছুটা যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে অন্যদেরকে ঠেলে সরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এল। ডেভিসের পেছনে দাঁড়ানো তার পাঞ্চারদের নেতা পার্কারের হাত দ্রুত সচল হলো, দেখাদেখি অন্যদেরও। উইনচেস্টারের লিভার মেকানিজমের একের পর এক ক্লিক-ক্ল্যাক শব্দে থেমে গেল শোরগোল। আবার কথা বলে উঠল ডেভিস।

'তোমরা এ নিয়ে ঝামেলা বাধাতে চেষ্টা করলে আমার ছেলেরা জবাব দেবে,' দৃঢ়স্বরে বলল সে। 'তোমরা যত যুক্তিই দেখাও, কোন কাজে আসবে না। কাজেই আমার পরামর্শ হচ্ছে, যে যা নিতে চাও, নিয়ে কেটে পড়ো শহর ছেড়ে। একঘণ্টা পর ফিরে আসব আমরা কাজ শেষ করে এবং যদি প্রয়োজন হয়, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই আসব।'

'ডেভিস, শোনো,' ঢ্যাঙামত একজন বলে উঠল। 'তুমি এখানকার আইন নও। এভাবে আমাদেরকে চলে যাবার হুকুম দিতে পারো না তুমি।'

'ভুল বলছ তুমি, মিস্টার,' সিক্সগান ধরা হাতটা আরেকটু উঁচু করল ডেভিস। 'আইন আমার হাতেই আছে, এই যে।'

'হেল্, ডেভিস!' মরিয়া হয়ে বলল আরেকজন। 'আমরা এখানে বাস করি, টেরিটোরির আর সবার মতই আমরাও আইনের লোকের সাথে সদ্ভাব রাখি...'

'অ্যারিজোনার গভর্নরের সাথে কথা হয়েছে আমার। টেরিটোরির সমস্ত ওয়ান্টেড লোকের জন্যে আটচল্লিশ ঘণ্টার অ্যামনেস্টি দিয়েছে সে। এর মধ্যে তোমরা পালিয়ে গেলে ধরা-ছোঁয়া হবে না কাউকে। কিন্তু সময় পার হয়ে যাবার পর স্টেটের সীমানার মধ্যে যাকেই পাওয়া যাবে, দুর্ভাগ্যের সীমা থাকবে না তার।' একটু থেমে আবার বলল, 'অতএব আর কোন কথা নেই—আমাদের অন্য কাজ সারতে হবে।' ঘুরে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার, সদলবলে বেরিয়ে গেল।

তুমুল হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল সেলুনের মধ্যে। একদল চাইছে ডেভিসের ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে, অন্যেরা পালাতে পা বাড়িয়ে রেখেছে। দু'দলে তুমুল বিতর্ক চলছে। বিদ্রোহীদের একজন অবশেষে তাকাল জ্যাক গার্ডনারের দিকে। সে তখন শেলফ থেকে বোতল নামাতে ব্যস্ত, খেয়ালই নেই কোনদিকে।

'জ্যাক, কি করছ?' ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল লোকটা।

'আমার তো ধারণা চোখে ভালই দেখো তুমি,' নির্বিকারভাবে বলল সেলুন মালিক। 'এখানকার ধুলো আমার পা থেকে ঝেড়ে ফেলছি। প্যাকিং করছি আমি, চলে যাব।'

'হেল্, জ্যাক, তুমি চলে গেলে তো শহরটাই কানা হয়ে যাবে। খুব ভাল জানা আছে সেটা তোমার,' হতাশ হয়ে মন্তব্য করল আরেকজন।

'ভেবে দেখো, আমরা থাকলে কি ঘটবে এই শহরের ভাগ্যে,' কৌতুকভরা চোখে তাকিয়ে বলল গার্ডনার। 'তাছাড়া কবি তো বলেছেনই "মিলনই বিচ্ছেদ ঘটায়", বলেননি? এতদিনের মিলনের পর তাই বিচ্ছেদ টানছি।' দ্রুত একবার তাকাল সে সেলুনের চারদিকে। মলিন হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে। 'তা ছাড়া এমনিতেই এ জায়গার ওপর থেকে মন উঠে যাচ্ছিল আমার ইদানীং।'

পনেরো

শহরের দিক থেকে গুলির শব্দ কানে আসতেই ভাবান্তর ঘটল ক্যারি

জর্ডানের। জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে চারপাশটা এক নজর দেখল সে। বেনের স্যাডলব্যাগ হাতড়ে একটা শক্তিশালী ফিল্ডগ্লাস বের করে ভাঙা চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানালার পাশে বসল। ভাবনার ঝড় বইছে মাথায়। হতচ্ছাড়া বেনটা সেই যে গেছে, আর ফেরার নাম নেই। কোথাও কিছু বাধিয়ে বসেছে কি না উন্মাদটা কে জানে!

ফিল্ডগ্লাসের লেন্স অ্যাডজাস্ট করে সামনে তাকাতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল জর্ডান। কলজে একলাফে গলার কাছে উঠে এল। দুটো বিট্ মিস করল হার্ট। আবার সামনে তাকাল জর্ডান। একলাফে নাকের সামনে চলে এল গ্র্যান্ট। ওর পাঁচ ফুট পেছনেই জেফ।

দূরের ফুটব্রীজটার কাছে এত মানুষ! ওরা আবার কারা? ভাল করে দেখার চেষ্টা করেও চিনতে পারল না সে কাউকে। ডেভিসকে আগে দেখেনি কখনও। কিন্তু আগে আগে দুই জানের দুশমন এবং পেছনে উইনচেস্টার হাতে এতবড় রাইডার পার্টি, ওদিকে ক'মিনিট আগে আবার শহরে গুলির শব্দ—ভাল ঠেকল না ব্যাপারটা। ভেতর থেকে সতর্ক হবার ডাক শুনতে পেল হাফব্রীড। নাহ্, আর দেরি করা উচিত হচ্ছে না। মরুকগে' ব্যাটা বেন। নিজের করণীয় এক মুহূর্তে ঠিক করে নিল জর্ডান।

ম্যাকলেইন ও জেফকে লক্ষ্য করে পুরো একটা ম্যাগাজিন শেষ করে ফেলল। খোলা রাস্তায় অতর্কিতে গুলির সামনে পড়ে হতচকিত হয়ে পড়ল গ্র্যান্ট ও জেফ, চট্ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ঢাল বেয়ে পিছলে নেমে গেল শ খানেক গজ, তারপর বড়সড় এক পাথরের আড়ালে কভার নিল। ওদের অবস্থা দেখে ক্রূর হাসি ফুটল স্কাল্পহান্টারের মুখে।

এক সেকেন্ডও নষ্ট না করে স্যাডলব্যাগ থেকে দড়ি বের করল লোকটা। ভীত, জড়সড় হয়ে থাকা নিনাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড়

কারিয়ে দিল। তারপর তার দু'হাত একসাথে কষে বাঁধল। দড়ির অপর প্রান্ত নিজের কোমরের সাথে পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে সন্তুষ্ট হয়ে মুখ তুলে তাকাল।

'গ্র্যান্ট আর তোমার প্রেমিক প্রবর পুঁচকে ছোকরা এদিকেই আসছে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এল ওরা, আমাদের খোঁজ পেল কি করে সে সব গবেষণার সময় নেই এখন। তবে প্রার্থনা করো যেন আমরা এখান থেকে সরে পড়ার আগে খুব বেশি কাছে এসে তোমার মৃত্যুর কারণ না ঘটায় ওরা।'

নিনার চোখে আশার আলো জ্বলে উঠেও নিভে গেল দেখে মনে মনে হাসল হাফব্রীড। সিক্সগান রিলোড করল। সব কটা পকেট, বেল্টের লূপ বুলেট বোঝাই করে পেছনের দরজা দিয়ে নিনাকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে যাওয়া এক রিজের নিচে স্কার্টের মত ঝুলে থাকা শেলগুলো লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে দেখতে গিয়ে হোঁচট খেল মেয়েটি, কষে ধমক লাগাল ওকে হাফব্রীড।

'ভাল চাইলে তাড়াতাড়ি হাঁটো, নইলে বাঁচবে না।'

'আ-আমি সাধ্যমত চেষ্টা করছি,' কোনমতে পতনের হাত থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটি। খিদে, তেষ্টা, উৎকণ্ঠা, পথশ্রম সব কিছু মিলে কাহিল করে ফেলেছে ওকে। এখনই হাঁপাচ্ছে। পা উঠতে চাইছে না। একটু যে দাঁড়াবে, দড়িতে শক্ত টান থাকাতে তা-ও পারছে না।

প্রাণের তাগিদে ছুটছে স্কাল্পহান্টার। ঢাল বেয়ে ছেঁচড়ে, পিছলে, গড়িয়ে, লাফিয়ে ফাটল পেরিয়ে, মাকড়সার মত পাথরের গা বেয়ে ক্রেস্টে চড়ে, রিম টপকে প্রাণপণে পালাচ্ছে। একবার রকবাউলে পৌঁছতে পারলেই হয়, কেউ ধরতে পারবে না ওকে। নিজের হাতের

তালুর মতই জায়গাটা পরিচিত তার।

ওখানকার গোলকধাঁধায় পড়লে খেই হারিয়ে ফেলবে ধাওয়াকারীরা। কায়দা করে একবার শুধু ওদেরকে ওখানে টেনে নিয়ে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে। চেনা পথ ধরে সে ফিরে আসবে শহরে। ঘোড়া নিয়ে মেয়েটিকে সহ সরে পড়বে আর কোথাও। তারপর সুযোগমত ডেভিসের সাথে যোগাযোগ করে বীমার চুক্তিপত্র ভাঙিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাবে।

পরিকল্পনার শতভাগ সাফল্য চোখের সামনে দেখতে পেয়ে নেকড়ের হাসি ফুটল হাফব্রীডের মুখে। খানিক আগের নিরাপত্তাহীনতাবোধ কেটে গিয়ে বেশ হালকা লাগছে ওর নিজেকে এখন।

একটানা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ছুটল জর্ডান। এরমধ্যে মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়ায়নি কোথাও। নিনা আর পারছে না, দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে ওর। পা টলছে। রিজের ওপর দিয়ে যাবার সময় দু'পাশের গভীরতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। অতিকষ্টে ভারসাম্য বজায় রেখে এগোতে চেষ্টা করছে মেয়েটি।

গতি কমে যাওয়ায় আবার ধমকে উঠল জর্ডান। ওকে একরকম টেনে ছোট একটা ঢাল পার হয়ে আবার এগোতে গেল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নিনার আর্তচিৎকারে। ওর বাড়িয়ে রাখা তর্জনী অনুসরণ করে তাকাল। সবিস্ময়ে লক্ষ করল ওদের উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে পিছলে নামছে একদল অ্যাপাচি।

মুহূর্তের জন্যে তীব্র হতাশা গ্রাস করল জর্ডানকে। ওদিকের রিমরক টপকাতে পারলেই একটা ফাটল, সেটা দিয়ে বেরুতে হবে তাকে এখান থেকে। অথচ সে পথ বন্ধ এখন। এদিকে পেছনের লোকগুলোর জন্যে পিছিয়ে যাবারও সুযোগ নেই আর। পেছনে তাকাল সে। ফেলে আসা

পথের বড় এক পাথরের ওপর দিয়ে বেশ দূরে গ্র্যান্টের মাথা দেখতে পেল। অনেকটা এগিয়ে এসেছে টেক্সান। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করল সে।

ওদিকে অ্যাপাচিরা ছড়িয়ে পড়ছে। কয়েকজন বেশ কাছেও চলে এসেছে। আতঙ্কিত হয়ে সিক্সগান তুলল কোণঠাসা হাফব্রীড। নিশানা ঠিক করে ট্রিগার টিপে দিল। পা হারিয়ে খোঁড়া হয়ে গেল এক অ্যাপাচি। এক পায়ে ছুটে পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, নুড়িপাথরের ছোটখাট একটা ধস সাথে নিয়ে মুহূর্তে পাথরের গভীর ফাটলে হারিয়ে গেল।

আরেকজন জর্ডানকে দেখতে পেয়ে তীর বেগে ছুটে এল। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ল গুলি খেয়ে, যেন পায়ে বাঁধা দড়িতে খুঁটির টান পড়েছে। জর্ডানের দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে ঠিক তার বুকে। ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা রক্তস্রোতে পাথরের গা ধুয়ে দিয়ে নেমে আসতে শুরু করল লোকটা। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল। খাদে পড়ে গেছে।

কিছু সময়ের জন্যে উদ্দেশ্য সফল হলো জর্ডানের। আগুয়ান অ্যাপাচিরা বুদ্ধিমানের মত কভারের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সুযোগ পেয়ে ঢালের বাকি অংশ দ্রুত পিছলে অতিক্রম করে গেল জর্ডান। বাউলের তলার কিনারায় পৌঁছে গেল। বড় একটা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল। ওর হাত দুই পেছনে একটা খাঁজের আড়ালে পাথরে গা এলিয়ে দাঁড়াল নিনা। হাঁ করে শ্বাস টানছে। কাশছে খক্‌খক্‌ করে। নাক মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর, সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে।

কোনদিকে লক্ষ নেই স্কাল্পহান্টারের। সামনের দুশো ফুটের মত খোলা জায়গাটা পার হবার উপায় নিয়ে ভাবনায় মগ্ন। ওটা পেরুতেই হবে, অথচ আড়াল নেবার কিছু নেই। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে তার

কপালে। কুঁচকে আছে ভুরু।

পরপর কয়েকটা গুলির শব্দে সচকিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল সে, কিন্তু কোনদিকেই কিছু দেখতে পেল না আড়ালের জন্যে। কি যেন ভাবল লোকটা, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই পেছনের লোকগুলোর সাথে অ্যাপাচিদের দেখা হয়ে গেছে। সম্ভাবনার চিন্তাটা দ্রুত মাথায় খেলে গেল তার।

ব্যস্ত হাতে সিক্সগান রিলোড করে নিল। উঠে দাঁড়িয়েই নিনাকে হ্যাঁচকা টান মেরে খোলা জায়গাটার ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করে দিল। কিন্তু সিকি পথ যেতে না যেতেই নুড়ির ওপর পা হড়কে গেল মেয়েটির। উপুড় হয়ে পড়ে তার কপাল ঠুকে গেল পাথরে। মুহূর্তে ফুলে উঠল জায়গাটা।

ককিয়ে উঠল মেয়েটি। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে অসহায়ের মত আবার পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। অসহ্য রাগে অন্ধ হয়ে গেল জর্ডান। রক্তলাল চোখে অবিরাম খিস্তির সাথে দমাদম ঘুসি মেরে চলল ওর নাকে-মুখে। দড়ি ধরে ষাঁড়ের শক্তিতে টানতে টানতে কেটে ফেলল কব্জির নরম চামড়া। কিন্তু কোন লাভ হলো না। গোড়ালি মচকে যাওয়ায় দাঁড়াতেই পারছে না নিনা।

পেছনে আবার গুলির শব্দ শুনল জর্ডান। আতঃ গ্রাস করল। সামনের দিকে ফিরে পরপর দুটি গুলি করল সে। দুই অ. পাচি পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এদিকে ছুটে আসার উদ্যোগ নিয়েছিল, আওয়াজ শুনেই আবার লুকিয়ে পড়ল। অবশেষে মেয়েটির আশা পরিত্যাগ করল হাফব্রীড।

'তুমি যখন যাবেই না ঠিক করেছ,' তীব্র হতাশায় চেঁচিয়ে বলল সে। 'তখন থাক এখানে পড়ে। লাল্লুরা খুব খুশি হয়ে আদর করবে তোমাকে।' ছোরা বের করে দড়ি কেটে দিল জর্ডান।

'চললাম আমি। সময় নেই। বেঁচে থাকলে জীবনে সুন্দরী মেয়ের অভাব হবে না।' আবার গ্র্যান্টকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি ছুঁড়ল সে। ঘুরে এঁকেবেঁকে দৌড় লাগাল।

চোখের পলকে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে গেল লোকটা। পাথরের আড়ালে আড়ালে ঢাল বেয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। রিমরক গড়িয়ে পার হয়ে ছোট একটা লাফ দিয়ে ফাটলের একটা খাঁজের ওপর নেমে পড়ল সে। পেছনে তখন কারবাইনের ভারী, একটানা আওয়াজ উঠেছে। নিচের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল স্কাল্পহান্টার। পা সামান্য একটু পিছলে গেলেই কমপক্ষে তিনশো ফুট নিচের নিরেট পাথরের ওপর ঠাঁই হবে তার।

কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। এখনই ছুটতে হবে, নইলে শিকারী ক্যারি জর্ডানকেই আজ শিকারে পরিণত হতে হবে।

মার্ক ডেভিস বাহিনীর উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে পিছু হঠছে অ্যাপাচিরা।

ওদিকে তেমন কোন বাধা ছাড়াই গ্র্যান্ট পৌঁছে গেল নিনার কাছে। ওর প্রায় পেছন পেছন জেফও এল। দু'জনে মিলে ধরাধরি করে মেয়েটিকে সরিয়ে আনল পেছনে। পাথরের খাঁজের আড়ালে বসিয়ে তার ভার জেফের হাতে অর্পণ করল টেক্সান। তারপর বুট খুলে ফেলল পা থেকে। চোখের কোনা দিয়ে জর্ডানকে লাফিয়ে রিমরক পার হতে দেখেছে ও। সেদিকে যাবার ইচ্ছে। জেফকে ওর পেছনটা কভার করতে বলে ঝড়ের গতিতে ছুটল ম্যাকলেইন। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল রিমরকের আড়ালে।

ঢালের মাথায় একটু আড়াল পেয়ে চারদিকে নজর বোলাবার জন্যে দাঁড়াল সে। ওর থেকে শ চারেক গজ সামনে, ডানদিকে, যেখানে ছোট

একটা ক্যানিয়ন বাঁক নিয়েছে, সেখানে জর্ডানকে দেখতে পেল এক পলক। সন্ত্রস্ত শেয়ালের মত পালাচ্ছে। মনে মনে হিসেব করল গ্র্যান্ট, যদি ডানদিকের ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া রিজের ওপর দিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে সম্ভবত ওকে ধরা যাবে।

অবশ্য কাজটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ রিজটা যতদূর দেখা যায় কোথাও এক ফুটের বেশি চওড়া নয়। দু'পাশের খাদ কোথাও কোথাও খুব বেশি গভীর। কোনমতে বেসামাল হয়ে গেলে বাঁচার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। এ ছাড়া সামনে আর কোন অসুবিধে আছে কি না, এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

ঝুঁকিটা বেশিই হয়ে যাচ্ছে, ভাবল গ্র্যান্ট। কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌঁছার জন্যে এ পথের কোন বিকল্পও নজরে পড়ছে না। কাজেই এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল সে।

ঘুরে যেই রওনা হতে যাবে, কাছেই একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ার শব্দ কানে এল। শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ও, দুই অ্যাপাচি যোদ্ধা রিমরকের ফাটলের মুখ থেকে লাফিয়ে নেমে আসছে। আধপাক ঘুরতে ঘুরতে তিনবার গুলি করল গ্র্যান্ট। প্রথম বুলেটটা সামনের অ্যাপাচিকে উড়িয়ে নিয়ে পাশের গভীর খাদে ফেলে দিল। দ্বিতীয় অ্যাপাচি গুলি খাবার পরও এগিয়ে আসছে দেখে আবার গুলি করল ও। বুলেটটা সোজা ওর বুকে বিঁধে গেল। পড়ে গেল লোকটা। প্রথমজনকে অনুসরণ করল।

হঠাৎ গ্র্যান্টের খেয়াল হলো ওর পিস্তল খালি হয়ে গেছে। বেল্টের লুপগুলোও সব খালি। এ মুহূর্তে অস্ত্র হাতে থাকতেও নিরস্ত্র সে। নিজেকে অভিসম্পাত করল ম্যাকলেইন। এখন গুলির জন্যে পেছনে যেতে হলে জর্ডানকে ধরা যাবে না। দ্বিতীয়বার এ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না ও। সাবধানে সরু রিজের ওপর দিয়ে দৌড় শুরু করে দিল।

কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে রিজ, সেখানে ঢালে নেমে পড়ল সে। পিছলে নামল দশ ফুটের মত। একটা পাথরের কার্নিসে পা রাখল। ওটা বেয়ে একশো গজ সোজা এগিয়ে আবার কোনাকুনি স্লাইড করে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল বড় এক বোল্ডারের ওপর। পাঁচ ফুট নিচেই ফাটল। রকবাউল থেকে বেরিয়ে আসার পথ, সামনে বাঁক ঘুরে পথটা মিশেছে গিয়ে মূল ক্যানিয়নের সাথে।

জর্ডানকে সামনে কোথাও দেখতে পেল না গ্র্যান্ট। তার মানে এখনও এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি সে। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে ঘাপটি মেরে তৈরি হয়ে রইল টেক্সান। কয়েক মুহূর্ত পরেই একজোড়া ছুটন্ত পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। প্রায় সাথে সাথেই দেখা গেল স্কাল্পহান্টারকে।

সামনে কোন শত্রু নেই দেখে খুশিতে চওড়া হাসি ফুটল লোকটার মুখে। ঠিক সেই মুহূর্তেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল গ্র্যান্ট। প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল হাফব্রীড। কিন্তু সামলে নিল। ঝট্কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। দু'পা এগিয়ে গেল গ্র্যান্ট। ডানহাতে শক্তিশালী পাঞ্চ কষল তার মুখ সই করে। তাল হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল জর্ডান।

পড়েই হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল। সুযোগটা দিল গ্র্যান্ট, তারপর নিশানা করার জন্যে যেই সে হাত তুলতে গেল, অমনি কষে লাথি মারল কব্জি বরাবর। উড়ে গেল তার পিস্তল, পাথরের গায়ে বাড়ি খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাগালের বাইরে চলে গেল।

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল জর্ডান। গ্র্যান্ট সতর্ক হবার আগেই একমুঠো বালু ছুঁড়ে দিল ওর চোখে। অন্ধ হয়ে গেল ম্যাকলেইন। হাতের তালু দিয়ে পাগলের মত চোখ পরিষ্কার করার ফাঁকে কনুই ভাঁজ করে মুখ আড়াল করল, আন্দাজে এদিক ওদিক সরে জর্ডানের অবিরাম ঘুসি, রদ্দা, আপারকাট ইত্যাদি এড়াতে চেষ্টা করতে থাকল। তাতে সুবিধে

হচ্ছে না দেখে মরিয়া হয়ে লোকটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল গ্র্যান্ট। একসময় পেয়েও গেল ব্যাটাকে। তার শরীরের সাথে সেঁটে শার্টের আস্তিনে চোখ ঘসল গ্র্যান্ট। অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

এবার দেখেশুনে হাঁটু দিয়ে মারল গ্র্যান্ট ওর তলপেটে। 'হুঁক্!' আওয়াজ করে উঠল জর্ডান। দেহটা ভাঁজ হয়ে এল সামনে। পরক্ষণে নাকে মুখে ওর ভয়ঙ্কর এক পাঞ্চ খেয়ে পেছন দিকে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল লোকটা। গভীর হতাশায় মুষড়ে পড়ল সে। শরীর, মন, কোনটাই এখন আর কথা শুনতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত কাউ পাঞ্চারের হাতেই শেষ হতে হবে ওকে?

মাথা ঝাড়া দিয়ে কনুইতে ভর রেখে ওঠার চেষ্টা করল সে। তখনই নাগালের মধ্যে এক পাথরের খাঁজে নিজের পিস্তলটা পড়ে আছে দেখতে পেল। একটা গড়ান দিয়েই ওটা তুলে নিল হাফব্রীড। উঠে দাঁড়াবার ফাঁকে কক্ করে নিল, তারপর তাকাল গ্র্যান্টের দিকে। গোধূলির প্রায় অন্ধকারেও লোকটার চোখ জ্বলে উঠতে দেখতে পেল টেক্সান।

'ওয়েল ওয়েল, মিস্টার গ্র্যান্ট ম্যাকলেইন! আখেরে তাহলে পরাজয়ই ছিল তোমার বিধিলিপি। আমি কি করব, বলো? হারা গেম জিতে গেলাম আমি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল হাফব্রীড, ট্রিগারের ওপর চেপে বসছে তর্জনী। 'তোমার কথা ভেবে সত্যিই এখন দুঃখ হচ্ছে আমার!'

ঠিক সেই মুহূর্তে ওর একেবারে পেছনে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল গ্র্যান্ট।

'সাবধান, জর্ডান! তোমার পেছনে...'

কথা শেষ করতে পারল না ও, তার আগেই কর্কশ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল হাফব্রীড। 'তুমি একটা রামছাগল, গ্র্যান্ট! ভেবেছ আমি তোমার আদ্দিকালের বস্তাপচা...'

শশ্‌ক! শশ্‌ক!! শশ্‌ক!!!

জর্ডানকে সম্পূর্ণ হতবাক্‌ করে দিয়ে তিনটে তীর তার পিঠ ভেদ করে ঢুকে গেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল স্কাল্পহান্টার, বিস্ফারিত দু'চোখ কপালে উঠে গেছে। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই প্রচণ্ড আক্ষেপে খিঁচ ধরল তার পেশীতে। তর্জনীতে টান পড়ল। কিন্তু শক্তির অভাবে কাজটা শেষ করতে পারল না আঙুল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। টলতে টলতে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দু'পা এগিয়ে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ল সে। পিস্তলটা ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল হাত থেকে। লেজে পালক গোঁজা তীরগুলোর বেরিয়ে থাকা অংশ মুহূর্তের জন্যে মৃদু কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

নড়ল না গ্র্যান্ট। জানে এ মুহূর্তে ও সম্পূর্ণ নিরুপায়। দুই অ্যাপাচিকে আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখল। ওদের দেহে, মুখে যুদ্ধের উল্কি। দু'জনেই ওর দিকে তীর তাক্‌ করে ছিলা টান্‌ টান্‌ করে রেখেছে।

'হাউডি,' ও যে ঘাবড়ায়নি, ব্যাটাদের তা বোঝাবার জন্যে হাসতে চেষ্টা করল গ্র্যান্ট। নজর হাত চারেক দূরে পড়ে থাকা জর্ডানের পিস্তলের ওপর দিয়ে ঘুরে এল। যদি কোনভাবে তুলে নেয়া যায় ওটা, তাহলে হয়তো...।

'ওটার কথা ভুলে যাও, কয়োত!'

চোখের তারায় বিস্ময় ফুটল গ্র্যান্টের। দুই যমদূতের ঠিক পেছনের রকের আড়াল থেকে উঠে বেরিয়ে এল ম্যানোলিতো। তার মাথার ওপর তুলে রাখা হাতে শান্তির সংকেত। সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাপাচি সর্দার।

'স্কাল্পহান্টার দুটো খতম হয়েছে। সে জন্যে তুমি যা করেছ, তাতে তোমার ম্যানোলিতোর ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে,' ভারি কণ্ঠে বলল সর্দার। 'অনেক অ্যাপাচি ওয়রিয়র মারা পড়েছে ওদের হাতে। বাদ বাকিরা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। অনেক হয়েছে, আর নয়।'

'তুমি কি শান্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী, ম্যানোলিতো?' প্রশ্ন করল টেক্সান।

'হ্যাঁ, তবে আজ নয়, অন্য কোনদিন,' অবিচল কণ্ঠে জবাব দিল ইন্ডিয়ান। 'ম্যানোলিতো উপকারের প্রতিদান দিতে জানে। আমাদের এই দুই শত্রুকে খতম করার ব্যাপারে নিজের জীবন বিপন্ন করেও ঝুঁকি তুমি নিয়েছ, তার প্রতিদানে তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। অ্যাডিয়োস, কয়োত।'

স্যালুটের ভঙ্গিতে গ্র্যান্টকে অভিবাদন করল সর্দার, ঘুরে দাঁড়াল। পাহাড়ের গা বেয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের গর্জন কানে এল ম্যাকলেইনের, সরে যাচ্ছে—পুব দিকে। চলে যাচ্ছে অ্যাপাচিরা।

ওপরটা সমান দেখে একটা পাথরে এসে বসল গ্র্যান্ট। ধেয়ে চলা অ্যাপাচিদের সৃষ্ট ক্রমঅপসৃয়মান ধুলোর ঝড়ের দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকল।

গত ক'দিনের ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা একযোগে ভিড় করছে ওর মনের পর্দায়। ভাবছে অ্যাপাচিদের দুর্বোধ্য মানসিকতার কথা।

আকাশের দিকে তাকাল টেক্সান। পরমুহূর্তে কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে গেল পেছনে কাউকে নিজের নাম ধরে ডেকে উঠতে শুনে। তাকাল না কাউবয়। আবার ডেকে উঠল কণ্ঠটা।

'গ্র্যান্ট!'

বহু বছর পর গলাটা শুনল ও, কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রথমবারেই চিনতে পেরেছে। উঠে পড়ল সে, ঘুরে দাঁড়াল। মার্ক ডেভিস দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কয়েক হাত পেছনে। অপরাধীর চেহারা। 'গ্র্যান্ট, তোমার সাথে কিছু কথা ছিল।'

জবাব না দিয়ে অ্যাপাচিদের গমন পথের দিকে তাকাল ও। দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দলটা।

'গ্র্যান্ট! কিছু...'

হাসি ফুটল কাউবয়ের মুখে। গোধূলির বিলীয়মান আলোতে ফ্যাকাসে, বিষণ্ণ দেখাল তা। সেই মুহূর্তে টেড টার্নার এসে দাঁড়াল ডেভিসের পাশে। দু'জনকে দেখল গ্র্যান্ট। 'আমার দুর্ভাগ্য যে মাকে রক্ষা করতে পারিনি খুনীদের হাত থেকে। প্রতিজ্ঞা ছিল, জীবন দিয়ে হলেও তার মেয়েকে রক্ষা করব।' খানিক বিরতি দিল ও। 'সে কাজ হয়েছে।'

'ডেভিসের কিছু বলার ছিল, গ্র্যান্ট!' প্রায় অনুনয় ঝরে পড়ল প্রসপেক্টরের কণ্ঠে।

'দুঃখিত, টেড। আমি আমার দুঃখিনী মায়ের আত্মাকে কষ্ট দিতে পারব না। আমি জানি কি বলতে চায় মিস্টার ডেভিস। কিন্তু আমি তা শুনতে চাই না।'

চুপ করে থাকল ডেভিস। এর উত্তরে কিছু বলার মত আছে কি না জানা নেই তার।

'মা তো নেই,' ডেভিসের উদ্দেশে বলল পাঞ্জার। 'কাজেই কোন অজুহাতেই তোমার র‍্যাঞ্চে যাবার পথ নেই আমার। সম্পত্তির কোন অংশ হাতছাড়া হবার আশঙ্কাও নেই তোমার। শেষবারের মত একবার যদি কয়েক মিনিটের জন্যে ওখানে যাবার অনুমতি পেতাম, মানে, ভাবছিলাম যাবার পথে মার কবরটা একবার দেখে যাব আর কি!'

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল ডেভিস। 'আমি জানি আমার অপরাধের ক্ষমা হয় না। তবু যদি সম্ভব হয়...' বক্তব্য শেষ করার মত ভাষা খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল র‍্যাঞ্চার। 'তোমার জন্যে আমার র‍্যাঞ্চ সব সময় খোলা, যখন খুশি আসতে পারো তুমি।' একটু থেমে বলল, 'কখন যেতে চাও?'

উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল না ম্যাকলেইন।

ষোলো

পরদিন। ফোর্ট কোচিস।

পুব আকাশে সবে ভোরের আলো ফুটেছে। দিগন্তে ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ প্রসপেক্টর। একটুপর পিছনে পায়ের শব্দে ঘুরল সে। মার্ক ডেভিস। ঘুম ঘুম চেহারা। 'ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনলাম যেন?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ,' বলল বৃদ্ধ। 'গ্র্যান্ট চলে গেল।'

'মানে! কোথায়?' ঘুম উবে গেল র‍্যাঞ্চারের।

'প্রথমে তোমার র‍্যাঞ্চে যাবে মার কবর দেখতে। তারপর টেক্সাস।' হাত তুলে দিগন্তের ধুলোর মেঘ দেখাল লোকটা।

স্তব্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল মার্ক ডেভিস। কাল সন্ধের পর এখানে এসেছে ওরা সবাই রাত কাটাবার জন্যে। কথা ছিল আজ একসাথে ফিরে যাবে দল-বেঁধে।

'আমাদের সাথে যাবে বলেও একা চলে গেল কেন ও?'

'ও চায়নি অতীত নিয়ে নিনার সামনে কোন কথা উঠুক,' ধীর, শান্তকণ্ঠে বলল টার্নার। 'চায়নি নিনা কষ্ট পাক, ওর কাছে তোমার মর্যাদা নষ্ট হোক। তাই চলে গেল।'

চুপ করে ধুলোর হালকা মেঘটার দিকে তাকিয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার। কি বলবে ভেবে পেল না। নীরবে অনেকক্ষণ তাকে পর্যবেক্ষণ করল প্রসপেক্টর। লোকটার জন্যে করুণা বোধ করল।

'গ্র্যান্ট তোমার পুরস্কারের টাকা নিতে রাজি হয়নি। বলে গেছে, টাকাটা ওর তরফ থেকে নিনা-জেফের বিয়েতে উপহার হিসেবে নিনার হাতে তুলে দিতে।'

দৃষ্টি নামিয়ে নিল মার্ক ডেভিস। বৃদ্ধের কড়া দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না। বিড়বিড় করে বলল, 'কি বলব আমি নিনাকে?'

'আর যা-ই বলো, সত্যি কথাটা অন্তত বোলো না।'

রাতে বেশ একচোট বৃষ্টি হয়ে গেছে। পানির ছোঁয়া পেতেই মার্ক ডেভিসের রুক্ষ, শুষ্ক র‍্যাঞ্চল্যান্ড চমৎকার এক বাগানে পরিণত হয়েছে। গাছের শুকনো, পাতাবিহীন ডালে একেবারে আচমকা গাঢ় সবুজ রঙের পাতা গজিয়েছে। মাটিতে গজিয়েছে সবুজ ঘাসের কার্পেট। একই সাথে রঙ-বেরঙের ফুল। ডেইজি, ড্যানডেলিয়ন, ভার্বিনাস, আরও কত কি।

এসবের মধ্যে কর্কশ ক্যাকটাসগুলোকে ময়ূরের ঝাঁকে দাঁড়কাকের মত লাগছে দেখতে। এক রাতে পুরো এলাকার চেহারাই পাল্টে গেছে।

র‍্যাঞ্চ হাউসের সামান্য দূরে, ঘন সবুজ কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ এক যুবক। জায়গাটা নির্জন। মাথার স্টেটসন ঘাসের ওপর রেখে বিড় বিড় করে কি সব বলছে সে সামনের কবরটার দিকে তাকিয়ে। একটু পর কিছু ফুল তুলে যত্নের সাথে সাজিয়ে রাখল কবরের ওপর।

কাছে দাঁড়ানো তার ঘোড়াটা এগিয়ে এসে নাক দিয়ে মৃদু গুঁতো মারল যুবকের পিঠে। বোঝাতে চাইল যাবার সময় হয়েছে। ঘুরে তাকাল যুবক। 'এখানে কে শুয়ে আছে জানো, নিগ?' মৃদুকণ্ঠে বলল। 'আমার মা। হুয়ানো বড় নির্মমভাবে হত্যা করেছে আমার মাকে।' ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'বেচারী!'

নাক দিয়ে খরখর আওয়াজ করল নিগার। মাথা ওপর-নিচে করল কয়েকবার। যেন বুঝতে পেরেছে মনিবের দুঃখ।

'যাওয়ার পথে আরেকটা কবর দেখে যেতে হবে,' বলল ম্যাকলেইন। 'আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল বোকা ষাঁড়, সেই রেনারের। ও আমাকে সেদিন না বাঁচালে মার হত্যার প্রতিশোধ নেয়া কখনও সম্ভব হত না হয়তো।'

শেষবারের মত কবরটার দিকে তাকাল সে। হ্যাট তুলে নিগারের লাগাম ধরে মৃদু টান দিল। 'চলো যাই।'

* * * *

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900